গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল
(বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট)

এম ফিল অভিসন্দর্ভ

ফাতেমা সুলতানা
এমফিল দ্বিতীয় পর্ব, ক্রমিক নং-২১০
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৫-৯৬
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400419

তত্ত্বাবধায়ক
ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ

অক্টোবর ২০০১

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে এ অভিসন্দর্ভটি ফাতেমা সুলতানার নিজস্ব রচিত এবং এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

29.12.2011

(ডালেম চন্দ্র বর্মণ)
তত্ত্বাবধায়ক

400419

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র	
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
প্রথম অধ্যায়	গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতালঃ ভূমিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭-৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ১লা জানুয়ারি ১৯৭২-১৫ই আগস্ট ১৯৭৫	৩০
চতুর্থ অধ্যায়	গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫-২৩শে মার্চ ১৯৮২	৪০
পঞ্চম অধ্যায়	গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ২৪শে মার্চ ১৯৮২-৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০	৫১
ষষ্ঠ অধ্যায়	গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০-৩০শে মার্চ ১৯৯৬	৭৭
সপ্তম অধ্যায়	গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ৩১শে মার্চ ১৯৯৬-৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯	১০৩
অষ্টম অধ্যায়	উপসংহার	১১৬
	পরিশিষ্ট-ক	১২৪
	গ্রন্থপঞ্জী	২৫৭

400419

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হরতাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য যে কোন আন্দোলনের একটি স্বীকৃত ও আইনানুগ হাতিয়ার। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হরতালের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই হাতিয়ারটির কারণে অকারণে যথেচ্ছা ব্যবহার একে অনেকটা গুরুত্বহীন করে ফেলেছে। এসব কথা ভেবে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল (বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট)' শিরোনামের এই গবেষণা কর্মে আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হরতাল ব্যবহারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমার এ গবেষণার সময়কাল ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। তাই ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের পরবর্তী ঘটনাসমূহ আমার গবেষণা কর্মে স্থান পায় নি।

নির্ভুল গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা শ্রমসাধ্য ও জটিল কাজ। আমাদের মত সীমিত সম্পদের দেশে গবেষণা কর্ম আরও সমস্যা সঙ্কুল। তাছাড়া গবেষকের ব্যক্তিগত নানা সমস্যাও অনেক সময় গবেষণা কর্মকে ব্যাহত করে। আমাকেও সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে হয়েছে। তাই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সম্ভব। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাহায্য, পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মটি পরিচালনার কাজে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে, উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সময় দান করে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং উৎসাহ দিয়ে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে, সঠিকভাবে সহায়তা করেছেন আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণা সংক্রান্ত কাজে গ্রন্থাগার ব্যবহারে সহায়তা দানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিকভাবে আমি আমার বাবা-মায়ের উৎসাহে কাজটি শুরু করি, তাঁদের প্রতি আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে আমার স্বামী মোঃ সোহেল রানার প্রতিও আমি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। তার প্রেরণা, ঐকান্তিক সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতা আমাকে কাজটি সম্পাদনে শক্তি যুগিয়েছে। গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার শিশু কন্যা ও পুত্রের প্রতিও যথেষ্ট মনযোগ দেয়া হয়ে উঠে নি। তাদের কাছেও আমি ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই মুক্তকণ্ঠে কর্মরত সাংবাদিক শ্রী অজয় দাশগুপ্তের কথা । তিনি নিঃসংকোচে তার গবেষণালব্ধ প্রচুর তথ্য দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তার জন্য স্নেহাস্পদা দীপিকা ও বোন মাসুমা সুলতানা রূপমকে শুভেচ্ছাসহ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গবেষণা কর্মটি কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ কাজে সহায়তা করার জন্য 'কবওয়েব কম্পিউটারস' এর রাসেল ও মোশাররফকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

ফাতেমা সুলতানা

১৬ই অক্টোবর ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতালঃ ভূমিকা

ভূমিকা

প্রতিবাদ মানুষের জন্মগত অধিকার, তার সচেতন মনের প্রকাশ। শুধু মানুষ নয়, অধিকারে হাত পড়লে পশু পাখিরাও প্রতিবাদ করে। কোন সময় আমরা তা বুঝি, কোন সময় আবার বুঝি না। লেজে পা দিয়ে চলার অধিকারকে ক্ষুন্ন করলে ফোঁস করে উঠে সাপ, দংশনে উদ্যত হয়। দরজা- জানলা বন্ধ করে বিড়ালকে মারতে গেলে সেও গর্জে উঠে, তখন তাকে বাঘের মাসি বলে চিনতে ভুল হয় না। একটি কাককে মারলে কাকের ঝাঁক এসে ঝাপিয়ে পড়ে কা কা রবে। নিরীহ প্রাণী গরু, সেও শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে তার অধিকারে হাত পড়লে।

মানব ইতিহাসের প্রায় সব বিপ্লব আর বিদ্রোহই শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জন্ম দিয়েছে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের, জাহিলিয়া আমলের অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফসল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। কালে, আন্দোলন পরিণত হয়েছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশে। তবে আন্দোলনের লক্ষ্য সব সময় এক থাকে না। একাত্তর পূর্ব সময়ে আমাদের আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের শোষকের বিরুদ্ধে এবং সাতচল্লিশের আগে তা ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। একাত্তরের পর থেকে আন্দোলন শুরু হয় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিতে শাসকের ভূমিকার কারণে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নানা পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, গণবিক্ষোভ, সাধারণ ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি নানা কর্মসূচী আন্দোলনের কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আন্দোলনের কোন কোন কর্মসূচী কিছুটা অভিনব ও আকর্ষণীয় হয় যা গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কার্যকর হতে পারে। হরতাল তেমনি একটি কর্মসূচী। হরতাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা যে কোন আন্দোলনের একটি স্বীকৃত এবং কার্যকর হাতিয়ার।

হরতাল কি?

প্রতিজ্ঞা পূর্বক কোন কাজকর্ম বন্ধ রাখাকেই সর্ব-সম্মত ভাবে সারা বিশ্বের জনগণ হরতাল বলে মনে করে। হরতাল শব্দটি একটি গুজরাটি শব্দ। গুজরাটি 'হর' শব্দের অর্থ প্রত্যেক ও 'তাল' (তালা) শব্দের অর্থ দরজায় তালা। অতএব, হরতালের শাব্দিক অর্থ প্রতি দরজায় তালা এবং ব্যবহৃত অর্থ প্রতিবাদ জানানোর জন্য যানবাহন, হাটবাজার, দোকানপাট, অফিস-আদালত ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা। ইংরেজি 'জেনারেল স্ট্রাইক' বা সাধারণ ধর্মঘট এবং হিন্দ 'বনধ' শব্দকে হরতালের সমার্থক বলে ধরে নেয়া যায়।[১]

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘটের (দ্র) সর্বাত্মক রূপগুলির একটি হচ্ছে হরতাল। সাধারণতঃ হরতালের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে কোন চরম দুঃখজনক, শোকাবহ, কিংবা জনস্বার্থ বিরোধী ঘটনার প্রতিবাদ কিংবা কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে ক্ষমতাসীন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য চরম রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে।[২]

রাজনৈতিক হরতালের সাথে কলকারখানার শ্রমিক শ্রেণীর আইনসিদ্ধ ধর্মঘটের পার্থক্য রয়েছে। যদিও হরতাল ধর্মঘটেরই রূপান্তর মাত্র, হরতালের মধ্যে সার্বিক বা বিরাট ব্যাপার জড়িত; পক্ষান্তরে ধর্মঘট শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ধর্মঘটে সাধারণতঃ এক বা একাধিক শিল্প কারখানা অথবা দপ্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মবিরতি হয়ে থাকে। কিন্তু হরতালের চরিত্র ভিন্ন এবং এর আওতা আরো প্রসারিত। হরতালের কর্মসূচীতে জনগণের চলাচল, প্রায় সব ধরণের যানবাহনের চলাচল, কলকারখানা, দোকানপাট, সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের কাজকর্ম একযোগে বন্ধ রাখা হয়। কেবল অতীব জরুরী কোন কোন সরকারী ও বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজ হরতালের আওতামুক্ত রাখা হয়। তবুও সবসময় নয়।

কারও কারও মতে হরতালের যথার্থ কোন সংজ্ঞা নেই। এ প্রসঙ্গে লর্ড চিফ বারনকেলি (Lord Chief Barankelly) বলেছেন,- There is no authority, which gives a legal definition of the word 'Strike'.[৩]

অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে, "A concerted refusal to work by employees till some grievance is remedied. So the word 'Strike' may be best defined as a sudden cessation of work resulting from an agreement on the part of a body of workmen either to break or not to renew their existing contract of service for the purpose of obtaining or resisting a change in the conditions of employment. So the strike is not a mere refusal to work, for such an act has never been made punishable by law, nor is it the abandonment of work begun, for the right to repudiate exists in the case of labor contracts just as in that of any other contract that is not for fixed term. The strike is a means of constraint exercised by one contracting party over the other in order to obtain certain modification of the contract. In the case of strike the condition consists in the sudden interruption of labor and injury, which results for the employer. It should be noted, also, that though strike may be accompanied by breaches of contract and intimidation and riot, yet such features as these, though

Dhaka University Institutional Repository

common to many strikes, are excluded from the legal definition of the word strike."[৪]

আবার Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে, "Work stoppages resulting from serious disagreements between labour and management. Strikes are collective refusals by employees to work under the conditions required by employers, ... Strikes arise for a number of a reasons; from disputes about wages and the conditions of employment; in sympathy with other striking workers, from jurisdiction disputes between two unions; or for purely political goals [as in the general strike q.v.] strikes not authorized by the central union body [wildcat strike] may be directed against the union leadership as well as the employer.

The right to strike is granted in principle to workers in nearly all industrial countries although some require a series of specified efforts at settlement preceding the strike and others forbid purely political strikes and strikes by public employees. The types and purposes of strikes and their frequency depend on a great variety of factors, including a country's political system, its history, and the role of the trade unions.

Most strikes and threats of strikes are intended to inflict a cost on the employer for failure to meet specific wage and other demands of the unions. Among Japanese unions on the other hand, strikes are not intended to halt production for long periods of time and are more akin to demonstrations. Occasionally, as in some Western European counties, strikes have been politically motivated, stemming from a general class-consciousness among the workers. In countries ruled by governments with a strong socialist orientation, strikes may be directed against the governments and their policies."[৫]

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘট, স্ট্রাইক, হরতালের আদি ইতিহাস সম্পর্কে ব্রিটেনের একজন বিখ্যাত আইনজীবী জন হেনডি (কিউ সি) এর লেখায় পাওয়া যায় – "strike has been a part of human history for a very long time. Hieroglyphs Records a strike by slaves building a pyramid 5000 year ago. The ancient Egyptian strikers were exiled or imprisoned, just as they are today in China, Saudi Arabia and Guatemala. Freedom to strike is a mark of a civilized society." (Evening Standard Monday, 15 Feb. 1999 page 4.)[৬]

জন হেনডির বক্তব্যের মর্মকথা হল, "ধর্মঘট বহুযুগ ধরে মানব ইতিহাসের একটি অংশ। হায়ারোগ্লিফস এর রেকর্ড অনুযায়ী পাঁচ হাজার বছর আগে পিরামিড তৈরীরত দাসেরা ধর্মঘট করেছিল। প্রাচীন মিসরীয় এই ধর্মঘটীদের মৃত্যুদন্ড বা কারাদন্ড দেয়া হয়েছিল। হিটলারের জার্মানিতেও ধর্মঘটীদের একই শাস্তি দেয়া হত, যেমন আজকাল দেখা যায় চীনে, সৌদি আরবে এবং গুয়েতেমালায়। ধর্মঘট করার অধিকার একটি সভ্য সমাজের পরিচয় জ্ঞাপক।"

ধর্মঘট প্রকৃত পক্ষে শিল্প বিপ্লবের বাই-প্রোডাক্ট বা পরোক্ষ ফসল যা শিল্পপতিদের কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অনভিপ্রেত। শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প উৎপাদন ঘরোয়া গন্ডি থেকে বের হয়ে আসে বৃহত্তর পরিধিতে গড়ে উঠে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় organized labour বা সংগঠিত শ্রম। কিন্তু পুঁজিপতিদের স্বার্থে সৃষ্ট সংগঠিত শ্রমের সমান্তরালে মজুরি, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে উঠে এক সংঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তি। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিরোধ হয়ে উঠে অনিবার্য এবং ধর্মঘট হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আমেরিকা এবং ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে পুঁজির প্রসার ও শ্রমিকের ধর্মঘট পাশাপাশি চলে।

আমেরিকাতে প্রথম ধর্মঘট হয় ১৭৪০ সালে। নিউইয়র্ক শহরের Journey men baker রাই প্রথম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি ঘোষণা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই যুক্তরাষ্ট্রে আসে ধর্মঘটের জোয়ার এবং তা আনে রেলওয়ে ও ইস্পাত শ্রমিকরা, এর মধ্যে ১৮১২-এর Homestead ধর্মঘট এবং ১৮৯৪-এর Pullman ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতাব্দীতে ১৯১৯, ১৯৩৭, ১৯৫২, ১৯৫৯ এর খনি শ্রমিক এবং ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ এর অটোমোবাইল শ্রমিকদের আহ্বানে সারা মার্কিন মুল্লুকে ধর্মঘট হয়। ১৯৭৮-এর পরিসংখ্যান দিয়ে জ্যাক বারবাশ বলেছেন, "In the U.S in 1978 1.6 million workers were involved in 4300 work stoppages, resulting in 39 million lost working days."[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীব্যাপী অনুরূপ ধর্মঘট চলে। তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন এবং বিদেশী পুঁজিশোষিত দেশগুলিতে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তার প্রধান হাতিয়ার ছিল ধর্মঘট।

এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে দুর্বার আন্দোলন বিশ শতকের চার দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে তা প্রথমে শুরু হয় অর্থনৈতিক বিরোধিতা ও অসহযোগিতা দিয়ে। সেকালের ব্রিটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন ছিল ধর্মঘটের মতই আর একটি ব্রিটিশ বিরোধী অস্ত্র। পরবর্তী পর্যায়ে সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, অসহযোগ আন্দোলন, হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠে। বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রত্যেকটি দেশে ধর্মঘট করা বা ডাকা আইনসম্মত অধিকার। ফ্রান্সে, ইতালিতে এমনকি নব্য স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ধর্মঘট করা সাংবিধানিক অধিকার। অর্থাৎ এই অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জন হেনডি (কিউসি)র মতে, "The right of strike is a fundamental human right." (ধর্মঘট করা একটি মৌলিক মানবিক অধিকার)। এই অধিকারকে আন্তর্জাতিক আইনসম্মত একটি অধিকার হিসাবে ব্রিটেনও মেনে নিয়েছে।

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কোন বিশেষ যুক্তি বা পদ্ধতি একটি বিশেষ ঐতিহ্যে স্থিত হতে পারে না। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে কোন যুক্তি বা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং এটাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় জনসাধারণকে রাজনৈতিক ভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য এক ধরণের সামাজিক প্রতিবাদ করা হত। তার লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে বিদেশী শাসন সম্পর্কে সচেতন করা। হরতাল বা ধর্মঘট নয়। তখন পালন করা হত 'অরন্ধন দিবস'। পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের এভাবে ধীরে ধীরে দেশব্যাপী গণ জাগরণে শামিল করার ব্যবস্থা করা হত। তৎকালীন বঙ্গ দেশে এই অরন্ধন দিবস পালিত হত। বাড়ির বউ-ঝিরা এই প্রতিবাদ সম্পর্কে সচেতন হতেন এবং স্বেচ্ছায় অংশ নিতেন। কোন জোর জবরদস্তি ছিল না। গ্রাম বা শহরের সব পরিবারই এটা পালন করত এমন নয়। তাদের অনেককে বুঝিয়ে শুনিয়ে এই অরন্ধন দিবস পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে শিল্প কারখানায় হরতাল ও ধর্মঘট শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে ধর্মঘট রাজনৈতিক রূপ নেয় এবং তা পালিত হত রাজনৈতিক দল বা গণসংগঠনগুলির আহবানে। এভাবে এদেশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে এবং শাসক শ্রেণীর অন্যায়ের প্রতিবাদে কালক্রমে অরন্ধন দিবসের স্থান নিয়ে নেয় হরতাল ও ধর্মঘট।

হরতালের প্রকার ভেদ

চিন্তা ও চেতনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সেকালে কিংবা একালে সমাজকে সম্ভবতঃ একইভাবে নাড়া দেয়। শোষিতের হাতিয়ার যে প্রতিবাদ, সর্বকালে তার ব্যবহার বিধি প্রায় একই রকম থাকলেও তার ভাষা ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

সে কারণে প্রাচীন ধর্মঘট বা হরতালের প্রকৃতির সঙ্গে বিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মঘট বা হরতালের প্রকৃতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে।

বাংলাদেশে হরতালের ইতিহাসে অবস্থান ধর্মঘট, অনশন ধর্মঘট, প্রতীক ধর্মঘট ও কলম ধর্মঘট আধুনিক কালে মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সাধারণ ধর্মঘট বা হরতালগুলির ক্ষেত্রে একটি সাধারণ চিন্তা ও চেতনা প্রসারিত হয় ঠিকই, কিন্তু যে কোন বিষয়ের প্রতিবাদ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত কৌশলগত ধর্মঘটের মত তা ব্যাপক অচলাবস্থা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ হরতাল হয়ে থাকে তিন পর্যায়েঃ

১) জাতীয় পর্যায়ে
২) আঞ্চলিক পর্যায়ে ও
৩) স্থানীয় পর্যায়ে

সারাদেশে পালিত হরতালকে জাতীয় পর্যায়ে এবং একসংঙ্গে একাধিক জেলায় পালিত হরতালকে আঞ্চলিক পর্যায়ে হরতাল বলে ধরা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে হরতালের মধ্যে রয়েছে জেলা, মহকুমা, থানা, গ্রাম কিংবা হাট বাজারে পালিত হরতাল।

১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৯৯ এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ভূখন্ডে জাতীয় পর্যায়ে ২৪৮টি, রাজধানী ঢাকা এবং বাণিজ্যিক রাজধানী বলে পরিচিত চট্টগ্রাম সহ আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৯৩টি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৭১২ টি হরতাল পালিত হয়। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে)

সময়ের ভিত্তিতে সাধারণতঃ হরতাল হয়ে থাকে তিন ধরণেরঃ

৪) অর্ধদিবস
৫) পূর্ণ দিবস
৬) অনির্দিষ্টকাল বা লাগাতার

এছাড়াও ৪৮ ঘন্টা, ৭২ ঘন্টা, ৯৬ ঘন্টা ইত্যাদি মেয়াদেও হরতাল হয়। এর স্থায়িত কাল সম্পূর্ণ নির্ভর করে হরতাল আহ্বানকারীদের রাজনৈতিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার বিবেচনা এবং তাদের দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপক্ষের নমনীয়তার উপর। অবশ্য হরতাল যথাযথ ভাবে পালনের ব্যাপারটি নির্ভর করে কোন রাজনৈতিক দল বা জোট তা আহ্বান করেছে তার উপর এবং যে বা যে সকল কর্মসূচীর ভিত্তিতে তা ডাকা হয়েছে সেই কর্মসূচীর গুরুত্ব ও তার প্রতি সমাজের সর্বশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের স্বতঃস্ফূর্ত বা সচেতন সমর্থন ও সম্মতির উপর। অবশ্য ভীতি প্রদর্শন করে বা আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হরতাল পালনে জনসাধারণকে বাধ্য করার নজির আমাদের দেশে বিরল নয়।

ছুটির সঙ্গে হরতাল

ছুটির দিনের সঙ্গে মিলিয়ে হরতাল করার বিষয়টি ইদানীং লক্ষ্যকরা যায়। সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন করা হয়েছে ১৯৯৭ এর মে মাসের শেষ দিকে। এরপর থেকে অনেক সময় হরতাল দেয়া হচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার ও শনিবারের সাথে মিলিয়ে বৃহস্পতিবার কিংবা রোববার। যেমন ১৯৯৭ সালে ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার, ৭ই ডিসেম্বর রোববার, এবং ২২শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার (একই সপ্তাহে), ১৯৯৯ এর ৯, ১০ ও ১১ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৯ এর ৭, ৮ ও ৯ই নভেম্বর রবি, সোম, মঙ্গলবার। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৬ এর মার্চ মাস পর্যন্ত এ ধরণের প্রবণতা দেখা যায় নি। আশির দশকেও সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন ছিল। কিন্তু তখন হরতাল আহ্বানকারীরা এ বিষয়টি তেমন বিবেচনায় নেয় নি।

হরতাল নয়, কর্মসূচী

লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের শাসনামলে দুইবার সংবাদপত্রের উপর হুকুমজারি করা হয় যে, বিরোধী দলগুলি হরতাল, ধর্মঘট বা অবরোধ ডাকলে সংবাদ পত্রে তা প্রকাশ করা যাবে না। তার তথ্যমন্ত্রী জনাব আনোয়ার জাহিদ ছিলেন এ নীতির উৎসাহী সমর্থক। তিনি সম্পাদকদের ডেকে সামরিক আইনের ধারাসমূহ মেনে না চললে কঠোর শাস্তির হুমকি দেন। সাংবাদিকরা অবশ্য এই অন্যায় আদেশের কাছে নতি স্বীকার করেন নি। তারা স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল ও জোটের ডাকা হরতাল কর্মসূচীর কথা জনগণকে ঠিকই জানিয়ে দেন। তবে একটু কৌশলে হরতালের পরিবর্তে লেখা হয় কর্মসূচী। যেমন- 'আজ দেশব্যাপী অর্ধদিবস কর্মসূচী', 'দেশ ব্যাপী অর্ধদিবস কর্মসূচী পালিত' ইত্যাদি।

হরতালের ব্যাপারে সরকার, বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষের মনোভাব

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বর্তমানে হরতালের ব্যাপারে সাধারণ জনগণের মনোভাব হচ্ছে নেতিবাচক। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি জনমত সমীক্ষায় তার প্রমাণ মেলে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহল এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন শিল্প ও বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ হরতালকে অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর বলে বিভিন্ন সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেন। বাংলাদেশকে ঋণ ও অনুদানদাতা বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহও 'হরতালে উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হয়' বলে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

সরকারে থেকে হরতালের বিরোধিতা করা এবং বিরোধী দলে থেকে হরতালের প্রবল সমর্থক হওয়ার নজির রাখে এদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলগুলিই। এ দেশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন থাকাকালে হরতালের তীব্র বিরোধিতা করে। ১৯৯৮ এর ১৫ই নভেম্বর শেখ হাসিনা তার কার্যালয়ে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমূহের সম্পাদকের সঙ্গে মত বিনিময় কালে ঘোষণা দেন যে তার দল আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক বা অন্য কোন দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসাবে আর কখনই হরতালের আশ্রয় নেবে না। এমন কি তার দল ভবিষ্যতে বিরোধী দলের আসনে বসলেও তাদের এই অবস্থানের কোন নড়চড় হবে না। এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। শেখ হাসিনার এই ঘোষণা যথার্থ কিনা, অর্থাৎ তার দল এ কথাটি মেনে চলবে কিনা সেটা স্পষ্ট হবে কেবল তারা বিরোধী দলের আসনে বসলেই।

শেখ হাসিনার ভবিষ্যতে হরতাল না করার ঘোষণা হরতালের বিরুদ্ধে সর্বমহলে গড়ে ওঠা সাধারণ ঐকমত্যের প্রতিফলন বলেই ধরে নেয়া যায়। তার এই বক্তব্যের উল্লেখ করে ১৯৯৮ এর ১৬ই নভেম্বর দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে তার দল আওয়ামী লীগ আর কখনও হরতাল ডাকবে না। ১৫ই নভেম্বর তার কার্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে একতরফাভাবে তিনি এ ঘোষণা দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে তার দল কখনও হরতাল ডাকবে না। অতীতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার দল হরতালের ডাক দিত। কিন্তু এখন হরতাল ডাকার প্রয়োজন নেই। তিনি এও বলেন যে হরতাল না করার এই সিদ্ধান্ত শর্তহীন।"

শেখ হাসিনার এ ঘোষণার কয়েকদিন আগে ১০ই নভেম্বর শাহ এস এ এম এস কিবরিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনেও প্রায় অনুরূপ ঘোষণা করেন। তবে তিনি তার বক্তব্যে কিছু শর্ত যুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে ১১ই নভেম্বর ভোরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, "অর্থমন্ত্রী শাহ এস এ এম এস কিবরিয়া ১০ই নভেম্বর (১৯৯৮) তার সচিবালয়ে কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে হরতাল কর্মসূচী বন্ধ করলে আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে বিরোধী দলে গেলেও হরতাল করবে না। তিনি বলেন, প্রতিদিনের হরতালে অর্থনীতিতে প্রায় ৩৮৬ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এর মধ্যে উৎপাদন খাতে ক্ষতি ২৪৫ কোটি ৫২ লাখ টাকা, রপ্তানী খাতে ৮০ কোটি, এবং রাজস্ব খাতে ৫৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা।"

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য শেখ হাসিনা এবং শাহ এস এ এম এস কিবরিয়ার এ ঘোষণার পরও হরতাল বন্ধ হয় নি। ১৯৯৮ এর ১৬ই নভেম্বর থেকে ১৯৯৯ এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতীয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অসংখ্য হরতাল পালিত হয়। অথচ কোন কোন মহল আশা করেছিল হরতাল খুব শীঘ্রই অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়ে। শেখ হাসিনার একতরফা ঘোষণার পরের দিন, অর্থাৎ ১৬ই নভেম্বর, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া স্পষ্ট করে বলেন, তার দল হরতালের রাজনীতি পরিত্যাগ করবে না। তার বক্তব্য উল্লেখ করে দৈনিক প্রথমআলোয় ১৭ই নভেম্বর (১৯৯৮) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, "বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সরকার বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের উপর নির্যাতন বন্ধ না করলে এক, দুই বা তিনদিন নয় প্রয়োজনে লাগাতার হরতাল চলবে। ১৬ই নভেম্বর সংসদ অভিমুখে বিএনপির মিছিল শুরুর আগে এক সমাবেশে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন যে, সরকারই বিএনপিকে হরতাল দিতে বাধ্য করছে। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা 'আওয়ামী লীগ আর কখনও হরতাল করবে না' বলে যে ঘোষণা দিয়েছেন (১৬ই নভেম্বর ১৯৯৮) বেগম খালেদা জিয়া সরাসরি তার কোন উল্লেখ করেন নি।"

গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন

ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আদর্শ বরাবরই ছিল প্রেরণার উৎস। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বরাবরই ছিল জনগণের কাঙ্খিত লক্ষ্য। এ জন্য জনগণ সংগ্রাম করেছে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করেছে সেই লক্ষ্য। ব্রিটিশ ভারতে বাঙালিরা ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারিতে।

গণতন্ত্র এমন একটি শক্তিশালী 'তন্ত্র' যার আগে পিছে কোন বিশেষণ যোগ করার প্রয়োজন হয় না। অথচ বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত হয়েছে একাধিকবার। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'শোষিতের গণতন্ত্র', জিয়াউর রহমান বলেছেন 'জনগণের গণতন্ত্র এবং এরশাদ বলেছেন 'উৎপাদকের গণতন্ত্র' ইত্যাদি।

পৃথিবীবিখ্যাত বহু রাজনীতিবিদ এবং মনীষী গণতন্ত্রের অনেক অনবদ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। যে-কোন দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নুন্যতম শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞা Government of the people, by the people, for the people এর উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী R. M. Maclver লিখেছেন যে, "Democracy is not a form of government, democracy is a way of life..... Democracy grows into its being" আমাদের দেশের গণতন্ত্রের মানসপুত্র, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন যে, "Democracy is a form of government which controls itself."

Dhaka University Institutional Repository

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এর ভাষায়, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক প্রকারের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক সব ব্যাপারে তার ইচ্ছা ও পছন্দানুসারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারে, তার মতামত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দেশের শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং যারা আকাঙ্খা করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। উলফ্ এর মতে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ হল মুক্ত, সম-মর্যাদাবান, সক্রিয় ও বুদ্ধিমান নাগরিকদের সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের পছন্দানুযায়ী জীবন ব্যবস্থা বেছে নেয় এবং অন্যদেরকে স্ব স্ব পথ গ্রহণে বাধা দেয় না।"

প্রকৃতপক্ষে একাধিক আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ তাদের পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করে একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, গণতন্ত্র মানব জাতির জন্মগত অধিকার ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতিভা বিকাশের জন্য অতুলনীয় হাতিয়ার। সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতা গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি। গণতন্ত্রকে বলা হয় সর্বোত্তম সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারী নীতি নির্ধারণে প্রত্যেক মানুষকে সমান সুযোগ দান করা হয় এবং মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক তাদের স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।

গণতন্ত্রকে প্রাণবন্ত করতে হলে ব্যক্তিজীবনে তার চর্চা প্রয়োজন। প্রয়োজন পারিবারিক জীবনে তার চর্চা। গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সমাজ জীবনে গণতন্ত্রের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্যে অপরিহার্য হল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে দলীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের ব্যাপক চর্চা। সকল পর্যায়ে চর্চার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের শিকড় সুদৃঢ় হয়। গণতন্ত্র রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের দৃঢ় এক অঙ্গীকারে, বলিষ্ঠ এক প্রত্যয়ে।

বিশ্বে গণতন্ত্রের শত্রু অনেক। তাদের দ্বারা গণতন্ত্র ক্ষয় হয়েছে ভেতর থেকে। অনেক সময় বাইরের ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে গণতন্ত্রের কোমল দেহ। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আহত হয়েছে গণতন্ত্র, আহত হয়েছে নির্বাচিত সংসদের হাতেও। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানও কোন কোন সময় এর প্রতি হেনেছে বিষাক্ত ছোবল। সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণতন্ত্রের প্রতি আঘাতের উদাহরণ তো অজস্র। বহুক্ষেত্রে গণতন্ত্রের উজ্জ্বল সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে সামরিক শাসনের মাধ্যমে। বিশ্বে তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যত কঠিন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ও তাকে স্থিতিশীল করা।

গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করার জন্যে প্রয়োজন সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যাপ্তি এবং যে কোনো মূল্যে গণতন্ত্রকে সংরক্ষণ করার মানসিকতা। সবার লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতি। ব্যক্তিগত বুদ্ধির পরিবর্তে সমাজ লাভ করবে সমষ্টিগত প্রজ্ঞা। শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে যৌথ অংশীদারিত্ব। সংখ্যালঘুকে উপেক্ষা না করে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী সমাজব্যাপী প্রতিষ্ঠা করবে ব্যক্তির প্রাধান্যের পরিবর্তে আইনের প্রাধান্য।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র আজ বন্ধুবিহীন। জনসমষ্টির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বসবাস করে দারিদ্রসীমার নিচে। অর্থনৈতিক কারণে তাদের প্রায় অর্ধেকই বাধ্য হয় মানবেতর জীবন যাপনে। সমাজের সবচেয়ে প্রাণবন্ত অংশ তারুণ্য হয়ে পড়েছে হতাশাগ্রস্ত ও নেশাগ্রস্ত। বেকারত্বে নিমজ্জিত সমাজের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী। দেশের অর্থনীতি এখনও ব্যাপকভাবে পরনির্ভরশীল।

গণতন্ত্র মূলতঃ একটি দলীয় শাসন ব্যবস্থা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আসীন হয় ক্ষমতায়। সংখ্যালঘুরা অবতীর্ণ হয় বিরোধী দলের ভূমিকায়। প্রত্যেক দলের রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং কর্মসূচী। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাদের নীতি ও কর্মসূচীর পসরা সাজিয়ে উপস্থিত হয় জনগণের সামনে। রাশি রাশি নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে থেকে জনগণ বেছে নেয়। সাথে সাথে বেছে নেয় ঐ সব নীতি ও কর্মসূচীর ধারক ব্যক্তি এবং ব্যক্তির সমন্বয়ে সংগঠিত দলকে। এই বাছাই প্রক্রিয়াই নির্বাচন। আজ যারা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হলেন না, কাল হয়তো তারাই আসবেন জনগণের কাছাকাছি। তাই গণতন্ত্রের সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে পার্থক্য শুধু সময়ের এবং সুযোগের। বিরোধী দল তাদের বিকল্প নীতি ও কর্মসূচী প্রচার করেই জনগণের কাছাকাছি আসে। সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করেই জনপ্রিয় হয়। তাই সরকারের সমালোচনার ভাব এবং ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন দলের মধ্যে থাকতে হবে এক ধরণের ঐকমত্য। ঐকমত্যের অভাবে সমালোচনার স্রোতে ভেসে যেতে পারে সামাজিক শুচিতা, দূষিত হতে পারে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পর্যায়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।

আমাদের দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের সৃষ্টি থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের সামরিক শাসন এবং পরে তথাকথিত সামরিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার অব্যাহত গণতান্ত্রিক আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের সশস্ত্র লড়াইয়ের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন ও পুনরায় সামরিক শাসকের আগমন এবং বিভিন্ন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপের ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে উঠে। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হরতাল বা ধর্মঘটের তাৎপর্যমন্ডিত ভূমিকা সর্বজনবিদিত।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার জন্য মূলতঃ ঢাকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রকে বেছে নেয়া হয়। জাতীয় ভিত্তিক বা স্থানীয় হরতালের প্রকৃতি যাই হোক, তার সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জড়িত থাকে এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। কোন দলের কার্যালয়ে তাদের আহ্বান করা অতীত কর্মসূচী সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় নি। প্রায়শঃই তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন দলিলও থাকে না। তাই কখন কোন তারিখে হরতাল ছিল, কি ইস্যুতে হরতাল ছিল, হরতাল কিভাবে পালিত হয়েছে, এককভাবে না জোটবদ্ধ হয়ে হরতাল আহ্বান করা হয়েছে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানতে সংবাদপত্রের আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে বিভিন্ন পুস্তকেরও সাহায্য নিতে হয়েছে। ৫২ বছরে প্রকাশিত সকল সংবাদপত্র পরীক্ষা করা কোনভাবেই সম্ভব হয় নি। পুরনো অনেক সংবাদপত্র এখন অস্তিত্বহীন। যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নিরীক্ষা করা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। গবেষণার প্রয়োজনে প্রতি মাসের জন্য একটি পত্রিকার ফাইল পরীক্ষা করা হয়েছে, অর্থাৎ ৫২ বছরের জন্য ৬২৪ মাসের (৫২×১২) ফাইল দেখা হয়। প্রতি মাসে ৩০ দিন হিসাবে মোট ১৮ হাজার ৭২০ দিনের (৫২×১২×৩০) পত্রিকা দেখা হয়েছে। চল্লিশের দশকের শেষদিকে এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে সাধারণতঃ চার ও ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকা বের হত। তারপর আসে আট পৃষ্ঠা পত্রিকার যুগ। এখন অনেক সংবাদপত্রই ১২, ১৬, ও ২০ পৃষ্ঠার। ৫২ বছরে গড়ে যদি আট পৃষ্ঠাও ধরে নেয়া হয় তাহলে এই গবেষণার জন্য আমাদের ১৮৭২০×৮ = ১,৪৯,৭৬০ (এক লাখ ৪৯ হাজার ৭৬০) পৃষ্ঠা সংবাদপত্র পরীক্ষা করতে হয়। প্রতি পৃষ্ঠায় আটটি কলাম হিসাবে পরীক্ষা করা কলামের সংখ্যা এগার লাখ ৯৮ হাজার ৮০টি।

ধর্মঘটের কারণে কোন কোন সময় দৈনিক সংবাদপত্র বের হয় নি। এ সময়ের জন্য কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকা পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে যাচাইয়ের প্রয়োজনে বেশ কিছু মাসের জন্য একাধিক সংবাদপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। এ হিসাবে প্রায় বারো লাখ কলাম পরীক্ষা করার হিসাবটা যথার্থ বলে ধরে নেয়া যায়। তারপরও কিছু হরতাল হয়ত হিসাবের বাইরে থেকে যেতে পারে। জাতীয় ভিত্তিক হরতালের হিসাবের ক্ষেত্রে এমন দু' একটির বেশী ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হয় না। প্রায় সব পত্রিকাতেই এ ধরণের হরতালের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাদ পড়ার ঘটনা ঘটতে পারে স্থানীয় পর্যায়ের হরতালের ক্ষেত্রে। আমরা যে মাসের জন্য যে সংবাদপত্র বেছে নিয়েছি, তাতে হয়ত কোন স্থানীয় হরতালের খবর উঠে নি। সেটা ঐ বিশেষ স্থানে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি না থাকার কারণে হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। কিংবা পত্রিকায় খবর এসে পৌছালেও কোন কারণে হয়ত তা ছাপা হয় নি। তবে নমুনা হিসাবে একাধিক মাসের যে সব সংবাদপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে তা থেকে বলা যায় যে এ ধরণের হিসাবের বাইরে থাকা হরতালের সংখ্যা খুব বেশী হবে না।

দৈনিক আজাদ, সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক চাষী, ডেইলি অবজারভার, গণকণ্ঠ, দৈনিক বাংলা, ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, আজকের কাগজ, যুগান্তর, মানবজমিন, ডেইলি স্টার এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার জন্য পত্রিকার মূল কপি বেছে নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এর কিছু মাইক্রোফিল্মও পরীক্ষা করা হয়। এগুলি মূলতঃ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের।

---

[১] মোহাম্মদ আলী ও অন্যান্য, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬, পৃ ৮৫৯।
[২] আখতার হোসেন, শিশু বিশ্বকোষ, ঢাকা, শিশু একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ ৩৭০-৩৭১।
[৩] Probodh Chandra Ghosh, The Legal Aspects of Strikes, [1920] P. 3.
[৪] ibid p.p. 4-5.
[৫] The New Encyclopaedia of Britannica, [1974] P. 614.
[৬] প্রথমআলো, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।
[৭] সংবাদ, ফেব্রুয়ারি ফাইল, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭-৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১

পাকিস্তানের অভ্যুদয়

১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের যথেষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পদিন পরই তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এর প্রধান কারণ ছিল বাঙালিদের সাথে পকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধান। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী, বিশেষতঃ পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী, পাকিস্তানকে একটি সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্র শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। অথচ বাঙালিরা ছিল গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুসারী। তদুপরি পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করতে। আর বাঙালিদের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন এবং তাদের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন। সৌভাগ্যক্রমে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা যোগ্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন হয়ে উঠে এবং এক পর্যায়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চাদপদ চিন্তার অধিকারী পাঞ্জাবী ও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্য থেকে বের হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের বিরামহীন আন্দোলন ও বিদ্রোহেরই ইতিহাস। তবে শুধু বিদ্রোহ নয়, বাঙালিরা চেষ্টা করেছে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাবৃদ্ধির জন্য। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির অন্যায়, অযৌক্তিক আচরণ ও বর্বরতার কারনে বাঙালিরা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালী জাতি তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। এই অধিকার আদায়ের জন্য চূড়ান্ত প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে হরতালের সার্থক প্রয়োগ ঘটে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে হাতে গোনা কয়েকটি হরতাল গণবিরোধী শাসকদের ভিত নড়বড়ে করে দেয়। কোন কোন হরতাল জুলুমশাহীর বিরুদ্ধে রীতিমত গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল। স্পষ্টতঃই বাঙালিদের মধ্যে বড় ধরণের তোলপাড় চলছিল, সমাজ হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভ। তার প্রচন্ড উদগীরণ আমরা দেখি ১৯৫২ এর ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং তার পরবর্তী দিনগুলিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে সামনে রেখে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জের সময়

Dhaka University Institutional Repository

ডাকা ১৯৬৪ এর ২৯শে সেপ্টেম্বর এবং আইয়ুব-মোনায়েমের দুঃশাসন অবসানের চূড়ান্ত আন্দোলনের পর্যায়ে ডাকা ১৯৬৯ এর ২৪শে জানুয়ারির হরতালে। এই হরতালের মাধ্যমে জনতার বিক্ষোভকে সংগঠিত আকারে রাজপথে নেয়া সম্ভব হয় যা পরবর্তী আন্দোলন বা অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সমূহ নির্ধারণ করে।

১৯৭১ এর মার্চ মাসে স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। স্বাধীনতার এক দফা দাবিতে ২৫ দিনের হরতাল অসহযোগ আন্দোলন এর ধারায় এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করে। জনগণের সকল অংশ আন্দোলনে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। অহিংস, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পাশাপাশি চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যরা বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলে জনগণ অতিদ্রুত গণসংগ্রামের নতুন হাতিয়ার হাতে তুলে নেয় এবং শত্রুকে পরাজিত করে। অর্জিত হয় স্বাধীনতা।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে হরতাল হয় ৮৪টি। এর মধ্যে পূর্ণ দিবস হরতাল হয় ৬৫টি এবং অর্ধদিবস হরতাল হয় ১২টি। একটানা বা লাগাতার হরতাল হয় ১৯ দিন, এর মধ্যে একটি ২৪ ঘন্টার এবং অসহযোগ আন্দোলনের ১৮দিন রয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে	৪৭টি
ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে	১৩টি
স্থানীয় পর্যায়ে	২৪টি
মোট	৮৪টি
মোট ৮৪ দিন হরতালের মধ্যে-	
পূর্ণদিবস	৬৫ দিন
অর্ধদিবস	১২ দিন
বিস্তারিত জানা যায় নি এমন হরতাল	৭ দিন

এ সময়ে বেশীর ভাগ হরতালই হয় জাতীয় পর্যায়ে। শাসকদের তীব্র দমননীতির কারণে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে হরতাল পালন ছিল খুবই কঠিন। তাই এই সময়ে স্থানীয়ভাবে পালিত কিছু হরতালের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত নাও হতে পারে। তবে এই সময়কালে (১৯৪৭-৭১) হরতালের তুলনায় ধর্মঘটের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। যেমন পাকিস্তানের শুরুতেই ১৯৪৭ এর ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকায় সেক্রেটারিয়েটে কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার প্রেক্ষিতে ধর্মঘট পালন করে। ভাষার দাবিতে বহুবার ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকগণ, সাংবাদিকবৃন্দ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ ও শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবি দাওয়ায় প্রেক্ষিতে ধর্মঘট পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ করা হয়। আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে অবিভক্ত বাংলার যে তরুণরা পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য কাজ করেছিল তারা হতাশায় আক্রান্ত হয়। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের সময়েই দেখা যায় যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পূর্ববঙ্গের হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান অনেক পিছনে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৩টি বস্ত্রকলের এবং ১১টি চিনিকলের প্রায় তিন চতুর্থাংশই ছিল দেশের পশ্চিমাঞ্চলে। এছাড়া সরকারী প্রশাসনে অবাঙালী মুসলমানদের অবস্থা বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা থেকে পূর্ব হতেই উন্নত ছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় প্রশাসনে তাদের প্রভাব ছিল প্রবল। সেনাবাহিনীতেও ছিল একই অবস্থা। সামরিক বাহিনীর শতকরা আশি ভাগ সদস্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসকগণ সম্ভবতঃ মনে করতেন যে পূর্ব বাংলা ব্যবহৃত হবে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কাঁচামাল ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের উৎস হিসাবে। বাঙালিদের আবাসস্থল পূর্ববাংলাকে যেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্যের বাজার করে রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমনকি বাংলা ভাষাকে দাবিয়ে রাখার অপপ্রয়াসেও তারা মেতে উঠেছিলেন। কিন্তু তাদের এই অপপ্রয়াস সফল হয় নি বাঙালিদের দৃঢ়তা ও আপোসহীন সংগ্রামের ফলে। পূর্ব বাংলায় ব্যাপক অসন্তোষ ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, শ্রমিক আন্দোলন, নানা সমস্যা সমাধানে পাকিস্তানী সরকারের ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা, এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতার দরুন পূর্ব বাংলায় পূর্নস্বায়ত্বশাসন অভীপ্সা জোরদার হয়ে উঠে। একে একে সম্পন্ন হয় ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬ এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ এর ডিসেম্বর মাসে করাচীর এক শিক্ষা সম্মেলনে যখন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন পূর্ব বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ১৯৪৮ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি গণ আজাদী লীগ, তমুদ্দুন ১১ মজলিশ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলির প্রতিনিধি নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ ১১ই মার্চ প্রতিবাদ দিবস ও হরতাল পালন এবং সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকা ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সাধারণ ধর্মঘট বা হরতাল পালিত হয়। এই দিন বহু ছাত্র পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। অনেকে গ্রেফতার হন। সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল, বাংলা হবেঃ

১) পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা
২) পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্র ভাষা
৩) গণ পরিষদের একটি ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালে ১৯শে মার্চ গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু। জিন্নাহর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও প্রতিবাদ জানিয়ে সংঘাতে যান পুলিশ ও মুসলিম লীগের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এ ধরণের নিপীড়নে আন্দোলন দমিত হওয়ার বদলে ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি আরও জোরদার হয়ে উঠে। দমননীতি যে ফলপ্রসু নয় পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন তা অনুভব করে বেছে নেন সমঝোতার পথ। তিনি বলেন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রে সুপারিশ করবে যাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং গ্রেফতারকৃত রাজবন্দীদের মুক্তিদেয়া হয়। পরিস্থিতি সেই সময়ের জন্য শান্ত হয়ে উঠে।[১]

১৯৫২ এর গোড়ার দিকে নাজিমুদ্দিন যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ১৯৪৮ এর প্রতিজ্ঞা ভুলে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত পেশাজীবী মহল (আইনজীবী, ডাক্তার, শিল্পী, শিক্ষক, সাংবাদিক) ও ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়। শুরু হয় আন্দোলনের নতুন ধারা। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং আরবী হরফে বাংলা লেখার অপপ্রয়াস বন্ধের দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ডাকা হরতালের প্রাক্কালে ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কলাভবনে ছাত্রদের সমাবেশে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত হয়। নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও রাজশাহীসহ অনেক এলাকায় হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়লে অফিস আদালত, সেক্রেটারিয়েট, বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে। কলকারখানা, রেল ও রিক্সার চাকা বন্ধ হয়ে যায়। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে পুলিশের গুলিতে মোহম্মদ সালাউদ্দিন, আব্দুল জব্বার, আব্দুল বরকত ও রফিকউদ্দিন আহমদ মারা যায়।

২২শে ফেব্রুয়ারি হরতাল ডাকা হয়। ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দোকান, বাজার, ও অফিস বন্ধ থাকে। সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরাও মিছিলে নামে। সৈন্য তলব করা হয়। শহরে গুলিতে বারজন নিহত হয়। আহত হয় শতাধিক। শহীদদের গায়েবী জানাজায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হয়। ৭ ঘন্টার জন্য কারফিউ জারি করা হয়। ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে প্রদেশের সর্বত্র। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়, রেল ধর্মঘটও হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলে নি। বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ থাকে। পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পরপর চারদিন ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় নি। ১৯৫২ এর ধর্মঘটের মিছিলে শরীক হন শিক্ষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের এক বিরাট অংশ। এই সময়ের হরতালগুলিকে যতই বিচ্ছিন্ন মনে হোক না কেন, এর মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় ক্রমাগত ধর্মঘট চলতে থাকলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অর্থনৈতিক সংকটের আশংকা থাকে। তাই স্থির হয় কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্মঘট

Dhaka University Institutional Repository

স্থগিত থাকবে। প্রদেশব্যাপী ৫ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট হয়। ব্যাপক দমননীতি, গ্রেফতার, সরকারী অপপ্রচার ইত্যাদি কারণে প্রদেশব্যাপী ৫ই মার্চ ডাকা হরতাল পূর্ণভাবে সফল হয় নি তবে এই দিন ঢাকা শহর থেকে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন মূলতঃ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত ও প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে দানা বেঁধে উঠে স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের আন্দোলন। আপন স্বাতন্ত্র্য, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা, এবং ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে বাঙালিরা নিজস্ব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী কালে, পাকিস্তান আমলের শুরুতে, রাজনৈতিক এলিট ও সাধারণ জনতার মধ্যে সম্পর্কের যে ব্যবধান ছিল তা দুর হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালী নেতাদের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম লীগ বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতার উন্মেষ ঘটে। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতা ও দল পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে একমঞ্চে ঐকমত্যে উপনীত হয়। গণজোয়ারের চাপে পড়ে মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৪ সালে পূর্ব পশ্চিম প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শেরে বাঙলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার হিসাবে রচিত হয় ঐতিহাসিক ২১ দফা। ২১ দফাকে সামনে রেখে বাংলার জনগণ ১৯৫৪ এর প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে চরমভাবে পরাভূত করে পাকিস্তানের শোষকচক্রকে। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করে।

১৯৫৪ এর এই বিজয় শাসকচক্রের চক্রান্তের কারণে ধরে রাখা যায় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে আদমজী মিলে বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। এ অজুহাতে এবং স্থিতিহীনতার কারণ দেখিয়ে পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার কে অপসারিত করে এই প্রদেশে কেন্দ্রের শাসন প্রবর্তন করেন। উপরন্ত ১৯৫৪ এর অক্টোবর মাসে গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন। অবশ্য ১৯৫৫ এর ৭ই জুলাই ফেডারেল কোর্টের নির্দেশে নতুন গণপরিষদ গঠন করতে বাধ্য হন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন শাসনতন্ত্র না থাকায় গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং পর্যায়ক্রমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। শাসনতন্ত্রের অভাবে শাসকরা তাদের মর্জিমাফিক দেশ পরিচালনা করে। শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম, খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদ জ্ঞাপন, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা অনুসারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, শিল্প ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে সমান অংশ দান, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ প্রভৃতি দাবিতে ১৯৫৬ এর ২৯শে জানুয়ারি, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের আহ্বানে হরতাল পালিত হয়।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ একটি সংবিধান রচনা করে যা ১৯৫৬ এর সংবিধান নামে পরিচিত। ১৯৫৬ এর ২৩শে মার্চ এ সংবিধান কার্যকর করা হয়।

৫৬ র আন্দোলন

১৯৫৬ এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর চরম খাদ্য সংকটের প্রতিবাদে ঢাকায় ভূখা মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে তিনজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। গুলিবর্ষণের সংবাদ পেয়ে শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। রাজধানীতে ১৪ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং বলা হয় যে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট করে ও কালোব্যাজ ধারণ করে। গৃহে গৃহে কালো পতাকা উত্তোলিত হয়। মওলানা ভাসানী পল্টনে এক বিশাল জনসভায় বলেন যে গুলিতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কোন ধর্মঘট সাধারণতঃ আর্থিক দাবি দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তা আর্থিক দাবিকে অতিক্রম করে পরিণত হয় রাজনৈতিক আন্দোলনে। চরম খাদ্য সংকট এবং তার প্রতিবাদে প্রবল আন্দোলনের পর কৃষক প্রজা পার্টির আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ৬ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন মন্ত্রিসভা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে অক্টোবর ১৯৫৭) দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং ১৯৫৬ এর সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। পৃথক নির্বাচনের দাবির সমর্থনে ২রা সেপ্টেম্বর বিরোধী দলসমূহের ডাকে হরতাল পালিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানগনের নির্বাচনে পৃথক পৃথক ভাবে ভোট দেয়ার দাবির বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিষ্ট পার্টি।

১৯৫৭ এর ১১ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ইসকান্দার মির্জার এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১৫ই অক্টোবর ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল আহ্বান করে।

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব শাসনামল

১৯৫৭ এর অক্টোবর মাসে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর অল্পকালের জন্য মুসলিম লীগ নেতা আই আই চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে রিপাবলিকান পার্টি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে। সাধারণ নির্বাচন অনতি বিলম্বে অনুষ্ঠান করতে হবে এই শর্তে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান পার্টিকে সমর্থন প্রদান করে। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা ১৯৫৯ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করে। যুক্ত নির্বাচন সমর্থক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১১ই ডিসেম্বর যুক্ত নির্বাচন দিবস পালনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ায় এই হরতাল বাতিল করা হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মির্জা ও সামরিক বাহিনীর নেতারা চক্রান্ত করে ১৯৫৮ এর ৭ই অক্টোবর সমগ্র পকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে। সকল ধরণের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করা হয়। এভাবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক দশক ব্যাপী প্রচেষ্টার অপমৃত্যু ঘটে।

সামরিক শাসনের নিপীড়নের মধ্যেও পূর্ববাংলায় আইয়ুব বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। ১৯৬১ এর শেষ দিকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬২ এর ২৪শে জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই সোহরাওয়ার্দীকে করাচীতে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকায় তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ ও গণ আন্দোলন গড়ে উঠে যা দমন করার উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদ, তোফাজ্জাল হোসেন (মানিক মিয়া) প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে।

১৯৬২ এর মার্চ মাসে আইয়ুব খান একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট পরোক্ষভাবে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। নতুন শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র মেনে নিতে অস্বীকার করে। নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল করে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করে ১৯৬২ এর ১লা ফেব্রুয়ারি।

আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ব পকিস্তানের নয়জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬২ এর ২৪শে জুন এক বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতিতে বলা হয় যে এক ব্যক্তি তথা আইয়ুব খান কর্তৃক প্রদত্ত সংবিধান দেশবাসীর নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত সংবিধানই দেশবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নয় নেতার বিবৃতি জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। ৮ই জুলাই বিশাল এক

Dhaka University Institutional Repository

জনসভায় সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার দাবি জানানো হয়। জনমতের চাপে ১৯৬২ এর ১৯শে আগস্ট শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেয়া হয় এবং ৩রা নভেম্বর মওলানা ভাসানীর উপর থেকে অন্তরীণ আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এ সময়ে আরও অনেক রাজবন্দীকে মুক্তিদান করতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়।

১৯৬২ এর সেপ্টেম্বর মাসেই পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবিতে তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে। ঐ সময়ে আইয়ুব খানের নির্দেশে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি সংবলিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। ছাত্র সমাজ ঐ রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে এবং দেশবাসীর অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্রসমাজ হরতাল আহ্বান করে। ছাত্র আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ লাভ করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর বিক্ষোভরত ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করলে ঢাকায় কয়েকজন তরুণ মৃত্যুবরণ করে। আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল ঘোষিত হয়।

১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কর্তৃক সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর ১৯৬২ এর ১৭ই সেপ্টেম্বর ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম হরতাল। ছাত্র সমাজের নামে এই হরতালের পিছনে ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টি এতে সমর্থন দেয়। হরতাল এবং সরকারী নির্যাতন সেই সময় আন্দোলনকে তীব্র করে। ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে আসে সর্বস্তরের মানুষ। আর সে কারণে সরকার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৬২-৬৩ সাল থেকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পকিস্তানের ছাত্রদের বিক্ষোভ জোরদার হতে থাকে। ছাত্রদের মিছিল মিটিং প্রতিরোধ করা হতে থাকে লাঠিচার্জ, গুলি অথবা শাসকচক্রের ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের সাহায্যে। ১৯৬৩ এর জানুয়ারি মাসে আইয়ুব খানের মন্ত্রী খান এ সবুর রংপুরে জনসভা করতে গেলে ছাত্ররা বাধা দেয়। খান এ সবুর গুন্ডাদের লেলিয়ে দেন। ছাত্রদের উপর তারা লাঠিসোটা হাতে ঝাপিয়ে পড়ে।

১৯৬৪ এর ১১ই মার্চ গঠিত হয় অল পার্টিজ অ্যাকশন কমিটি। ১৫ই মার্চ থেকে ছাত্রছাত্রী এবং রাজনৈতিক কর্মীরা সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবিতে মিছিল সমাবেশ শুরু করে। গণবিরোধী সরকার তার চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে এদের দমনের জন্য গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে গ্রেফতারও চলতে থাকে। তা সত্ত্বেও ১৯শে মার্চ পূর্ণ হরতাল পালিত হয় এবং হরতালের শেষে এক বিশাল জনসমাবেশ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ই মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলে কালো পতাকা টাঙ্গানো হয়, ডিগ্রী হাতে ছাত্ররা আচার্য মোনেম খানের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা বাতিল করা হয়। পরিশেষে ১৯৬৪ এর ২২শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। মোনেম খান প্যান্ডেলে প্রবেশ করা মাত্র আইয়ুব ও মোনেম বিরোধী শ্লোগান দেয় ছাত্ররা। পরে প্যান্ডেল জুড়ে চলে পুলিশ ও ছাত্রদের খন্ডযুদ্ধ। মোনেম খানের পক্ষে ডিগ্রী প্রদান করা সম্ভব হয় নি। রাজশাহী এবং ঢাকা সমাবর্তন অনুষ্ঠান সরকার এবং ছাত্রদের সম্পর্ক কতটা বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তার ইঙ্গিত দেয়।

সরকারের দমননীতিতে ছাত্র আন্দোলন দমিত না হয়ে বরং তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে ৭৪টি কলেজ ও ১৪০০টি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়।[২] গ্রেফতার করা হয় ১২০০ জনকে। আন্দোলনের তীব্রতার মুখে সরকারের তীব্র দমননীতির প্রতিফলন এ সময় পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৪ এর ১লা জানুয়ারি থেকে ২২শে জুনের মধ্যে গড়ে প্রতি ঘন্টায় ১ জন করে ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[৩]

১৯৬৪ এর ১৯শে মার্চ নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সম্মিলিত বিরোধী দলের আহ্বানে ২৯শে সেপ্টেম্বর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও হরতাল হয়। এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে রেলের চাকা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। হরতালের সময় অসংখ্য শোভাযাত্রা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে পল্টন ময়দানে ২ লক্ষ লোকের এক জনসভায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতিত্ব করেন। প্রদেশের সর্বত্র হরতাল ছিল শান্তিপূর্ণ। রাজধানীতে কাঁচা সব্জির দোকানও খোলে নি। কোথাও পিকেটিংয়ের প্রয়োজন হয় নি।

১৯৬৫ এর ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ছাত্র ও রাজনীতিবিদরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন সম্মিলিত বিরোধী দল থেকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হবে। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা সম্মিলিত বিরোধী দলের বা কপ (কম্বাইনড্ অপোজিশন পার্টি) প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে শহর থেকে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে কাজ করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ ছাত্রদের এ কর্মকান্ডের জন্য তাদের সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯৯.৬২ ভাগ। আইয়ুব খান বিজয়ী হন শতকরা ৬৩ ভাগ পেয়ে এবং ফাতেমা জিন্নাহ পান শতকরা ৩৬ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলার মধ্যে ১৬টিতে জয়লাভ করেন আইয়ুব খান। লক্ষণীয় যে, আইয়ুবের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রবল চাপ থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৪৬.৬০ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী এখানে আইয়ুবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ছিল ২৬.০৭। মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাদের এ সুযোগ হাতছাড়া করে আইয়ুব খানকে ভোট দেবেন এটা ভাবার কোন কারণ নেই। কারণ,

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেমা জিন্নাহ জিতলে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হত। মৌলিক গণতন্ত্র থাকবে না তবুও আইয়ুববিরোধী ভোটের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাওয়া প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সমাজ পিছু হটে যায় নি। ছাত্রদের কৃতিত্ব ছিল এই যে, তারা আইয়ুববিরোধী নির্বাচনী প্রচারণা ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের বিষয়টি এক করে তোলে।

পাক-ভারত যুদ্ধ ও ৬ দফা

ইতিমধ্যে ১৯৬৫ এর ৬ই সেপ্টেম্বর পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হয় তাশখন্দ চুক্তির মাধ্যমে। পাক ভারত যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তান একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং ভারতীয় বাহিনী ইচ্ছা করলে অনায়াসেই পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারতো। পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের এহেন অবহেলা তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে বাঙালিদের মনে। এর পটভূমিকায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব ৬ দফা ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ এর ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে নেজামই-ইসলামী নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে বিরোধী দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি ৬ দফা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে বাধা আসে। ফলে মুজিব বৈঠক ত্যাগ করে ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। পোষ্টারে লেখা হতে থাকে বাঙালির দাবি ৬ দফা, বাঁচার দাবি ৬ দফা। ৬ দফার কারণে শেখ মুজিব পরিণত হয়েছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতায়। ১৯৬৬ এর মার্চ মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দু'টি পুস্তিকা ৬ দফাকে ভিত্তি প্রদান করে। একটি শেখ মুজিবুর রহমান রচিত আমাদের বাঁচার দাবি। অন্যটির নাম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (ছাত্রলীগ কর্তৃক প্রাক্কলিত) লেখক আবুল কালাম আজাদ।[৪]

শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিখেন, "ভারতের সাথে বিগত সতেরো দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নুতনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নাই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্প দেশকে এই অখন্ডিত জরুরি অবস্থাতেও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে। এই অবস্থানের আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দুই অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতেহারটির লক্ষ্য তা-ই।" এক কথায় ৬ দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ এর ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ৬ দফার রূপরেখা বর্ণনা করে বলেন, "৬ দফা নতুন কিছু নয়। স্বায়ত্বশাসনের দাবি আমরা জানিয়ে আসছি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। প্রদেশের জন্য অধিকতর ক্ষমতা কেন্দ্রকে দূর্বল করে ফেলবে একথা যারা বলেন, তারাই আসলে পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনা করছেন। পাকিস্তান সেদিনই উন্নত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে যেদিন উভয় অংশ সমান শক্তিশালী এবং উন্নত হবে। আমরা সবদিক দিয়েই অরক্ষিত। পাটচাষীরা তাদের পাটের ন্যায্যমূল্য পায় না। আমাদের বৈদেশিক বানিজ্য থেকে কি আয় হচ্ছে, আমরা সঠিকভাবে সেটাও জানি না। আমরা এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে পাকিস্তানের উন্নতি বলতে বোঝায় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতি নয়। আমাদের ভাষার উপর কেন হামলা হয়েছিলো? হয়েছিলো বাঙালী জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য। বর্তমানে বাংলা ভাষা উর্দু হরফে কিংবা আরবি হরফে লেখার ষড়যন্ত্র হচ্ছে কেন তাও আমরা জানি। ... বাঙালী জাতির অস্তিত্বের জন্যই আমরা ৬ দফা প্রণয়ন করেছি।... ভাবতে চেষ্টা করুন বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে আমরা কেমন ছিলাম, আমরা পুরোপুরি অরক্ষিত এবং অসহায় ছিলাম।... আমি নিশ্চিত ৬ দফা বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রাণের দাবি হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ...বাঙালী আজ সচেতন জাতি। মার খেয়ে খেয়ে ধারালো হয়ে উঠেছে... আন্দোলন চায় ...৬ দফা আন্দোলনই এখন থেকে বাঙালির একমাত্র আন্দোলন।"[৬]

পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি যে তখনও বিদ্যামান এর প্রমাণ মেলে সংবাদপত্রে। অধিকাংশ সংবাদপত্র সিভিল সমাজের পক্ষেই থাকতে চায় এবং দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ ও সংবাদ ষাটের দশক থেকেই সিভিল সমাজের পক্ষে সোচ্চার থাকে। এসব কাগজে স্বৈরাচারবিরোধী সংবাদসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ এর অক্টোবরে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য জারি করা হয় প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স। ১৯৬৮ এর মার্চে ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশের জন্য এই তিনটি পত্রিকা থেকে ২৫ হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ তাদের সাহস শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রাখে। বিশেষ করে মানিক মিয়া সম্পাাদিত দৈনিক ইত্তেফাক হয়ে উঠে ৬ দফার প্রবক্তা। সেই সময় থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে কাছের পত্রিকা। কারণ সিভিল সামাজের স্বপ্ন গুলি প্রতিফলিত হত ইত্তেফাকে। ১৫ই জুন সরকার দৈনিক ইত্তেফাক নিষিদ্ধ করে এবং যেখান হতে পত্রিকাটি প্রকাশ হত সেই নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করে। সম্পাদক মানিক মিয়াকেও গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৭ এর ১৩ই মার্চ ৬টি চটকলের (আদমজী জুট মিল, ঢাকা জুট মিল, পাকিস্তান ফেব্রিক, নিশাত জুট মিল ও পাক জুট মিল) ৪৭ হাজার শ্রমিক ৩০-২০ টাকা মন দরে চাউল ও ১০ টাকা মন দরে আটা সরবরাহ, অতিরিক্ত বেনিফিট প্রদান ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী এই তিন দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। নিশাত জুট মিলের ধর্মঘটী

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের উপর ভাড়াটিয়া সশস্ত্র গুন্ডাদের হামলা ও শ্রমিক স্বেচ্ছা সেবক জনাব মোহম্মদ হোসেনের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৩১শে মার্চ সমগ্র শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনতার মধ্যে সত্যিকার রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়। পাবনায় বিষাক্ত ভূট্টার রুটি খেয়ে কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটে। সদর হাসপাতালে ১৭০ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে। ১৭ই মার্চ ১৫ সহস্রাধিক জনতা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা শ্লোগান দেয়- আমরা বাঙালী ভুট্টা খাবনা। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কয়েকবার কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করে। গুলি বর্ষণের ফলে ১ জন নিহত ১২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হয়। শহরে হরতাল পালিত হয়। বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন জায়েদীর বাড়ির সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১৯৬৭ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮-১৯৬৮ আইয়ুব খানের শাসনামলকে উন্নয়ন দশক বা 'ডিকেড অফ ডেভলপমেন্ট' হিসাবে পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সারা পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় এক নজিরবিহীন প্রচারণা। এ প্রচারের মাধ্যমে এ ধারণাই সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয় যে, আইয়ুব খানের সময় পাকিস্তান ও বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং তাকে হটানো মুশকিল। খুব সম্ভবতঃ আইয়ুব খান ১৯৭০ এর নির্বাচন পর্যন্ত এ প্রচারণা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। দু'টি ঘটনা এর ভিত্তি স্থাপন করে, পূর্ব পাকিস্তানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে লাডিকোটালে চোরাকারবারী পণ্য নিয়ে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ১৯৬৮ এর ১৮ই জানুয়ারি। ১৯শে জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা নেমে আসে রাস্তায়। ছাত্রনেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ৬ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। আরও কিছু ঘটনা এ সময় ঘটে যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে। মওলানা ভাসানী হরতালের আহবান জানান। ডিসেম্বরে কয়েকটি সফল হরতাল হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকজন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী ঘেরাও কর্মসূচী নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাতজন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচী।[৭] ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ঘোষণা করেন যা ছিল মূলতঃ ৬ দফারই বিস্তারিত রূপ। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থরাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীকার অর্জনই ছিল এর মূল বক্তব্য। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এ ঘোষণার তিনদিন পর, ৮ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী কাউন্সিল, মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি একটি যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে। আইয়ুব বিরোধী এ মোর্চার নাম দেয়া হয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি, সংক্ষেপে 'ডাক'। ডাকও ঘোষণা দেয় নিম্নবর্ণিত ৮ দফারঃ

১) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম
২) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন
৩) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার
৪) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন, বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল
৫) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভূট্টোসহ সকলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার
৬) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার
৭) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা
৮) নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার।[৮]

১৭ই জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর আগেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পুলিশ যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর। ১৮ই জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা হয় ধর্মঘট। পুলিশি নির্যাতন অব্যাহত থাকে। এ সময় সরকারী ছাত্রদল এন এস এফ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২০শে জানুয়ারি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলনের চরিত্র পাল্টে যায়। বিকালে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ২১ তারিখ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বিকালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। তারপর আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে বের হয় লক্ষাধিক লোকের মিছিল। [৯] লিখলেন কবি শামসুর রাহমানঃ

আমাদের দূর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখন্ড বস্ত্র মানবিক
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

জনতার মিছিলের সম্মুখে ফেষ্টুনে লেখা ছিল - উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই .....। এছাড়া বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত বহু পোষ্টার মিছিলে বহন করা হয়। একটি মিছিল জিন্নাহ এভিনিউতে পৌছলে একটি

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক ভবনের উপর থেকে বেশ কিছু সংখ্যক কালো পতাকা মিছিলের উপর নিক্ষেপ করা হয়। সেগুলি বহন করে মিছিলটি আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। এখানে আসাদের মৃত্যুতে শোক ও প্রতিবাদ সভা হবার কথা ছিল কিন্তু সে শোক ও প্রতিবাদ সভা জানাজায় পরিণত হয়। ২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিন মিছিল হয় এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু সিভিল সমাজ ক্ষুব্ধ হলে কি করতে পারে তার উদাহরণ ২৪শে জানুয়ারি। ঢাকা শহরের রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ছাত্র মতিয়ূর, শ্রমিক রুস্তম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে লক্ষাধিক শোকাভিভূত জনতার সামনে মতিয়ূরের বাবা, সামান্য একজন ব্যাংক কর্মচারী ঘোষণা করেন- এক মতিয়ূরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ূর পেয়েছি।

আইয়ুব খান পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে রাজবন্দীদের জেলে রেখে আলোচনা হবে না। ৬ই ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে কালো পতাকায় শহর ছেয়ে যায়। তার কুশপুত্তলিকা ও বই 'Friends not Master' পোড়ানো হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি নয়, মোনায়েম খানেরও পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা।

১২ই ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করলে ডাক ১৪ই ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। মানুষ আবার রাস্তায় নেমে আসে। সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ মানুষ ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেয় দু'জন প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস এ রহমানের বাসভবনে। শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জনতার হাতে, সন্ধ্যায় জারি করা হয় কারফিউ।

১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। কারফিউ ভেঙ্গে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। সরকারী সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ২২শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরা মুক্তি লাভ করে। মুক্তি দেওয়া হয় রাজবন্দীদেরও। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেয়া হয় শেখ মুজিবকে।

পূর্ব পাকিস্তানের মতো একই ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে তা পূর্ব পাকিস্তানের মাত্রায় পৌঁছে নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ঊনসত্তরের ঘটনাবলী যা ঊনসত্তরের গণআন্দোলন নামে খ্যাত, তা শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভুত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়ে পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এবং গ্রহণ করে সহিংস রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

মফঃস্বলে মওলানা ভাসানী যে ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করেন তা আন্দোলনকে এক ধরণের বিপ্লবীভাব দেয়। ঘেরাওর অর্থ দাবি আদায়ের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা ভূঃস্বামীর বাসগৃহ ঘেরাও এবং তাকে দাবি মানতে বাধ্য করা। ফলে ঘেরাও হয়ে দাঁড়ায় জনতার তাৎক্ষনিক স্বতঃস্ফূর্ত হাতিয়ার।

আইয়ুবের পতন

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলার মামলা প্রত্যাহার করে নেন, সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। এমনকি তিনি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দেন। একই সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানান। শেখ মুজিব ডাক নেতৃবৃন্দদের নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে ২৬শে ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠকে বসেন। মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে এতে যোগ দেন নি। অন্তিমে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবি মেনে নেয়া হয় নি, এই অভিযোগ করে শেখ মুজিবুর রহমান ডাক থেকে বেরিয়ে আসেন।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মোনায়েম খানের অপসারণের দাবিতে হরতাল আহ্বান করা হয়। ২১শে মার্চ ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এর আগের রাতে সপরিবারে মোনায়েম খান পালিয়ে যান। ২৪শে মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানে আবার জারি করা হয় সামরিক আইন।

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে সিভিল সমাজের উত্থান হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। ১৯৫৮ এর আইয়ুবি শাসন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিভিল সমাজ মাঝে মাঝে পিছু হটেছে বটে কিন্তু পর্যুদস্ত হয় নি। বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত যে শক্তি তা প্রবাহিত হয় ফল্গুধারার মতো। এ ফল্গুধারার উৎস সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা যারা সবসময় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং কখনও পিছু হটে নি। শ্রমিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময়ে এগিয়ে এসেছে।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কতজন আত্মাহুতি দিয়েছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ হান্নান বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এই এক দশকে নিহত হয়েছেন ১২১ জন। এর মধ্যে ৬৯ সালেই ৬১ জন, যাদের পেশাভিত্তিক ভাগ এ রকমঃ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক	২৯
ছাত্র	২১
কৃষক	৩
শিক্ষক	২
চাকুরিজীবী	৩
সৈনিক	১
গৃহবধু	১
অজ্ঞাত	১[১০]

এই পরিসংখ্যানে লক্ষণীয় যে শ্রমিক শ্রেণীরাই পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা। ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অনেকটা সংযোগকারীর। তবে সিভিল সমাজ সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়েছে তখনই যখন সমাজের রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী, ভূঃস্বামী, শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণী এবং কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্যে ও শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-জনগণের দাবি ও ক্ষোভ একই মোহনায় মিশেছে।

আইয়ুব সরকারের পতনের ক্ষেত্রে ৬৮-র ডিসেম্বর এবং ৬৯-র জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চের হরতালগুলি উল্লেখযোগ্য। আইয়ুব খানের দেশব্যাপী শাসন, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার বাঙালী জনগণ ততদিনে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, বিক্ষোভে ফুঁসে উঠে প্রতিটি মানুষের ভেতর। সে কারণে আহুত হলেই সফল হয় হরতাল এবং জনগণ নীরব বা বিরক্ত দর্শক হিসাবে না থেকে অংশ নেয় প্রতিটি হরতালে। নেতৃবৃন্দ তাই বলে প্রতিদিন বা লাগাতার হরতালের ডাক দেন নি তারা বরং মিছিলে সমাবেশে আরও বেশী সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা নেন। নিজেরাও থাকেন মিছিলে, সমাবেশে। মওলানা ভাসানীর মতো বৃদ্ধ জননেতা পুলিশের কাঁদানে গ্যাস, গরম বা রঙিন পানির অথবা লাঠিচার্জের শিকার হন। জীবনের আশংকা প্রকাশ করে কেউই বাড়িতে বসে থাকেন নি, শিকার বানান নি কেবল কর্মীদের।

---

[১] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫, পৃ ১৫৭।

[২] দৈনিক আজাদ, ৫ই মে, ১৯৬৪।

[৩] রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মনসুর মূসা (সম্পাদিত), বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪, পৃ ৪২৭।

[৪] Jayanta Kumar Ray, Democracy and Nationalism on Trail: A Study of East Pakistan, IIAS, Simla, 1968, p 354.

[৫] আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবণতাঃ ২১ দফা থেকে ৫ দফা, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ১৩৬-১৩৯।

[৬] আবু আল সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, সাহিত্য প্রকাল, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ১৪৫-১৪৬।

[৭] এগারো দফার স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন - ডাকসুর পক্ষে তোফায়েল আহমদ ও নাজিম কামরান চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) পক্ষে সাইফুদ্দিন মানিক ও নূরুল ইসলাম, ছাত্রলীগের পক্ষে আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলী, ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) পক্ষে মোস্তফা জামাল হায়দার। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুনঃ- মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, ওয়ার্সী প্রকাশনী, ১৯৮৭।

[৮] দৈনিক বাংলা, ৯ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।

[৯] সংবাদ, ২২শে জানুয়ারি, ১৯৬৯।

[১০] মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, ওয়ার্সী প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ ১৭৬-১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল ঃ ১লা জানুয়ারি ১৯৭২-১৫ই আগস্ট ১৯৭৫

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ এর ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে, জাতীয় মুক্তির জন্য ৯ মাসের ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে, ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' কিছুদিন সাময়িক সংবিধান হিসাবেই পরিগণিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তিনি 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান' আদেশের মাধ্যমে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই আদেশ বলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা রাখা হয়, যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা লাভ করেন। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা অর্জনকারী সদস্যদের নিয়ে একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠিত হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ নিয়োগ করবেন।

১৯৭২ এর ১১ই জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৪ এর ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী আইন জারি হয়, এতে হরতাল ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবুও এই সময়কালে দেশে মোট হরতাল হয় ২২ দিন। এর মধ্যেঃ

জাতীয় পর্যায়ে	৫টি
ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে	৫টি
স্থানীয় পর্যায়ে	১২টি
মোট	২২টি
মোট ২২ দিন হরতালর মধ্যে-	
পূর্ণ দিবস	৫দিন
অর্ধ দিবস	১২ দিন
বিস্তারিত জানা যায় নি এমন হরতাল	৫ দিন

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৯৭২ এর ১৪ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "যদিও আমরা ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জরুরী কাজে ব্রতী হয়েছি, তথাপি আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশ করার জন্য গণপরিষদের অধিবেশন আহবানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্তের অধিক বিলম্ব করব না। খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।"[১]

১৯৭২ এর ১১ জানুয়ারি জারিকৃত অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে এবং পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের কাজও শুরু হয়। ২৯শে জানুয়ারি ১৯৭২, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত এনার খবরে জানা যায় যে বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্রে এক কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এদেশের আইন পরিষদ হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ। শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে বলা হয়, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মৌলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ হিসাবে এই দেশকে গড়ে তোলা হবে। খসড়া শাসনতন্ত্রে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি, প্রশাসনিক বিভাগ থেকে আইন বিভাগকে পৃথকীকরণ, ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আইন ও পার্লামেন্টারি দফতরের মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন কমিটি আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে এই শাসনতন্ত্র পেশ করে। আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী কমিটির বিবেচনার পর খসড়াটি বাংলাদেশ গণপরিষদে পাঠানো হয়।

সংবিধান প্রণয়ন

১৯৭২ এর ২২শে মার্চ রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্য পদ বাতিল) আদেশ জারি করেন। এই আদেশকে বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য আদেশ ১৯৭২ বলা হয়। ১৯৭২ এর ১০ই ও ১১ই এপ্রিল বাংলাদেশ গণ পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই এপ্রিল গৃহীত এক প্রস্তাবক্রমে গণপরিষদ ৩৪ জন সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন।

সংবিধান প্রণয়ন কমিটি বৈঠকের পর বৈঠকে মিলিত হয়। অবশেষে ১৯৭২ এর ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয়; ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা ছিল এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি ছিল এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের রূপায়ন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে সংবিধানের নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়ে সরকার পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি সংবিধানের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

S.M. Lipset বলেন, "একটি দেশের জন্ম প্রক্রিয়া উহার পরবর্তী রাজনৈতিক গতিধারাকে বহুল পরিমানে প্রভাবিত করে।" এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম। নয়মাস ব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে জনগণের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন রকম ভূমিকা ও প্রত্যাশা বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ

১) প্রশাসন সুষমকরণ।
২) ভারত প্রত্যাগত প্রায় এক কোটি শরনার্থীর পুনর্বাসন।
৩) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সশস্ত্র লোকদের নিয়ন্ত্রণ।
৪) যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, সেতু এবং রেল সড়কের মেরামত।
৫) জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে শিল্প এবং অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সচল করণ।

এছাড়াও বেশ কয়েকটি কারণে জরুরী ভিত্তিতে সমাধানযোগ্য যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলি হলঃ

১) বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থিতি।
২) সীমান্তে চোরাচালান।
৩) যুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনীকে সহায়তা করে এমন দালালদের উপস্থিতি।
৪) যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত সমস্যা।

এছাড়া বাংলাদেশে আটকা পড়া বিহারী অবাঙালী এবং পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এসবের পাশাপাশি, সংগ্রামে সফলতা আসার পর দেশের জনগণের আচার আচরণে গগনচুম্বী আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে।

স্বাধীনতা উত্তর আন্দোলনের সূচনা

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানে স্বাধীন দেশে শুরু হয় নানারকম আন্দোলন। ধর্মঘট ও হরতাল হয়ে পড়ে সেই আন্দোলনেরই এক রূপ। স্বাধীনতার পর পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে হরতালের থেকে ধর্মঘট হয় বেশী। যে ২/১টি হরতাল হয় তা ছিল আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভিত্তিক। এই সময়ে কোন জাতীয় ভিত্তিক হরতাল সংঘটিত হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি রিকশা জমা দেয়ার মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রিকশা চালকরা আকস্মিকভাবে ধর্মঘট পালন করে। রিকশা চালকরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন পর্যন্ত যায়।[১] বগুড়া জেলা ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি বদিউজ্জামান ও ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের উপর হামলার প্রতিবাদে ১২ই সেপ্টেম্বর, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বিকালে আলতাফুন্নেছা মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[২]

বগুড়ায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ১৩ই সেপ্টেম্বর জয়পুরহাটে ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বানে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, যানবাহন চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ থাকে।[৩] চুয়াডাঙ্গায় ন্যাপ সম্পাদক আলী জাফরের হত্যার প্রতিবাদে ৩রা অক্টোবর কুষ্টিয়া শহরে জেলা ন্যাপের আহ্বানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতাল শেষে জনসভা হয়।[৪] চুয়াডাঙ্গায় চুয়াডাঙ্গা ন্যাপের আহ্বানে ৪ঠা অক্টোবর পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দর্শনাতেও হরতাল পালিত হয়।[৫]

স্বাধীনতার পর প্রথম হরতালটি ছিল আকস্মিক। ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত এক ছাত্র মিছিলের উপর হাইকোর্ট ও প্রেসক্লাবের মধ্যবর্তী স্থানে পুলিশের গুলিতে দু'জন ছাত্র (মতিউল ইসলাম ও মির্জা কাদের) নিহত হয়। এর প্রতিবাদে ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা সহ সারা দেশে ২রা জানুয়ারি হরতাল আহ্বান করে এবং এই হরতালের সমর্থন দেয় অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন। সকাল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকার রাজপথে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ থাকে প্রায় সমস্ত দোকানপাট ও বিপনী বিতান। ঔষধের দোকানগুলি মোটামুটি বন্ধ থাকে। লঞ্চ, স্টিমার চলেনি, বেলা ২টা পর্যন্ত দূরগামী রেলের চাকা ঘোরেনি ক্ষণিকের জন্যও। প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁ থেকে বরিশাল গমন উপলক্ষে একটি হেলিকপ্টার উড্ডয়ন করে। নিয়মিত বাজারও বন্ধ থাকে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র তালা ঝোলে। বন্ধ থাকে সরকারী, বেসরকারী, অফিস আদালত ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। হরতালের স্বপক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মচারীরা বিরত থাকে অফিসে যোগদান থেকে। হরতালের সমর্থনে কোন পিকেটিং এর প্রয়োজন হয় নি। জনস্রোতে উদ্বেল রাজপথের কোথাও কোথাও সামান্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। উন্মুক্ত রাজপথ যেখানে নিয়মিত গাড়ি, রিকশা অন্যান্য যানবাহন চলে সেখানে ছেলেরা ক্রিকেট, ডাঙ্গুলি ও ইট পাটকেল নিয়ে খেলে অর্থাৎ হরতাল সফলভাবে পালিত হয়।

মানিকগঞ্জে মুজিববাদীরা হরতাল পালনে বাধা দেওয়ার ফলে ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ কর্মীদের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়। গ্রেফতার হন ৪ জন। ঢাকাস্থ ন্যাপ অফিসে মুজিববাদী ছাত্রলীগ হামলা চালায়। ফলে বাংলাদেশ ন্যাপের সহ-সভাপতি চৌধুরী হারুনুর রশীদ, প্রকাশনা সম্পাদক জনাব শফিকুল মওলা, ঢাকা শহর ন্যাপের সভাপতি জনাব আবদুল হালিম, বিশিষ্ট ন্যাপ কর্মী জনাব মহিউদ্দিন প্রমুখ গুরুতর ভাবে আহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল শেষে ঢাকা পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম নিম্নোক্ত ঘোষণা পাঠ করেন।

১) ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আজ হতে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রত্যাহার যা বিগত ১৯৬৯ এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসুর পক্ষ হতে দেয়া হয়।

২) একদিন ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা আখ্যায়িত করেছিলাম। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবার ছাত্রের রক্তে তাঁর হাত কলংকিত করায় আমরা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, আজ হতে কেউ আর তাঁকে জাতির পিতা বলবে না।[৬]

স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল সুন্দর জীবন সহজ নয়। নয় মাসের বিধ্বংসী যুদ্ধের পর সৃষ্ট নিদারুণ মন্দার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার আধিক্যের সুবাদে, ব্যবসায়ী, চোরাচালানী ও রাজনৈতিক টাউটেরা তাদের ভাগ্য ফেরাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করে নি। সারা দেশ হয়ে পড়ে কালোবাজারি, মজুতদারী ও চোলাচালানের এক স্বর্গ। ভারতে মুদ্রিত টাকার নোটে দেশে মুদ্রা সরবরাহ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় মুদ্রার সরবরাহ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি মারাত্মকভাবে বেড়ে যায় ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের মূল্য রাতারাতি গগনচুম্বী হয়ে পড়ে। ভারত প্রত্যাগত এক কোটি শরণার্থীর জন্যে ত্রাণসামগ্রী হিসাবে পাঠানো প্রচুর পরিমানে কম্বল, ঔষধ এমনকি বিস্কুট কোলকাতার বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রধান বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পাট হয়ে পড়ে কোলকাতার পাটকলগুলির কাঁচামাল, ভারতের পাট রপ্তানীর পরিমান হঠাৎ করে অত্যধিক বেড়ে যায় এবং কোলকাতার পাটকলগুলি সহসা দৈনিক তিন শিফটে কাজ করতে শুরু করে। দেশের পাটকলগুলির উৎপাদন একই সঙ্গে পঙ্গুত্বের পর্যায়ে নেমে আসে কারণ স্বাধীনতার প্রথম বছরে সেগুলিতে পাটের সরবরাহ ছিল মাত্র ৩৫ শতাংশ।

একটি খাদ্য ঘাটতি অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও তখন বাংলাদেশে চালসহ অন্যান্য খাদ্য শস্যের মূল্য ছিল ভারতের তুলনায় কম। এ সময় চোরাচালানী ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকলে খাদ্য ঘাটতিও অব্যাহত ভাবে বেড়ে চলে। চামড়া, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং মোটর কার সহ ভারতে চাহিদা রয়েছে এমন সকল সামগ্রী সীমান্ত পার হয়ে চলে যেতে থাকে। এর ফলে দেশে এগুলির অভাব চরমে উঠে এবং অর্থনীতি এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের ভারত সোভিয়েত নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতি জনগণের মধ্যে বিরূপ মনোভাবের বিকাশ ঘটায়। আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বরূপী দুর্নীতি, অবাধ লুণ্ঠন, স্বৈরাচারী নিপীড়ন এবং নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারি থেকে মওলানা ভাসানী প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ঢাকা, টঙ্গী, শিবপুর ও সন্তোষসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলন, ভুখা মিছিল এবং ব্যাপকভাবে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেন। মওলানা ভাসানীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী দমন পীড়ন ক্রমাগত তীব্রতর হতে থাকে। সে প্রেক্ষিতে ১৯৭২ এর ২৮শে ডিসেম্বর মওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান করে ১৪টি দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির আহবানে ১৯৭৩ এর ২রা ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

৭৩ এর নির্বাচন

১৯৭২ এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর সাংবিধানিক পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং সরকার ১৯৭৩ এর ৭ই মার্চ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা জারি করে। নতুন সংবিধান প্রবর্তনের পর রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সম্মতি লাভের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার এই নির্বাচনকে বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এর উপর গণভোট বলে অভিহিত করে।

ইতিমধ্যেই মওলানা ভাসানী তার ১৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। এই দাবি সমূহের অন্যতম ছিল ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ। ১৯৭২ এর ৩১শে ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাতের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও তখন আন্দোলনের অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করে আসতে থাকে। এ সময় নতুন দল হিসাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলও ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। ছোট বড় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত থাকে এবং এই উদ্দেশ্যেই তারা নবগঠিত সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং তীব্র অর্থনৈতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মানসিকতাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সব ধরণের প্রচেষ্টা চালায়।

ক্ষমতাসীন দল হিসাবে আওয়ামী লীগ সবরকম প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার অব্যাহত রাখলেও বিরোধী দলগুলি জোর সমর্থন পায়। ফলে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও সমর্থকরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তার সমর্থকদের প্রতি ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

মনোনয়নপত্র পেশ করার সময় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সর্ব প্রথম প্রত্যক্ষ বিরোধের সূচনা ঘটে। এই বিরোধ নির্বাচনী প্রচারণার গোটা সময় জুড়ে অব্যাহত ছিল।

যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ৭ই মার্চ ভোট গ্রহণের পূর্বেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন। বাকী ২৮৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ২৮২টি আসনে জয়লাভ করেন এবং বিরোধী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পান বাকী ৭টি আসন। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সবকটিই আওয়ামী লীগ লাভ করে। এভাবে ১৯৭৩ এর মে নির্বাচনে মোট ৩১৫ টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ৩০৮টি আসন পায়। তবে ১৯৭৩ এর মে মাসে অনুষ্ঠিত পাঁচটি উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ দু'টি আসন হারায়। ফলে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনসহ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

আওয়ামী লীগ	৩০৬
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১
স্বতন্ত্র	৬

বিরোধী দলসমূহ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনে। এই অভিযোগ ছিল সত্য। আওয়ামী লীগকে কয়েকটি আসনে সুনিশ্চিত বিজয়ের প্রমাণ দেখাতে গিয়ে সরকার কয়েকটি আসনে বিরোধী দলকে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত করে। সে আসন কয়টিতে বিরোধী দল জয়লাভ করলে সরকারের যতটুকু ক্ষতি হতো, কারচুপি করে জয়লাভের পর সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয় শেষ পর্যন্ত তার অকল্যাণের পথই প্রশস্ত করে।

১৯৭৩ এর ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয় লাভের পর আওয়ামী সরকারের এবং দলীয় কর্মীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়। ২৯শে এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী ৩ দফা দাবি উত্থাপন করেন। খাদ্য ও বস্ত্রসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস, দমন-নির্যাতন বন্ধ এবং জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধান ছিল এর অন্তর্ভূক্ত। দেশব্যাপী সভা সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠানের পর ৩ দফা আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ এর ১৫ই মে থেকে মওলানা ভাসানী আমরণ অনশন শুরু করেন। এই দাবির সমর্থনে এবং মওলানা ভাসানীর জীবন রক্ষার দাবিতে আন্দোলন তীব্রতা পায়, ভাসানী ন্যাপের আহ্বানে ২২শে মে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। জাসদসহ বিরোধী দলগুলির অনুরোধে ঐ দিন সন্ধ্যায় মওলানা ভাসানী অনশন ভঙ্গ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় কালে অন্য গুরুত্বপূর্ণ হরতালটি আহবান করে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধরত সর্বহারা পার্টি গোপন অবস্থান থেকে পোষ্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে ১৯৭৩ এর ১৬ই ডিসেম্বর হরতালের ডাক দেয়। দেশের অধিকাংশ স্থানে সফল হলেও ঢাকায় এর সাফল্য ছিল আংশিক।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, শিল্পখাতে উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্য ঘাটতির ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশ আরেক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে-জনগণের এই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়। লালবাহিনী, মুজিববাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর বাড়াবাড়ি জনমনে ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করে। লালবাহিনী সহ সরকারের আরও কয়েকটি সংগঠন কালোবাজারি, মজুদদারী, চোরাচালানকারী ও ভূঁয়া ডিলার ও শিল্পপতিদের উপর এক সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করে। রাজনৈতিকভাবে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে আওয়ামী লীগের সবকটি অঙ্গসংগঠনই এই অভিযানে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠন হলেও এই সংগঠনগুলি তাদের তৎপরতার পেছনে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য ৩রা মে হরতালের ডাক দেয়। কিন্তু পরিশেষে তাদের এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণঃ

১) দুষ্কৃতকারীরা ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।
২) আচরণের বাড়াবাড়ি সাধারণ, নির্বিরোধ লোকদের উপর অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৩) শৃঙ্খলা বিধানকারীদের যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ না করায় সংশোধনকারীরা স্বয়ং এর ফায়দা লুটতে থাকে।
৪) পুলিশবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন অসহযোগিতা করে, কারণ তাদের এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বিচার বিভাগ থাকে অসহায়, কেননা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টি করা হয় প্রতিবন্ধকতা।
৫) আচরণবিধি না থাকায় রক্ষীবাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, এবং
৬) তাদের এই প্রচারণার বলি হন বিরোধী রাজনীতিবিদ ও কর্মীরা।

এ অবস্থায় জনগণের মধ্যে নিদারুণ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। সরকারী প্রচারণা কোন ইতিবাচক ফল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয় বরং বিরাজমান আইনহীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যহত হতে থাকে। গোটা অভিযানই ধ্বংসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সরকার যখন ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৩ তারিখে ঘোষণা করেন যে, সিমেন্ট, সুতা ও অন্যান্য লাভজনক আইটেমের ৬৭ জন ভূঁয়া ডিলারকে আটক করা হয়েছে এবং ছোটবড় ১২৭৭টি ভূঁয়া প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করা হয়েছে, তখন জনমনে এমন একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি প্রতিফলিত হয় যে, এবার বোধহয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখতে যাচ্ছেন। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ততই দেখা যায় যে, সরকার চিহ্নিতদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না; কারণ দুষ্কৃতকারীরা হয় ক্ষমতাসীন দলের সদস্য, কিংবা কোন না কোন ভাবে দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং জাসদ উভয় দল তীব্র আন্দোলন চালাতে থাকে। আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্র ও যুব নেতাদের উদ্যোগে ১৯৭২ এর অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই জাসদের উপর নির্যাতন চলতে থাকে অব্যাহতভাবে। নির্যাতনের প্রক্রিয়ায় জাসদের অসংখ্য নেতা কর্মীকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়। ১৯৭৪ এর ২রা ফেব্রুয়ারি হত্যার ঘটনা এবং ৫ই ফেব্রুয়ারি বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশের প্রতিবাদে জাসদ ৮ই ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। সরকারী দমন নির্যাতনের মুখেও হরতাল সফল হয়।

১৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে জাসদ এক বিরাট জনসমাবেশ শেষে সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জনসভায় জাসদ সরকারের নৈরাজ্য ও নির্যাতনের অবসানকল্পে শোষক শ্রেণীর এজেন্টদের কাছে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের এক বিশেষ প্রক্রিয়া 'ঘেরাও' এর কর্মসূচী সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই দিন জাসদ মিন্টু রোডে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের মাধ্যমে ঘেরাও অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। জাসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে জনসভা শেষে একটি বিশালাকার বিক্ষোভ মিছিল একটি স্মারকলিপি হস্তান্তরের জন্য পল্টন ময়দান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করলে সেখানে উত্তেজিত জনতার সাথে কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর এক খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রক্ষীবাহিনী তলব করা হয়। সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। যদিও দুই পক্ষই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, তথাপি এই গুলিবর্ষণের ফলে মূল্য দিতে হয় বিক্ষোভকারীদেরই। গুলীবর্ষণে সরকারীভাবে ছয়জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংঘর্ষে নিহত হন ১২ জনেরও বেশী, শতাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং জাসদের সভাপতি এম এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব সহ ২০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

বাকশাল গঠন

সরকারের সর্বাত্মক দমননীতির পরিণতিতে জাসদ প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। ওদিকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট ১৯৭৪ এর ৩০শে জুন ৪ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ঐক্যফ্রন্টের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এবং মওলানা ভাসানীকে সন্তোষে গৃহবন্দী করে। এরপর বিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হতে থাকে, ২৯শে অক্টোবর সকল প্রকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়। এই দমন প্রক্রিয়ায় ১৯৭৪ এর ২৮শে ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা জারি করা হয় এবং ১৯৭৫ এর ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সবদলকে নিষিদ্ধ করে একটি জাতীয় দল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা 'বকশাল' গঠন করা হয়। ফলে মিছিল, ঘেরাও, ধর্মঘট, হরতাল অর্থাৎ যে কোন আন্দোলনই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশে হরতাল হবে না কিংবা তার প্রয়োজন হবে না, দেশ চলবে গণতান্ত্রিক ধারায়, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন থাকবে না, মৌলিক মানবাধিকার থাকবে নিশ্চিত এমন প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যাবধানেই সে প্রত্যাশা লোপ পায় এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। জারি করা হয় সামরিক আইন। ৩রা নভেম্বর জেলখানায় হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের চার বীর নায়ক - সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এ এইচ এম মনসুর আলী এবং এম কামরুজ্জামানকে। দেশ চলে যায় সামরিক শাসনের কবলে।

স্বাধীনতা উত্তর মুজিব শাসনামলে অর্থাৎ ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে হরতাল হয় মাত্র ৫টি। এই সময়ের হরতালগুলিতে প্রথমে দাবি ও কর্মসূচীর উপস্থাপনা, জনমত গঠন, আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সবশেষে চাপ প্রয়োগের জন্য হরতাল - এই ধারাক্রম অনুসৃতঃ হয়, এর ফলে জনগণ হরতালেও অংশ নেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

এই সময়ের হরতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল স্বাধীন দেশের প্রেক্ষাপট। পাকিস্তানী যুগে হরতাল পালিত হত পশ্চিম পাকিস্তানের বিজাতীয় শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে হরতাল পালিত হত স্বদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই।

---

[১] সংবাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
[২] সংবাদ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
[৩] সংবাদ, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
[৪] সংবাদ, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭২
[৫] সংবাদ, ৫ই অক্টোবর, ১৯৭২
[৬] সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতালঃ ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫- ২৩শে মার্চ ১৯৮২

সামরিক শাসনের সূচনা

১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হবার পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। তিনি দেশে সামরিক আইন জারি করেন। কিন্তু সংবিধান বাতিল করেন নি। তিনি ১৯৭৭ এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। খন্দকার মোশতাক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিযুক্ত করেন। এর অব্যবহিত পরই তার নির্দেশে চার বীর নেতা - সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এ এইচ এম মনসুর আলী এবং এম কামরুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৭৫ এর ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক চারজন জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। জেল হত্যার প্রতিবাদে ৫ই নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। জাতীয় ছাত্রলীগের অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ৪ঠা নভেম্বর বিকালে এই হরতাল আহ্বান করে। ঐ দিনই জেলহত্যার খবর সকলে জানতে পারে। ৪ঠা নভেম্বর গভীর রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় হরতাল প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে এক প্রেসনোট দেয়। এতে বলা হয়, জেলহত্যার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজেই হরতালের প্রয়োজন নেই। একই সঙ্গে বলা হয়, দেশে সামরিক শাসন জারি রয়েছে। সামরিক আইনে হরতাল, মিছিল, ধর্মঘট নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ। হরতালের সময়ে বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং হয়। পুলিশ, বিডিআর ও সৈন্যরা তাদের বাধা দেয়। কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয়। পিকেটাররা বেশ কিছু যানবাহন ভাংচুর করে। হরতাল শেষে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু, তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং জাতীয় চার নেতার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার পর এক সমাবেশে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সহ ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপিত হয়ঃ

১) জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
২) বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিতে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা।
৩) রেডিও বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ বেতার করা।
৪) সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির অবর্তমানে স্পিকারের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা অর্পণ।
৫) আব্দুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ সহ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সকল রাজবন্দীর মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

৬) বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ,সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি, কর্নেল জামিল প্রমুখকে হত্যার জন্য দায়ীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।[১]

খন্দকার মোশতাক আহমদ নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন না করে আওয়ামী লীগকে তার ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চান। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী অংশ তাকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে ।তিনি সেনাবাহিনীর নিকট হতেও উল্লেখযোগ্য সমর্থন পান নি । কারণ, অভ্যুত্থানকারীরা উর্ধ্বতন সামরিক মহলকে অবজ্ঞা করে বঙ্গ ভবনে অবস্থান নেন এবং সেখান থেকে মোশতাক সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এর ফলে উর্ধ্বতন সামরিক নেতাদের এক অংশ অসন্তুষ্ট হন এবং এ সুযোগে তৎকালীন সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৫ এর ৩রা নভেম্বর মোশতাক আহমদকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তিনি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি রেখে নিজে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান হন এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। তবে সংবিধান বাতিল করা হয় নি ।

৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল ক্ষণস্থায়ী। সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক এলিটদের একটি বড় অংশ এই অভ্যুত্থানকে ভারতের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক চক্রান্ত বলে মনে করে। ৭ই নভেম্বর এক সিপাহী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয় এবং সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধানের পদে পুনঃঅধিষ্ঠিত করা হয়। সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে জেনারেল জিয়ার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে তিনি বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখেন। রাষ্ট্রপতি সায়েম নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ করেন এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদিগকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি সামরিক অফিসার ও অরাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করেন।

১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম তাঁর সরকারকে অরাজনৈতিক, নির্দলীয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলে ঘোষণা করেন এবং ১৯৭৭ এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। জেনারেল জিয়াও ঘোষণা করেন যে তার সরকার সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ, এবং এ সরকারের লক্ষ্য গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু সামরিক নেতারা একবার ক্ষমতা দখল করলে তা আর সহজে ছাড়তে চান না। জেনারেল জিয়াও ক্ষমতা ত্যাগে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ১৯৭৬ এর ৩০শে নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও ১৯৭৭ এর ২১শে এপ্রিল নিজেই রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন এবং তার শাসনকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে বেসামরিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরতা পুনর্বহাল, গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, রাজনৈতিক দল গঠন, সংসদ নির্বাচন ও সামরিক আইন প্রত্যাহার। এছাড়াও তিনি রাজনৈতিক দলবিধি প্রণয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৯ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন, পৌরসভা নির্বাচন, মন্ত্রিসভা গঠন, রাজনৈতিক দল গঠন, রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল ও দলীয় কর্মকান্ডের অনুমতি প্রদানসহ প্রভৃতি বেসামরিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাকিস্তান আমলের ধারাবাহিকতায় সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চর্চা করতে থাকে। নির্বাচিত সরকারের পেছনে যে গণসমর্থন থাকে তার অনুপস্থিতিতে সামরিক সরকারের পক্ষে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সাধারণতঃ কঠিন ব্যাপার। তদুপরি গণতান্ত্রিক সরকারের সাংবিধানিক রীতি ও প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে প্রচলিত নিয়মে অবৈধ ক্ষমতা দখলের অপরাধে সামরিক সরকার দন্ডিত ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, এই পরিণতির কথা চিন্তা করে সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন থেকেই ক্ষমতার বেসামরিকীকরণ ও বৈধকরণ করতে সচেষ্ট হয়।

জিয়ার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সামরিক আইন বলে সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। বেসামরিকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৬ এর জুলাই মাসে রাজনৈতিক দল বিধি নামে একটি আদেশ জারি করেন। এর দ্বারা কতিপয় বাধা নিষেধ সাপেক্ষে রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, যে কোন রাজনৈতিক দলকে তার গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য সরকারের কাছে পেশ করতে হবে এবং সরকারের অনুমতি লাভের পর উক্ত দল রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করতে পারবে।

১৯৭৬ এর শেষ নাগাদ ২১টি রাজনৈতিক দল সরকারের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু শুরুতে দলগুলিকে কেবল ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৭৮ এর মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলির জন্য সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকে। তা ছাড়া সামরিক আইনের অধীনে নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকায় দলগুলির রাজনৈতিক তৎপরতা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

গণভোট

জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসাবে বৈধতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ এর ৩০শে মে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠান করেন। গণভোটে কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, "রাষ্ট্রপতি মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁহার নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আপনার আস্থা আছে কি?" সরকারী হিসাব মতে ৮৮ শতাংশ ভোটার গণভোটে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৯৯ শতাংশ ছিল জিয়ার পক্ষে অর্থাৎ হ্যাঁ-সূচক ভোট।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে যেখানে সর্বোচ্চ ভোটের হার ছিল ৫৫.৬২ শতাংশ (১৯৭৩ এর নির্বাচনে), সেখানে গণভোটে ৮৮ শতাংশ ভোট প্রদান মোটেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাছাড়া, বিরোধী প্রচারণা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এই গণভোট বৈধকরণের হাতিয়ার হিসাবে ফলপ্রসু হয় নি। গণভোট অনুষ্ঠানের পর, ১৯৭৭ এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বগুড়া ও ঢাকা সেনানিবাসে পর পর দু'টি সেনা বিদ্রোহ ঘটে।

সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে নিজের সমর্থনের ভিত্তিতে গুরুতর ফাটল দেখা দেয়ায় জিয়া রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরাজমান রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। জনসমর্থন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জিয়া ১৯৭৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তবে তিনি নিজে দলের নেতৃত্বে না থেকে উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে এই দল গঠন করেন।

১৯৭৮ এর ৮ই মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মুজিববাদী), বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মাহবুব মান্না), এবং জাতীয় ছাত্রদল (ভাসানী ন্যাপ) এই ৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[২]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৭৮ এর ৯ই এপ্রিল ঢাকা বিমানবন্দরে জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে শীগগিরই প্রকাশ্য রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেন। একই সাথে প্রথমে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়। জিয়া নিজে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল বা জাগদলে যোগ দেয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করেন।[৩]

২১শে এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া অপর এক ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ৩রা জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ভাষণে তিনি সংসদের সার্বভৌমত্ব ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রেখে সংবিধান সংশোধনের পরিকল্পনা জানান এবং পুনরুল্লেখ করেন ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের কথা।[৪] পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ১০ই মে থেকে রাজনৈতিক সভা সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়।

১৬ই মে সাংবাদিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের হামলায় ২২ জন সাংবাদিক আহত হন। তারা ৫ দফা দাবি আদায়ের জন্য এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করেন। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, হামলার সময় পুলিশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেন এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল সোবহান চৌধুরীসহ ২৩ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের হাতে প্রহৃত হন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেন এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আনোয়ার জাহিদসহ আরও অনেক সাংবাদিক।[৫]

সরকার প্রকাশ্য রাজনীতি অনুমোদন করে ঘোষণা দেয়। তবে তা সম্ভবতঃ আন্তরিক ছিলনা। যখনই জনগণ কোন দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে চায় অথবা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন গঠন করতে উদ্যোগী হয় তখনই সরকার তার দমননীতি শক্ত হাতে প্রয়োগ করে।

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৮২ এর ২৩শে মার্চ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে হরতাল হয়েছে ৬টি, ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে হরতাল হয়েছে ৯টি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৪৪টি

জাতীয় পর্যায়ে	৬টি
ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে	৯টি
স্থানীয় পর্যায়ে	৪৪টি
মোট	৫৯ টি
মোট ৫৯ দিন হরতালের মধ্যে-	
পূর্ণ দিবস পালিত হরতাল	১০ দিন
অর্ধ দিবস পালিত হরতাল	৪৩ দিন
বিস্তারিত জানা যায় নি এমন হরতাল	৬ দিন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অভিযান সফল ভাবে পরিচালনার জন্য জিয়া জাগদল (জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল), ন্যাপ (ভাসানী), মুসলিম লীগ, ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি (ইউপিডি) লেবার পার্টি ও তফসিল জাতি ফেডারেশন-এই ৬টি জোটের প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অপরপক্ষে আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি, গণ-আজাদী লীগ ও পিপলস্ লীগ এই ৬টি দল গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট নামে আর একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। এই জোটের প্রার্থী মনোনীত হন জাতীয় জনতা পার্টির নেতা জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু কার্যতঃ জেনারেল জিয়া ও জেনারেল ওসমানীর মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। জিয়া ৭৬.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। ওসমানী পান ২১.৭ শতাংশ ভোট। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনেন গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের সেক্রেটারী মেজর জেনারেল (অবঃ) খলিলুর রহমান।[৬] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বেশীর ভাগ সময় জুড়ে দেশে ছিল সামরিক শাসন ও জরুরী আইন। রাজনৈতিক তৎপরতার উপর ছিল কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

Dhaka University Institutional Repository

৫ই জুন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন যে, ক্রমান্বয়ে দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, সামরিক আইন একটি সাময়িক ব্যবস্থা। অবিলম্বে সামরিক আইন পুরোপুরি প্রত্যাহারে বাধা কি এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপতি বলেন যে সামরিক আইন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধা নেই, উপযুক্ত সময়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে, আগে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। ১৯৭৮ এর আগস্ট মাসে জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নিজের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। ফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলিকে এই নতুন দলে যোগ দিতে অথবা মন্ত্রিপরিষদ ত্যাগ করতে বলা হয়। জাগদল ও ন্যাপ (ভাসানী) সম্পূর্ণরূপে বিএনপির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং মুসলিম লীগ ও অন্যান্য শরীক দলগুলির অংশবিশেষ এই নতুন দলে যোগদান করে। জিয়া এই দলকেই পরবর্তী কালে তার রাজনৈতিক বাহন হিসাবে ব্যবহার করেন।

জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নয় দফার দাবিতে ১৯৭৮ এর ১লা নভেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল আহ্বান করে। এই হরতালের সমর্থনে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় সভাপতি হিসাবে ভাষণ দানকালে বর্ষীয়ান জননেতা জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, "একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া জনজীবনের কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়"। ১লা নভেম্বর ঢাকা নগরীর কোথাও হরতাল পালিত হয় নি। যুক্তফ্রন্টের নেতা কর্মীরা মনে করেন যে, সরকার নিপীড়ন না চালালে ও বাধা না দিলে তাদের আহুত হরতাল পুরোপুরি সফল হত।

৭৮ এর সংসদ নির্বাচন

জেনারেল জিয়া যখন তার রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি সুসংহত করার কাজে ব্যস্ত তখন বিরোধী দলগুলি অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সামরিক বাহিনীর চাকুরী হতে জিয়ার পদত্যাগ দাবি করতে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রপতি জিয়া সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। জিয়া ১৯৭৮ এর ১লা ডিসেম্বর স্টাফ প্রধানের পদ ত্যাগ করলেও সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি।

এই অবস্থায় ১৯৭৯ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক আইনের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । প্রায় ৫১ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করে। জিয়ার বিএনপি ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের ৪১ শতাংশ লাভ করে। আওয়ামী লীগ প্রায় ২৫ শতাংশ ভোট পায় কিন্তু আসন পায় মাত্র ৩৯টি। মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ যৌথভাবে ১০ শতাংশ ভোট ও ২০টি আসন লাভ করে। জাসদ প্রায় ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ৮টি আসন পায়। অন্যান্য যে সব দল সংসদে আসন লাভে সমর্থ হয় সেগুলি হলঃ আওয়ামী লীগ মিজান (২টি), ন্যাপ মোজাফফর (১টি), বাংলাদেশ গণফ্রন্ট (২টি), জাতীয় লীগ (২টি), সাম্যবাদী দল (১টি),

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় একতা পার্টি (১টি) ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন (১টি) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী (১৬টি) আসন। ১৯৭৯ এর ৫ই এপ্রিল নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসে। ঐ অধিবেশনে গৃহীত পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা সামরিক শাসনামলের (১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ হতে ৯ই এপ্রিল, ১৯৭৯) সকল কর্মকান্ড এবং ঐ সময়কালে জারিকৃত সকল ঘোষণা ও আদেশ বৈধ করা হয় এবং ৯ই এপ্রিল তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক শাসন চালু করা হয়।

বিরোধী দলগুলির আন্দোলন

১৯৭৫ এর সামরিক অভ্যুত্থানের পর স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকে। ১৯৭৬ এর জুলাই মাসে জারিকৃত রাজনৈতিক দলবিধির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে বৈঠক খানার চার দেয়ালের ভেতর সীমিতভাবে রাজনীতি করার অধিকার দেয়া হয়। যার ফলে আন্দোলন তেমন জোরালো হয় নি। তবে জিয়া শাসনামলের উল্লেখযোগ্য বিষয় রাজনৈতিক দলগুলির ভাঙ্গন। দল ভাঙ্গার এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ১৯৭৫-এর পর। ১৯৭৫ এর সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রথম ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয় দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের ভিতর। শেখ মুজিবুর রহমান তার ব্যক্তিগত প্রভাবে আওয়ামী লীগের ভেতর যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ও অন্যান্য পেশার লোকজনদের ঐক্যবদ্ধ রাখেন তার পতনের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ দ্বিধা, ত্রিধা এবং বহুধা বিভক্ত হয়। এরপর একের পর এক রাজনৈতিক সংগঠন গুলি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনে ভাঙ্গতে শুরু করে। ১৯৭৬ এর রাজনৈতিক দল বিধি এবং ১৯৭৭-এ প্রেসিডেন্ট জিয়ার গণভোটকে কেন্দ্র করে ভাঙ্গনের এই ধারা আরও প্রবল হয়। অনুমোদন প্রাপ্ত এই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ব্যবধানই সম্ভবতঃ এই ভাঙ্গনের প্রধান কারণ। যদিও ১৯৭৮-এ এই ভাঙ্গন আরও জোরদার হয় তবে একই সাথে পরিলক্ষিত হয় গড়ার প্রক্রিয়ার সূচনা ।

জিয়া শাসন আমলে দলভাঙ্গার পাশাপাশি ধর্মঘট ও হরতালের ঘটনাও উল্লেখ করার মত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট অব্যাহত ছিল। ধর্মঘট আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল বলে সংবাদপত্রে একে কর্মবিরতি আখ্যা দেয়া হত। প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হয় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হরতাল। ১৯৮০ এর ৯ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলহত্যা, রাজনৈতিক ফাঁসি, হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং রাজবন্দীদের মুক্তি ও কারাবন্দীদের দাবির সমর্থনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের কমিউটিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) প্রভৃতি দলসহ মোট দশটি দল এই হরতালের ডাক দেয়। পাঁচটি দলের সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টও পৃথক হরতাল পালনের ডাক দেয়। আহুত হরতালকে বানচাল করার জন্য সরকারী মহল থেকে সম্ভাব্য সব ধরণের প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও দেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। রাজধানীতে দু'টি স্থানে গুলিবর্ষণে নিহত হয় দু'জন। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার আগে ঐতিহাসিক শান্তিপূর্ণ হরতালের পর এমন সফল হরতাল ঢাকায়

Dhaka University Institutional Repository

আর হয় নি। এই হরতালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। পুলিশ ৬ জনকে গ্রেফতার করে।

ছাত্রনেতা তবারক হোসেনকে হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে সেপ্টেম্বর বন্দরনগরী চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের এই নেতা ২০শে সেপ্টেম্বর নিহত হন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে হরতালের ডাক দেয়া হয়। হরতালের সময় দোকানপাট, ব্যবসা কেন্দ্র, যানবাহন চলাচল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে।[৭] ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে অপরিবর্তনীয় রাখাসহ নয় দফা দাবিতে আওয়ামী লীগ ৩রা নভেম্বর দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। হরতাল সর্বাত্মকভাবে সফল হয়।[৮]

খুলনা জেলে হত্যার প্রতিবাদে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ডাকে ২৩শে অক্টোবর খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। হরতাল সফল হয়; দুপুর বারোটা পর্যন্ত দোকানপাট, যানবাহন চলাচল এবং দূরপাল্লার বাস বন্ধ থাকে। শান্তিপূর্ণ হরতালের পর শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি সম্মিলিত মিছিল বের হয়। মিছিলকারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের উপনেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ।[৯] পরদিন, ২৪শে অক্টোবর খুলনা জেলে হত্যার প্রতিবাদে যশোর শহরে সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।[১০]

প্রতিবাদের এই কার্যকর হাতিয়ার হরতালের আঘাতে সরকার যখন ক্ষতবিক্ষত তখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন যে, "সরকার বাকশালদের ছিনিয়ে নেয়া জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।" ২৮শে অক্টোবর গ্রাম সরকার প্রধানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে কয়েকটি বিরোধী দলের আহুত হরতাল প্রসঙ্গে বলেন, গঠনমূলক রাজনীতিতে ব্যর্থ হয়ে ওরা হিংসার পথ বেছে নিয়েছে। জনগণ তাদের বদমতলব নস্যাৎ করতে বদ্ধপরিকর। এভাবে বাংলাদেশের শুরু থেকে যখনই হরতাল আহ্বান করা হয়েছে, তখনই সরকার হরতাল বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করলেও তার সরকার সামরিক বাহিনীর পরিমন্ডল হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর জেনারেল জিয়া সামরিক বাহিনীর চাকুরী হতে পদত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে নবসৃষ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবনে (বঙ্গভবন) না যেয়ে সেনানিবাসে অবস্থিত সেনাবাহিনী প্রধানের বাসভবনে বাস করতে থাকেন। বেসামরিক শাসনের তথাকথিত পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরেও জিয়ার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পদে অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ আসীন হন। তাদের মধ্যে ৬ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার ছিলেন যারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলির নিয়ন্ত্রণ পান। বেসামরিক প্রশাসনেও সামরিক উর্ধঃতন

Dhaka University Institutional Repository

অফিসারদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থেকে যায়। ১৯৮০ সালে বেসামরিক বিভাগ গুলিতে অন্ততঃ ৭৯ জন সামরিক অফিসার নিয়োগ পান। বিভিন্ন সময়ে তাদের মধ্যে ১৬ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার সচিবালয় ও বিভিন্ন কর্পোরেশনের উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন। একই সময়কালে ২০টি জেলার মধ্যে ১৪টিতেই পুলিশ প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন সামরিক ব্যক্তিবর্গ। তা ছাড়া প্রায় ৫০০ জন অবসর প্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তি ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, ঠিকাদারী, ইনডেনটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকেন। এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে দেশে গণতন্ত্রের পূর্ণ চর্চা হয় কিনা তা বিবেচনার বিষয়।

জিয়া শাসনামলে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের প্রেক্ষিতে যে আন্দোলন হয় তা মূল আন্দোলনকে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করে। শুধুমাত্র ১৯৭৮ সালেই শ্রমিক ধর্মঘট হয় ৮৯ টি। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, নেত্রকোনা সাবজজ্ কোর্টের আওতা থেকে ৪টি থানাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে, স্থানীয় মসজিদে প্রবেশ করে কুরআন শরীফসহ ধর্মীয় পুস্তকে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে, মহকুমাকে জেলা করার দাবিতে এবং বিভিন্ন সময়ে আরও বিভিন্ন দাবিতে স্থানীয় পর্যায়েই বেশী হরতাল সংঘটিত হয়।

জিয়ার হনন ও অভ্যুত্থান

১৯৮১ এর ৩০শে মে চট্টগ্রামে একদল বিদ্রোহী সামরিক অফিসার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নিহত হন তার নিরাপত্তারক্ষী এবং আরও কতিপয় সামরিক অফিসার। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। জিয়া হত্যার পর গঠিত বিপ্লবী পরিষদের নেতা হিসাবে জেনারেল মঞ্জুর ৩০শে মের বিদ্রোহের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তার এই অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পুলিশ পলায়মান জেনারেল মঞ্জুরকে আটক করে এবং সরকারের অনুগত সৈন্যরা চট্টগ্রাম সেনানিবাসে তাকে হত্যা করে। অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত অন্য অফিসারগণকে সামরিক আদালতে গোপনে বিচার করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ২৭শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা, ও জেলহত্যার প্রতিবাদে এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডে জড়িতদের প্রকাশ্য বিচারের দাবিতে আওয়ামী লীগ হরতাল আহবান করে। পরে ডিগ্রী পরীক্ষার কারণে তা ২৬শে আগস্ট পুনঃনির্ধারণ করা হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। হরতাল শেষে ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে বড় সমাবেশ হয়। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সংঘটিত ২৬শে আগস্টের হরতাল ছিল শেখ হাসিনার দেশে আগমনের (১৭ই মে) পর প্রথম হরতাল।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। প্রধান সকল বিরোধী দলসহ বিভিন্ন সংগঠন রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকান্ডের দায়ে অভিযুক্তদের বিচার ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শালে অনুষ্ঠিত না করে তা প্রকাশ্য আদালতে ও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু তাদের এই আহ্বান সরকার কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যাত করা হয়। ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল এই বিচারে ১২ জন সামরিক অফিসারকে মৃত্যুদন্ড এবং ১৭ জনকে বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত করে। মৃত্যুদন্ডের আদেশ কার্যকর করার প্রতিবাদে ২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গোলযোগ হয়। বিক্ষুব্ধ মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক ও জনতা বিপুল সংখ্যক সরকারী যানবাহনের ক্ষতিসাধন করে। মন্ত্রীর গাড়ীসহ যানবাহনে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে শতাধিক লোক আহত ও গ্রেফতার হয়। ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারকে মৃত্যুদন্ডের প্রতিবাদে ২৭শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল হয়। হরতাল চলাকালে যানবাহন ও দোকানপাট বন্ধ থাকে। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই হরতাল পালিত হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত্যুর পর অধিকাংশ বিরোধী দল সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে। এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অধিকাংশ বিরোধী দল নির্বাচনী ইস্তেহারে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৮১ এর ১৫ই নভেম্বরের এই নির্বাচনে মোট যে ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাদের মধ্যে ১৩ জন রাজনৈতিক ভাবে পরিচিত ব্যক্তি। বিএনপি প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার ৬৫.৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের কামাল হোসেন ২৬ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

পুনরায় সামরিক শাসন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাত্র ১২৮ দিন পর ১৯৮২ এর ২৪শে মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। সারাদেশে সামরিক আইন জারি, সংবিধান স্থগিত ও সংসদ বাতিল করা হয়। জেনারেল এরশাদ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃংখলা, নজির বিহীন দুর্নীতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি, প্রশাসনিক স্থবিরতা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং খাদ্যসংকটের কারণে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সেই কারণে তিনি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। রাজনৈতিক কর্মকান্ড, ধর্মঘট, জনসভা, মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক কর্মকান্ড দু'ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যকার ভাঙ্গন এবং দ্বিতীয়তঃ কর্মবিরতি, ধর্মঘট ও হরতাল। সমাজের মৌল কাঠামো অর্থনীতির বিপর্যস্ত অবস্থার প্রতিফলন ঘটে রাজনীতিতে। রাজনৈতিক দলগুলি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৭-৭০ সালে এদেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ড চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক শক্তি থাকে সংগঠিত। ফলে মূল রাজনৈতিক দলগুলির মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনগুলি বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে সক্ষম হয়। কিন্তু জিয়া শাসনামলের ভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল দলসমূহ অনুরূপ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ রাজনৈতিক দলগুলি বহু বিভক্তির শিকার হয়ে পড়ে, যার সংক্রমনে অন্য গণসংগঠনগুলিতেও বিভক্তি দেখা দেয়। এর প্রভাব পড়ে ধর্মঘট, কর্মবিরতি এবং হরতালের উপর। তথাপি, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে হরতালের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার জিয়া আমলে অব্যাহত থাকে এবং বিগত বৎসরগুলির মধ্যে এ সময়ে সবচেয়ে বেশী কর্মবিরতি, ধর্মঘট ও হরতাল সংঘটিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় কোথাও কোথাও এই ধর্মঘট বা হরতাল ব্যর্থ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সফলতা অর্জন করে।

---

[১] সংবাদ, ৬ই নভেম্বর, ১৯৭৫।
[২] সংবাদ, ৯ই মার্চ, ১৯৭৮।
[৩] সংবাদ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭৮।
[৪] সংবাদ, ২২শে এপ্রিল, ১৯৭৮।
[৫] সংবাদ, ১৭ই মে, ১৯৭৮।
[৬] সংবাদ, ৬ই জুন, ১৯৭৮।
[৭] সংবাদ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।
[৮] সংবাদ, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮০।
[৯] সংবাদ, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৮০।
[১০] সংবাদ, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতাল: ২৪শে মার্চ ১৯৮২ - ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০

এরশাদের ক্ষমতায় আরোহন

১৯৮২ এর ২৪শে মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ দেশের সার্বিক ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করেন এবং তা বহাল থাকে ১৯৮৬ এর ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত। ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর প্রায় নয় বছরের শাসন কালে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধকরণ, সামরিক বিধিসমূহ পুনর্বহাল, জরুরী আইন জারি, কারফিউ জারি ইত্যাদি প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তিনবার ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন স্বৈরাচারী বিধিবিধান জারি করেন যার আওতায় হরতাল ধর্মঘট ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও ১৯৮২ এর ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে মোট হরতাল হয় ৩২৮টি । এর মধ্যেঃ

জাতীয় পর্যায়ে	৭২টি
ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে	৫৬টি
স্থানীয় পর্যায়ে	২০০টি
মোট	৩২৮ টি

মোট ৩২৮ দিন হরতালের মধ্যে-	
পূর্ণ দিবস পালিত হরতাল	১০৪ দিন
অর্ধ দিবস পালিত হরতাল	১৯৪ দিন
বিস্তারিত জানা যায় নি এমন হরতাল	৩০ দিন

স্বাধীনতা অর্জনের বার বছরের মধ্যে দেশে দু'বার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। অবশ্য ২৪শে মার্চ ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার এক ভাষণে বলেন যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি ও স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সেনাপ্রধান এইচ এম এরশাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি তার ভাষণে মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদ বাতিলের কথাও ঘোষণা করেন। তবে তিনি চাপের মুখে এই ঘোষণা দেন বলে মনে করা হয়।

১৯৮২ এর ২৫শে মার্চ কয়েক জন সাবেক মন্ত্রীকে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ২৭শে মার্চ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে মনোনীত করা হয়। তবে রাষ্ট্রপতি ছিলেন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তাকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পরামর্শ অনুসারে সকল কাজ করতে হত। ৩রা

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল সরকার দেশে একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল ও ৫টি সামরিক আদালত গঠন করেন এবং ৪ঠা এপ্রিল ২৩টি সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করেন। ১৯৮২ এর ২২শে এপ্রিল এরশাদ দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ ও প্রতিটি থানাসদরে একটি করে আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ক্ষমতা দখলের পর পরই এরশাদ ১১ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। ১৯৮২ এর ১০ই জুন তিনি এই উপদেষ্টা পরিষদকে মন্ত্রীসম পদ মর্যাদা প্রদান করেন।

নতুন শিক্ষানীতি

লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদ ক্ষমতায় এসেই সাধারণ জনগণের বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য ১৯৮২ এর ২৬শে মে ড. আব্দুল মজিদ খানকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী এবং উৎপাদনমুখী করার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ এর ২৩শে সেপ্টেম্বর ড. মজিদ খান এক নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। এই শিক্ষানীতিতে তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে মোট ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) মৌলিক স্তর (২) প্রস্তুতি স্তর (৩) মাধ্যমিক স্তর ও (৪) উচ্চশিক্ষা স্তর। আরবী ও ইংরেজী ভাষাকে মৌলিক স্তর থেকেই বাধ্যতামূলক করা হয়। এই শিক্ষানীতির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি। প্রচলিত নিয়মে মাধ্যমিক স্তর শেষ হয় দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর।

এছাড়াও মজিদ খানের শিক্ষানীতিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতি উচ্ছেদ করার সুপারিশ করা হয়। এই সিদ্ধান্তে সারা দেশের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। শুধু ছাত্ররাই নয় এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীও ছাত্র রাজনীতি উচ্ছেদের বিরোধিতা করে এরশাদ নীতির সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত মজিদ খানের শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হতে পারে নি।

বিরোধীদলের কর্মকান্ডের সূচনা ও দমননীতি

জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে এরপর সরকার দেশবাসীর সামনে ৫টি লক্ষ্য ঘোষণা করেনঃ

১) সরকারি খাতে অপচয় বন্ধ।
২) বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ দান।
৩) খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন।
৪) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবতা গ্রহণ।
৫) ৭ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ এর ৩১শে জানুয়ারি ভাষা আন্দোলন ও একুশের অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করে এরশাদের দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৫টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। এরশাদ শাসনামলে এই প্রথম রাজনৈতিক দলগুলি অগ্রসর হয়। এই ১৫টি রাজনৈতিক দল নিয়েই পরবর্তীকালে ১৫ দলীয় জোট গঠিত হয় । নিম্নলিখিত দলগুলি এই ১৫ দলের জোটে শরীক হয়ঃ

১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (সভানেত্রী/শেখ হাসিনা)।
২) গণ আজাদী লীগ (সভাপতি / মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ)।
৩) আওয়ামী লীগ (মিজান) (সভাপতি/ মিজানুর রহমান চৌধুরী)।
৪) আওয়ামী লীগ (ফরিদগাজী) (সভাপতি/ দেওয়ান ফরিদগাজী)।
৫) বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সভাপতি / মনিসিংহ)।
৬) ন্যাপ (মোজাফফর) (সভাপতি / অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ)।
৭) ন্যাপ (হারুন) (সভাপতি/ চৌধুরী হারুনর রশীদ)।
৮) জাতীয় একতা পার্টি (সভাপতি / সৈয়দ আলতাফ হোসেন)।
৯) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) (সভাপতি/ মেজর (অবঃ) এম এ জলিল)।
১০) ওয়ার্কার্স পার্টি।
১১) শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল।
১২) বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া)।
১৩) সাম্যবাদী দল (তোয়াহা)।
১৪) সাম্যবাদী দল (নগেন)।
১৫) মজদুর পার্টি (আবুল বাশার)।[১]

১৫ দলীয় জোট ১৪ই ফেব্রুয়ারি গণমিছিল ঘোষণা করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিছিল বের হয়। দু'দিন ধরে রাজপথে খন্ড যুদ্ধ হয়। বিশেষ করে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পুলিশ ছাত্রমিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। সারাদেশে বিক্ষোভ দিবস পালিত হয়। জাফর, জয়নাল ও জগন্নাথ কলেজের ছাত্র মোজাম্মেল নিহত হন।[২] প্রেসনোট অনুযায়ী সারাদেশে ১৪০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ হাসিনাসহ ১৫ দলের অধিকাংশ নেতাকে আটক করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। জারি করা হয় সান্ধ্য আইন। সরকার ঘোষণা করে, "এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও তত্ত্বাবধানে কিছুসংখ্যক বিপথগামী ছাত্র ও দুস্কৃতিকারী সামরিক আইন লংঘন করে এক সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সভা, সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। সরকার বিরোধী,

Dhaka University Institutional Repository

আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়''। লক্ষণীয় যে, বিগত ত্রিশবছর ধরে এদেশে সামরিক সরকার রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করে আসছিল জেনারেল এরশাদও তারই আশ্রয় নেন।

এরশাদ সরকারের বেসামরিকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৮৩ এর ১লা এপ্রিল হতে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয়। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি দু'টি ঐক্যজোট গঠন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৫ দলীয় ঐক্যজোট। এই জোটের দাবি ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করে, ১৯৭২ এর সংবিধান অনুসারে, সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

অপরদিকে বিএনপির নেতৃত্বে ১৯৮৩ এর সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হয় ৭ দলীয় ঐক্যজোট। এই জোট ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির পূর্বে বিদ্যমান সংবিধানের পুনরুজ্জীবন এবং সংবিধানের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। জোটের শরীক দলগুলি ছিলঃ

১) বিএনপি (চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া)।
২) ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি।
৩) ন্যাপ (আবু জাফর চৌধুরী)।
৪) ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ (অমল সেন)।
৫) ইউ পি পি (আরেফিন)।
৬) ইউ পি পি (সাদেক)।
৭) জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান)।

উভয় জোট সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালেও সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থেকে যায়। তবুও জোটদ্বয় সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে নিম্নবর্ণিত ৫ দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে একমত হয়ঃ

১) সামরিক আইন প্রত্যাহার ও মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ।
২) নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অন্য যে কোন নির্বাচনের আগে কেবলমাত্র জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান।
৩) সংবিধান সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জাতীয় সংসদের হাতে রক্ষণ।
৪) অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান এবং

Dhaka University Institutional Repository

৫) ১৯৮৩ এর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্রহত্যাসহ সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দান।

সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট ৫ দফার দাবিতে পৃথক পৃথক ভাবে হরতাল আহ্বান করে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। পুলিশ ঢাকা থেকে প্রায় ২০০ পিকেটার গ্রেফতার করে। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বিআরটিসি'র কয়েকটি যাত্রীবাহী বাস চালানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতার ইট পাটকেল নিক্ষেপের ফলে এসব বাস রাস্তায় চলতে পারে নি। অফিসে উপস্থিতি হ্রাস পায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকে। হরতালের পর বিকালে ১৫ দল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে সমাবেশ করে। ৭ দল সমাবেশ করে নওয়াব ইউসুফ মার্কেটের সামনে। তারা যথাক্রমে ৮ই ও ৭ই নভেম্বরের মধ্যে ৫ দফা মেনে নেয়ার দাবি জানায়।[৩] লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদের সামরিক শাসন জারির পর এটি ছিল দেশব্যাপী প্রথম হরতাল। এই কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে সামরিক শাসন বিরোধী ব্যাপক রাজনৈতিক ঐক্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

আন্দোলনের মুখে সরকার ১৪ই নভেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে। ২৭শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনদল নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রপতি দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। ২০৮ জনের আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। ২৮শে নভেম্বর ১৫ দল ও ৭ দল ঢাকায় তোপখানা রোডস্থ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘট ডাকে। পুলিশের হামলার ফলে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে ও প্রাণহানি হয়। বিকাল সাড়ে তিনটায় লেঃ জেনারেল এরশাদ বেতার ও টিভিতে ভাষণ দেন। এতে সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সামরিক আইন বিধি কঠোরভাবে বলবৎ করার কথা বলা হয়। সংবাদপত্রে পূর্ণ সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। বিকাল ৩টা থেকে রাজধানীতে কারফিউ জারি করা হয়। ঐদিন রাতে দেয়া সরকারি এক প্রেসনোটে বলা হয় "এই কর্মসূচী পালন কালে পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত এবং দশজন আহত হয়। বিশৃংখলা চলাকালে ২২৩ জন পুলিশ এবং ৬০ জন আনসার আহত হয়।" ২৯শে নভেম্বর বেলা ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এবং ৩০শে নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়। ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের ২৯শে নভেম্বর বিকাল ৫টার মধ্যে ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।[৪] ঢাকায় পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ২৯শে নভেম্বর চট্টগ্রামে নগরীতে হরতাল পালিত হয়। মেট্রোপলিটন পুলিশ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেয় যে, সামরিক আইন বিধি লংঘিত হচ্ছে। পুলিশের দু'দফায় চালান ৩৪ রাউন্ড গুলিতে ৩ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। বিকাল ৩টা থেকে বন্দর নগরীতে কারফিউ জারি করা হয়। কঠোর সামরিক বিধি বলবৎ থাকায় পত্রিকায় কেবল সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস এর ভাষ্য প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৯শে নভেম্বর বাসস জানায় বেগম খালেদা জিয়াকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা হয়েছে। শেখ হাসিনাকেও তাঁর বাসভবনে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে বাসস জানায়। ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মুজাফফর আহমদকে নিরাপত্তা হেফাজত থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, "কিছু স্বার্থান্বেষী মহল রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে নানা ধরণের গুজব ছড়াচ্ছে। এগুলি ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর।"[৫]

১৯৮৩ এর ১০ই ডিসেম্বর লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অবশ্য এই পদক্ষেপ ছিল প্রত্যাশিত; ১৯৮২ এর ২৪শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণার সংশোধনীতেই বলা ছিল যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন। এরশাদ রাষ্ট্রপতি হবার দিনই বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার উপর থেকে নিরাপত্তা হেফাজতের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।[৬]

১৯৮৪ এর ১লা জানুয়ারি আবার ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয় এবং সরকার বিরোধী দলসমূহকে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সামরিক আইন প্রত্যাহারের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। কিছু সংখ্যক ছোট দল এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী আলোচনায় না গিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে বাধা নিষেধ প্রত্যাহারের দাবি জানাতে থাকে। ১লা মার্চ রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ভোর ৫টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী ৫ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের অংশ হিসাবে এই হরতালের ডাক দেয়। অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে ১১টি শ্রমিক ফেডারেশনের জোট ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হরতালের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানায়। ১লা মার্চের হরতালের সমর্থনে, ২৮শে ফেব্রুয়ারি আহুত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক মিছিলের উপর পুলিশের ট্রাক উঠিয়ে দেয়া হলে ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহিম সেলিম ও দেলোয়ার হোসেন নিহত হন। এই হরতালের সমর্থনে ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাতে আদমজী জুটমিল এলাকায় মিছিল করার সময়ে সামরিক সরকারের সমর্থকদের হামলায় তরুণ কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলাম মারাত্মক আহত হন এবং পরদিন ইন্তেকাল করেন।

হরতাল চলাকালীন সময়ে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার সাথে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা ৪০/৪৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। দেড়শত রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার মিছিলে বেপরোয়া ভাবে লাঠিচার্জ করে। আজিমপুর বেবী আইসক্রীম মোড়ের কাছে আনসারের গুলিতে একটি বালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান সহ প্রায় ৪০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। হরতালের ফলে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

বিমানের অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল ব্যাহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদিন পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়।

বিরোধী দলের ক্রমাগত দাবির মুখে সরকার ১লা এপ্রিল থেকে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেয় এবং ২৪শে মার্চ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন ও ২৭শে মে একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের তারিখ দেয়া হয়। বিরোধী দলসমূহ এই নির্বাচন ঘোষণার প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠে। ১৫ ও ৭ দল ১৮ই মার্চ বন্দীমুক্তি দিবস ও ২৪শে মার্চ সারাদেশে পূর্ণ দিবস হরতালের কর্মসূচী সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়। ১১টি শ্রমিক ফেডারেশন শ্রমিকদের ৫ দফা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় দাবি ৫ দফা আদায়ের জন্য ২৪শে মার্চ পূর্ণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮ই মার্চ সারাদেশে ২৪ ঘন্টার জন্য সড়ক পরিবহন শ্রমিক ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। প্রবল আন্দোলনের মুখে উপজেলা নির্বাচন স্থগিত রাখতে সরকার বাধ্য হয়। ফলে ২৪শে মার্চের হরতাল প্রত্যাহার করা হয়।

১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট ৫ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী ৬ ঘন্টা, ১২ ঘন্টা, ২৪ ঘন্টা ও ৪৮ ঘন্টা হরতাল পালন এবং বড় বড় জনসমাবেশ ও বিক্ষোভের আয়োজন করে। প্রধান প্রধান ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনগুলি যথাক্রমে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ গঠন করে ৫ দফার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জামায়াতে ইসলামীও সামরিক আইন প্রত্যাহার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন করে। এই আন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৪ সালে ১৫ই ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কতিপয় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন। পদক্ষেপগুলির মধ্যে ছিল প্রধান ও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ব্যতীত নিম্নতর পর্যায়ের সকল সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও সামরিক আদালতের বিলোপ এবং নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে এরশাদ সমর্থক জনদলীয় মন্ত্রীদের পদত্যাগ। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, নির্বাচনে প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকবে এবং নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশনের সময় সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। এভাবে এরশাদ সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন এর দাবি মেনে নেন এবং এপ্রিল মাসে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আভাস দেন।

কিন্তু প্রধান বিরোধী জোট ও দলসমূহ অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাতে থাকে। সম্ভবতঃ বিরোধী দলগুলির প্রতিক্রিয়ায় ধৈর্য হারিয়ে ১৯৮৫ এর ১লা মার্চ জেনারেল এরশাদ পুনরায় সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সকল সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও সামরিক আদালত পুনর্বহাল করেন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ ১৫ ও ৭ দলের অনেক নেতাকে আটক করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল এরশাদ তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে মূলতঃ দু'টি প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ নির্বাচনী প্রক্রিয়া (Electoral process) এবং দ্বিতীয়তঃ দলগঠন প্রক্রিয়া (Party building)। ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল জিয়ার অনুকরণে জেনারেল এরশাদও নিজের ক্ষমতারোহণের বৈধতা যাচাইয়ের জন্য গণভোট অনুষ্ঠান করেন। গণভোট অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে তার সমাসীন থাকার প্রশ্নে জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করা। সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে গণভোটের বিপক্ষে কোন প্রকার প্রচারণা ও বক্তব্য প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৮৫ এর ২১শে মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি হিসাব মতে ৭২ শতাংশ ভোটার নির্বাচনে ভোট দান করে। তার মধ্যে এরশাদ ৯৪ শতাংশ হ্যাঁ-সূচক ভোট লাভ করেন। তবে সাধারণ জনগণের মতামত অনুসারে গণভোটে অংশগ্রহণকারী ভোটারদের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

ইতিপূর্বে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালে জারিকৃত ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৯৮৩ এর ২৭শে ডিসেম্বর ৪৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদের এবং পরবর্তীতে ১৯৮৪ এর ফেব্রুয়ারি মাসে ৭৬টি পৌরসভার ও ৩টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে সফলতার সাথে ইউনিয়ন পরিষদ ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন এবং এর পর গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার শাসনামলকে আংশিকভাবে হলেও বৈধ করে নিতে সক্ষম হন।

রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি সৃষ্টির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে জেনারেল এরশাদ ১৯ দফা উন্নয়ন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৮ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন পরিষদ নামে বিভিন্ন পর্যায়ে তথাকথিত অরাজনৈতিক কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি 'নূতন বাংলা ছাত্র সমাজ' ও 'নূতন বাংলা যুবসংহতি' নামে সরকার সমর্থক ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে তোলা হয়। আওয়ামী লীগ (মিজান), শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপির একটি বড় অংশ ও ১৮ দফা বাস্তবায়ন কমিটি জনদলের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ, শাহ মোয়াজ্জেমের ডেমোক্রেটিক লীগ, আবু নাসের খানের ন্যাপ প্রভৃতি ছোট ছোট দল এবং কোরবান আলীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের (হাসিনা) এক ক্ষুদ্র অংশ পরে জনদলে যোগদান করে।

দৃশ্যতঃ মার্চের গণভোট ও মে মাসের উপজেলা নির্বাচন প্রতিরোধে বিরোধী জোটসমূহের ব্যর্থতা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা মন্ত্রীত্বের লোভ এইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে জনদলে যোগদানে উৎসাহিত করে। ১৯৮৫ এর ১৬ই আগস্ট জনদল, ইউপিপি গণতান্ত্রিকপার্টি, মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী) এবং বিএনপি (শাহ আজিজ) এই ৫টি দলের

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ে একটি সরকার সমর্থক জোট গঠন করা হয়। এই জোটভুক্ত দলগুলি একীভূত হয়ে ১৯৮৬ এর ১লা জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে। জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান না করলেও পার্টির সভা-সমাবেশে উপ ' ত হয়ে দলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[৭]

বিরোধী দলগুলির আন্দোলন

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে মিছিল, মিটিং, গণবিক্ষোভ, ধর্মঘট ও হরতাল বন্ধ রাখে নি। সরকারও বিরোধী দলীয় কর্মকান্ডকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে নানারকম দমননীতির প্রয়োগ চালিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘ একমাস ব্যাপী প্রচারণার পর ২৭শে আগস্ট, সামরিক শাসন প্রত্যাহার, নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, তথা ৫ দফা বাস্তবায়ন এবং বন্যা ত্রান সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবিতে ১৫ ও ৭ দলের ডাকা দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। তবে রেডিও এবং টিভি ২৭শে আগস্টের হরতালের খবর বিকৃত করেছে বলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অভিযোগ করে।

আবারও ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহ্বানে ব্যাপক প্রচারণা, বিক্ষোভ মিছিল, পত্র পত্রিকায় সাক্ষাৎকার-বিবৃতির মাধ্যমে ১ মাস পূর্বে ডাকা পূর্ণদিবস হরতাল ২৭শে সেপ্টেম্বর পালিত হয়। হরতালের বিপক্ষে সরকারি জনদল নানা অপপ্রচার চালায়। গাজীপুরের কালিগঞ্জে জনদলীয় গুন্ডাদের ছুরিকাঘাতে সাবেক সংসদ সদস্য, রেডক্রসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দিন আহমদ নিহত হন। এছাড়া ঢাকায় একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, চট্টগ্রামে একজন এবং মৌলভীবাজারে অপর একজন ব্যক্তি নিহত হয়। হরতালের পূর্বে এবং পরে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট সমাবেশ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। হরতাল চলাকালীন সময়ে ডেমরায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৯৮৪ এর মধ্যভাগ থেকে আন্দোলন কে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে ১৪ই অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক গণসমাবেশ। ঐ সমাবেশ থেকে জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে ২১ দফা কর্মসূচীও ঘোষণা করা হয়। এই সফল গণসমাবেশে শাসকগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থেই ভীত হয়ে পড়ে। প্রচার মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণে আরও কড়াকড়ি করা হয়। মহাসমাবেশের খবর প্রকাশে সামরিক বিধিবলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রতিবাদে, সাংবাদিক ইউনিয়নের সিদ্ধান্তে, ১৫ই অক্টোবর সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসন প্রত্যাহার, জনদলীয় সরকার বাতিল ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী ৮ই ডিসেম্বর ভোর ৬টা থেকে সারাদেশে ২৪ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করে। একই সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ পূর্ণদিবস ধর্মঘট আহ্বান করে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ছাত্র-জনতার মিছিলে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে বহু লোক আহত হয়। ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে দৈনিক সংবাদ এর লুৎফর রহমান সহ বিভিন্ন পত্রিকার ৭ জন আলোকচিত্র শিল্পী আহত হন। সন্ধ্যায় দিকে পল্লবীতে, পূরবী সিনেমা হলের সামনে ১৫ দলের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর ৩টি হাতবোমা নিক্ষেপিত হয়। এতে মিরপুর থানা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক জামিল আখতার ও মিরপুর থানা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক আবুল হোসেন আহত হন। এরপর উত্তেজিত ছাত্র জনতা উক্ত সিনেমা হলের কাছে একটি কাঠের দোকনে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ১০০ লোককে গ্রেফতার করে।

জনগণ চলমান আন্দোলনের সাথে কতখানি একাত্ম হয়ে পড়েছিল তা জানতে পত্রিকায় প্রকাশিত ৮ই ডিসেম্বর হরতাল পালনের বিবরণ পাঠই যথেষ্ট। ''ঢাকা শহরের কোথাও দোকানপাট খোলে নি। মহল্লার ভেতরে ছোটখাট দোকানপাটও বন্ধ ছিল। এমনকি ছোট খাট চা সিগারেটের দোকানেরও ঝাঁপ নামানো ছিল। পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনদের টহলরত গাড়ী, কর্তব্যরত সাংবাদিকদের গাড়ী, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী বা এম্বুলেন্স ছাড়া শহরের কোথাও কোন গাড়ী চলাচল করে নি। রিকশা চলাচলও বন্ধ ছিল। পত্রিকা হকার ছাড়া অন্য কারও সাইকেল রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায় নি। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে কোন ট্রেন ছাড়েনি, আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলও ব্যাহত হয়। লঞ্চ ও ষ্টীমার চলাচল বন্ধ ছিল, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল ছিল জন ও যানবাহনশূন্য। সচিবালয় খোলা থাকলেও অফিসার ও কর্মচারীদের উপস্থিতির ছিল হার ধর্তব্যের বাইরে। অন্যান্য সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অফিসগুলিতেও উপস্থিতি ছিল কম। শহরের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলির শাখাসমূহে তালা ঝুলতে দেখা যায়। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়গুলি সীমিতভাবে খোলা হলেও লেনদেন হয় খুবই কম। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অফিসগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় ছিল খুবই কম।'' তেজগাঁও, পোস্তগোলা, ডেমরা, হাজারিবাগ, মীরপুর সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় মিল ও কলকারখানা বন্ধ ছিল। চক বাজার ও মৌলভীবাজারে বেচাকেনা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ২৪ ঘন্টা হরতালের সমর্থনে ঢাকা মহানগরীর আইনজীবীগণ আদালত বর্জন করেন।

সন্ধ্যায় নবাবপুর রোডে পরপর তিনটি হাতবোমা বিস্ফোরিত হয়। এরপর পুলিশ নির্বিচারে পথচারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। এতে কয়েকজন আহত হয়। ৬/৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এইদিন ভোর থেকে সারাদিন শহরের প্রায় সবকটি এলাকায় ১৫ দলীয় ঐক্যজোট, ৭ দলীয় ঐক্যজোট, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক কর্মচারী

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্য পরিষদ, জামায়াতে ইসলামী ও ৫ দলসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অসংখ্য মিছিল বের হয়। এসব মিছিলে সামরিক আইন প্রত্যাহার, জনদলীয় সরকার বাতিল, নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ জাতীয় দাবি ৫ দফার পক্ষে শ্লোগান দেয়া হয়। এক কথায় ঐদিন ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে।[৮]

৮ই ডিসেম্বরের সফল হরতালের পর ১৫ ও ৭ দল ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর ৪৮ ঘন্টা ব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। সামরিক সরকার ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর হরতাল ধর্মঘট, মিটিং মিছিলসহ সব ধরণের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আদেশ জারি করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এই হরতালকে সমর্থন করা হয়। এভাবে সরকারের আদেশকে অবজ্ঞা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও জনগণ তাদের আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকান্ড অব্যহত রাখে।

সরকার সম্ভবতঃ আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত হয়ে, ১৯৮৫ এর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১লা মার্চ থেকে সামরিক আইন কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হলে বিরোধী দলীয় দুই নেত্রীকে গৃহবন্দী করা হয়। অতঃপর ২৫শে মে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৮৫ এর ১লা অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতির এবং ১৯৮৬ এর ১লা জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয়। এ ছিল এরশাদ সরকারের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তৃতীয়বারের মত ঘরোয়া ও প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান। এই সময়কালে একাধিক বার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন, মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট বা হরতাল বন্ধ থাকে নি। কখনও কখনও আন্দোলনের গতি ধীর হয়েছে, কখনও বা তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু তা একেবারে থেমে যায় নি।

এরশাদ শাসনামলে ১৯৮৬ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল। এ বছরের শুরুতেই পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয় এবং সেদিন থেকেই সামরিক শাসনবিরোধী সভা সমাবেশ মিছিল শুরু হয়। ইতিমধ্যে এরশাদ ১৯৭২ এর সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে খালেদা জিয়া তার বক্তব্যের বিরোধিতা করে এক বিবৃতিতে বলেন, "স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জনগণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে নিজ নিজ পেশায় ফিরে গেছে, অথচ এই সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও গণতন্ত্রকে অস্বীকার করছে।" আওয়ামী লীগ ঐদিন প্রতিবাদ মিছিল করে। বিভিন্ন সংগঠনও এর প্রতিবাদ জানায়। ১৬ই জানুয়ারি বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত ১৫ দলের সভার বিবরণ ছাপতে না

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ায় বাংলার বাণী প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স করে ঘোষণা করে- "১২ই জানুয়ারি প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি এরশাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ, সমালোচনা ও নিন্দা করা যাবে না বলে সরকারি বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় ১৬ই জানুয়ারি তারিখে বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত ১৫ দলের জনসভায় নেতৃবৃন্দের ভাষণসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছাপা সম্ভব হল না।"

২৪শে ফেব্রুয়ারি শেরেবাংলা নগরে এক বিশাল জনসভায় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, "সামরিক শাসনের চির অবসান চাই"। সামরিক কর্মকর্তারা কিভাবে সিভিল সমাজকে শাসন করতে চায় সেই প্যাটার্নের উল্লেখ করে তিনি বলেন "প্রথমে কিছু উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা রাতের আঁধারে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করে। তারপর সমাজে ঘৃণিত, দুর্নীতিবাজ, দলছুটদের নিয়ে একটি দল গঠন করে। আর সেই দলকে দিয়ে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার প্রয়াস পায়। এরশাদ সরকার চার বছরেও অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করতে পারে নি। বাংলার মানুষ আর কোনদিনই এই ক্ষমতাকে বৈধ করতে দেবে না।" বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের এই ধরণের বক্তব্য আন্দোলনের গতিতে তীব্রতার সঞ্চার করে।

৮৬ র সংসদ নির্বাচন

ইতিমধ্যে জেনারেল এরশাদ নিজস্ব রাজনৈতিক দল (জাতীয় পার্টি) গঠন করে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ২রা মার্চ ঘোষণা দেয়া হয় যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২৬শে এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ঐ দিন জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে জেনারেল এরশাদ বলেন যে, বিরোধী দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন (২২শে মার্চ) নির্বাচনপ্রার্থী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন এবং আঞ্চলিক ও অধঃস্তন সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দপ্তরসমূহ এবং সামরিক আদালত বিলোপ করা হবে। কিন্তু প্রধান বিরোধী জোট ও দলগুলি এই ঘোষণাকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করে এবং নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাতে থাকে। ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামী ৮ই মার্চ রাজধানীসহ সারাদেশে ৬টা থেকে ১২টা হরতাল পালন করে এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্দিষ্ট ২২শে মার্চ তারিখে পূর্ণ দিবস হরতালের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ৮ই মার্চ হরতাল চলাকালে রাজধানীর কয়েকটি স্থানে হাতবোমা নিক্ষেপ, গাড়ি ভাংচুর ও পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে। ইতিপূর্বে এক সরকারি ঘোষণায় ৮ই থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত জিয়া বিমানবন্দর থেকে বঙ্গভবনের ভিআইপি রাস্তায় মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হলেও হরতালের সময় এসব রাস্তায় বাধাহীন মিছিল হয়। হরতালের সমর্থনে ১৫ ও ৭ দল বায়তুল মোকাররম চত্বরে সমাবেশ করে।

২১শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর ১৫ দল সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৭ দল পরিবেশ সৃষ্টি হলে নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানায়। জোটের একদল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় এবং অন্যদল

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি বিবেচনার কথা জানানোয় কর্মীদের মধ্যে ঢিলেঢালা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ২২শে মার্চ ৬টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বিরোধী দলের কর্মীদের উপস্থিতি কম থাকে। কিন্তু জনগণ পূর্বে আহুত ২২শে মার্চের দেশব্যাপী হরতাল অনেকটা শিথিলভাবে হলেও পালন করে। যানবাহন চলাচল ও অফিসে আদালত বন্ধ থাকে।

এই সময়কার শিক্ষকদের আন্দোলনও উল্লেখ করার মত। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে আহুত সারাদেশব্যাপী বেসরকারি শিক্ষক ধর্মঘট ১৯৮৬ এর ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত চলে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে, ১৯শে এপ্রিল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট এবং ৫৯ জন শিক্ষকের আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু হয়। এ পর্যায়ে ২০শে এপ্রিল সচিবালয়ে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ধর্মঘট কালীন সময়ে শিক্ষক ও নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময়ে শিক্ষকদের আহ্বানে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন জেলায় হরতাল পালিত হয়।[৯]

২৬শে এপ্রিল এর পরিবর্তে ৭ই মে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল এরশাদ প্রশাসনের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিজে প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় পার্টির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে মোট ২৮টি দল অংশ নেয় এবং ৪৫৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংসদ নির্বাচনে, মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি দখল করে। দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত ৮টি দল সম্মিলিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তারা মোট ৯৭টি আসন লাভ করে। জোটের দলভিত্তিক আসনসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

আওয়ামী লীগ	৭৬
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৫
ন্যাপ	৫
জাসদ (সিরাজ)	৩
বাকশাল	৩
ওয়াকার্স পার্টি	৩
ন্যাপ (মোজাফফর)	২

জোটের বাইরে জামায়াতে ইসলামী ১০টি, মুসলিম লীগ ৪টি, জাসদ (রব) ৪টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩২টি আসন লাভ করেন। তবে এই নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে জনগণের মনে প্রচুর সন্দেহ থেকে যায়। দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ আনেন। নির্বাচনী হাঙ্গামায় অন্ততঃ ১৫ জন নিহত ও ৭ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়; ২৮৪টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ এর সংসদ নির্বাচনে, নির্বাচন-গণকমিশনের আমন্ত্রণে বৃটিশ পার্লামেন্টের দু'জন সদস্য ও বিবিসির একজন সাংবাদিক ঢাকায় আসেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে। তারা এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। যদিও তাদের তিনজনের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত ছিল পরিস্কার ও অভিন্ন। এতে অপরাহ্নে সশস্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা ভোট গ্রহণ নস্যাৎ করার কথা বলা হয়। তারা লাঙ্গল ব্যাজধারীদের (জাতীয় পার্টি) উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচনে কারচুপির জন্য প্রধানতঃ জাতীয় পার্টিই দায়ী। যে নির্বাচন বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারত ও হওয়া উচিত ছিল তাকে জাতীয় পার্টি গণতন্ত্রের জন্য ট্রাজেডিতে পরিণত করে। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ীঃ

১) এমন কোন আসন খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে জাপা প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন অথচ সন্ত্রাস হয় নি।

২) বাংলাদেশে ইতিপূর্বে কখনও ভোট কেন্দ্রে সেনাবাহিনী দেখা যায় নি যা এবার দেখা যায়।

৩) ৮ই মে দুপুর থেকে বেতার টেলিভিশনে যে ভাবে ফলাফল রদবদল ঘোষিত হয় এবং সন্ধ্যা ৬টায় ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় তাতে নির্বাচন কমিশনের বাইরে অন্য কোথাও ফলাফল ম্যানিপুলেশন তথা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ক্যু ঘটেছে বলে জনমনে প্রবল সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে।[১০]

সরকারের বিভিন্ন ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ড বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। যার ফলে সরকার পক্ষ থেকে শুরু হয় বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণার পালা। সরকার আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৯৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৭ ধারার (১০) উপধারা (সি) দফায় অর্পিত ক্ষমতাবলে একতা, সাংবাদিক ও আমাদের কথা'র প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং একই আইনের উপধারা (ডি) এর বলে সাপ্তাহিক ঝর্ণার বর্তমান সংখ্যা বাতিল করে।[১১]

শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, "সরকার ও জাতীয় পার্টি এবার শুধু ভোটের কারচুপিই করে নি ভোট ডাকাতিও করেছে।" আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোট মার্চের সাধারণ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও কারচুপির প্রতিবাদে ১৫ই মে হরতাল আহ্বান করে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। এভাবে হরতাল সরকারের স্বেচ্ছাচারী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

৩০শে জুলাই সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ঢাকার ৬৮/২, পুরানা পল্টনস্থ সন্ধানী প্রেস থেকে প্রকাশিত ও জনাব শফিক রেহমান সম্পাদিত যায়যায়দিন ১৯৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৭ ধারার (১) উপধারার (সি) দফার অর্পিত ক্ষমতাবলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকার অভিযোগ করে যে, যায়যায়দিন পত্রিকাটির ২২শে জুলাই সংখ্যার বিভিন্ন নিবন্ধ ও লেখার মাধ্যমে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা ও বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভার ও চিত্রালীর সমস্যার সমাধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বেতন বোর্ড বিরোধী মামলা প্রত্যাহার, নিয়োগপত্র প্রদান করা ও মালিকদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে সারাদেশে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার অবিরাম ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত সংবাদপত্র ধর্মঘট চলে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৮৬ এর ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট ভূক্ত দল সমূহ এই নির্বাচন বয়কট করে। ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করেন। তিনি কর্নেল ফারুককে নির্বচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেন। নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে তিনটি রাজনৈতিক জোট ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে এবং তা সফল হয়। এই সময়ে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির ধর্মঘট চলছিল বলে তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। সাপ্তাহিক বিচিত্রার নিয়মিত সংখ্যায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও হরতাল সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হয়। সামরিক শাসনের অধীনে এই নির্বাচন ছিল প্রকৃত পক্ষে ভোটার বিহীন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সূত্রের বরাত দিয়ে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয় লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ বিপুল ভোটে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৮৭ এর মার্চ মাসে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণীর ৩১ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতির মাধ্যমে দল নিরপেক্ষ অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন যে, "বাংলাদেশ এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। সবচেয়ে যা ভয়াবহ তা হল দেশের প্রায় সকল পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়েছে।" এ থেকে মুক্তির পথ হিসাবে তারা বলেন, "এ নৈরাজ্য থেকে মুক্তির পথ, অবিমিশ্র গণতন্ত্র সন্ত্রাসের মাঝে, মানুষের ভোটধিকার হরণের মাধ্যমে, যে তথাকথিত প্রহসনমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তা হতে দেশকে মুক্ত করতে সংবিধানের পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রকৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এজন্য সংবিধানের অধীনে দল নিরপেক্ষ, চরিত্রবান ব্যক্তি সমন্বয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা সহায়ক হবে। সেই সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে সার্বজনীন গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সর্বনিম্ন সময়ে, দলীয় ভিত্তিতে, সুষ্ঠু, সন্ত্রাসমুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, যে জনপ্রতিনিধিগণ সংবিধান পরিবর্তনের মাঝে যে অগণতান্ত্রিকতা আর্থ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছে তা নিরসন করবেন। রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত এবং সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিমুক্ত করার পদক্ষেপও তারা গ্রহণ করবেন। আমরা মনে করি বর্তমান নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য হতে মুক্তির এটিই একমাত্র পথ।"[১২] সিভিল সমাজকে এ বিবৃতি যথেষ্ট উজ্জীবিত করে। অবশ্য তৎকালীন মন্ত্রী কাজী জাফর বুদ্ধিজীবীদের এ বিবৃতিকে পরস্পর বিরোধী বলে আখ্যা দেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে দুই জোটের হরতাল, মিছিল বা সভাসমিতি কখনও থেমে থাকে নি। যদিও বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল একই কর্মসূচী পালন করছিল, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ বা বিদ্বেষ তাদের কখনই সম্পূর্ণ ভাবে দুরীভূত হয় নি। ছাত্র সংগঠন সমূহও পরস্পরের প্রতি এই একই ধরণের মনোভাব পোষণ করছিল। তবু আন্দোলনে সফলতা অর্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

৭ দল, ৮ দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন জোট ও দলের আহ্বানে ২১শে জুন দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল চলাকালে কোথাও উল্লেখযোগ্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নি। ৭ দলের অন্যতম দাবি ছিল জাতীয় সংসদ বাতিল এবং ৮ দলের অন্যতম দাবি ছিল প্রশাসনের সামরিকীকরণের প্রতিবাদ।

বিরোধী দলীয় সদস্যদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১২ই জুলাই জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ বিল পাশ হয়। এই বিলে জেলা পরিষদ গঠনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তির বিধান থাকে। এর আগের দিন অর্থাৎ ১১ই জুলাই, টঙ্গীতে এক বিশাল সভায় খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, "জেলাপরিষদে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি গ্রহণ সহ প্রশাসনের সামরিকীকরণে সরকারের কোন উদ্যোগ সহ্য করা হবে না।"

বিল উত্থাপনের পর মাত্র চার মিনিটে বিলটি পাশ হয়। বিরোধী দলীয় সদস্যরা এসময়ে ওয়াক আউট করেন। পরদিন এর প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করা হয় এবং তা যথাযথভাবে পালিত হয়। বিরোধী দলগুলির দাবি পরিণত হয় এক দফায় তা হল এরশাদের পদত্যাগ।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন

এরশাদ সরকারের পদত্যাগ দাবি, প্রশাসনের সামরিকীকরণের প্রতিবাদ, হাসপাতালের ফি প্রত্যাহার, রেলভাড়া ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, ইত্যাদি ইস্যুতে ২২টি ছাত্র সংগঠনের ডাকে ১৪ই জুলাই দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে দু'টি সাদা জীপ অস্ত্রধারীদের নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ায় এবং পিকেটারদের উপর হামলা চালায় বলে ছাত্রনেতারা অভিযোগ করেন। হরতাল চলাকালে, ২২টি ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্রনেতৃবৃন্দ প্রয়োজনে অবিরাম হরতাল দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আহ্বান জানায়।[১৩] দেশব্যাপী ৫৪ ঘন্টার অবিরাম হরতাল কর্মসূচীর ব্যাপারে ৮, ৭ ও ৫ দল ১৮ই জুলাই রাতে ঐকমত্যে উপনীত হয়। ২২শে জুলাই ভোর হতে ২৪শে জুলাই জুম্মার নামাজের পূর্ব পর্যন্ত একটানা হরতাল আহ্বান করা হয়।[১৪] ৫৪ ঘন্টার একটানা হরতাল পালিত হয় সারাদেশে। হরতালকালে ৪ জন নিহত, ২ শতাধিক আহত এবং ৭ শতাধিক লোক গ্রেফতার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে ছাত্রসংগঠনগুলির মধ্যে সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এরশাদ ১৯শে আগস্ট জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন, জাতীয় ছাত্র সমাজ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে নিজ নিজ ছাত্র সংগঠন বিলুপ্তির অনুরোধ জানান। তিনি এক পরিসংখ্যানে জানান, ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ এর জুন পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলির পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ৬ জন পথচারীসহ ১২২ জন ছাত্র, আহত হয়েছে ৩৫৮১ জন ছাত্র। ১৪২টি বাস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে এসব সংঘর্ষের কারণে।[১৫] অন্যান্য দলকে তাদের সংগঠন বিলুপ্ত করার অনুরোধ সিভিল সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হিসাবে ধরা হয়।

২৮শে অক্টোবর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া একান্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, ''স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আমরা ১লা এবং ১০ই নভেম্বরসহ আন্দোলনের সকল কর্মসূচীর সাফল্যের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে যাবো। গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ১৯৭১ এর চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের লক্ষ্য। এরশাদের সরকারের পদত্যাগের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য আমরা আহ্বান জানাই।''

এ ঘোষণা সিভিল সমাজকে তুমুলভাবে আলোড়িত করে কারণ সিভিল সমাজের সেই সময় ইচ্ছাই ছিল যৌথ আন্দোলন। ১০ই নভেম্বর ঢাকা অবরোধ ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ২৯শে অক্টোবর ঢাকায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার চেয়ারম্যানদের এক সভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, ''আজ বড় বড় হেডিং হয়েছে দুই নেত্রী এক হয়েছেন। কিন্তু আপনারাই বলুন দুই শূন্য যোগ করলে কি দাঁড়ায়? শূন্য যোগ শূন্য - যোগফল শূন্য।''[১৬] এভাবে সে সময় এরশাদ সরকার জনগণকে বিভিন্ন কৌশলে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন।

৮ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং ৭ দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৯ই নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোনের বাসায় এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। ৫০ মিনিটের বৈঠক শেষে প্রকাশিত এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় এরশাদ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে গণতান্ত্রিক ধারা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই বর্তমান সংগ্রামের লক্ষ্য।[১৭]

সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপক্ষো করে, ১০ই নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী চলাকালে সরকার ঢাকায় আসার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। তা সত্ত্বেও তিন জোটের এই কর্মসূচীতে বিপুল সংখ্যক মানুষ সমবেত হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ৪ জন যার মধ্যে একজন আওয়ামী লীগের কর্মী নূর হোসেন। সাদা রঙে তার বুকে লেখা ছিল ''স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক'' এবং পিঠে লেখা ছিল ''গণতন্ত্র মুক্তি পাক''। ক্রুদ্ধ বেদনার্ত সিভিল সমাজের আর্তনাদ তুলে ধরেন কবি শামসুর রাহমান ''বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'' নামক দীর্ঘ কবিতায়ঃ

Dhaka University Institutional Repository

উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে বুকে পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,
বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয়; বাংলাদেশ
বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তাঁর
বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।[১৮]

শুধু গুলি করে ক্ষান্ত হয় না সরকার, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে বন্দী করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদেরও গ্রেফতার করা হয়। এর বিপরীতে সিভিল সমাজও প্রত্যুত্তর দেয় শুধু হরতাল করে নয়, রেললাইন উপড়ে ফেলে, পুলিশ বক্সে আগুন লাগিয়ে ও মন্ত্রীর বাসা আক্রমন করে। সংঘর্ষ ও নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৩ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বলেন দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সংসদের বিলোপ

৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সরকার উৎখাতের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ ১৯৮৭ এর ২৭শে নভেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সংবাদপত্রের উপর কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়।[১৯] ২৭শে নভেম্বর মধ্যরাত থেকে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জে কারফিউ জারি করা হয়। ২৯শে নভেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত তা একটানা চলে। ২৯শে নভেম্বর বিকাল ৪টায় তা আবার বলবৎ করা হয় এবং তা ৩০শে নভেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত চলে। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা শহরে সরকারি অফিস আদালত ৯টা-২টা খোলা রাখা হয়।

২৮শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ অনিয়মতান্ত্রিক ও অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করা হবে না বলে জানান। তিনি আরও বলেন, "হরতালের জন্য কেন বোমাবাজি? কেন বাস পোড়ানো? কেন অফিস যাত্রী, সরকারি কর্মচারীকে রাজপথে অপদস্ত করা? কেন রেললাইন উপড়ানো?" তিনি বলেন, "অনিচ্ছা সত্ত্বেও জরুরী আইন ঘোষণা করা হয়েছে।"

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ জরুরী ক্ষমতা আদেশের আওতায় জারিকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য সংবাদ মাধ্যমসমূহকে পরামর্শ দেন এবং বিদেশী সাংবাদিক এবং বিদেশী সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিনিধিত্বকারী সকলের জন্য তা প্রযোজ্য করেন। সংবাদপত্রের প্রতি জারি করা সরকারি নির্দেশে বলা হয় যে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য বা কোন সরকারি সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ, মুদ্রণ বা প্রচার করা যাবে না।[২০]

জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পরও সরকারের কর্মকান্ড যাতে কোনভাবে প্রকাশিত না হয় সেকারণে কঠোর বিধিমালা প্রণয়ন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি সরকার দলীয় নেতৃবৃন্দ। তবে সাংবাদিকগণও সেই বিধিমালা মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন নি। জরুরী অবস্থার কারণে সংবাদপত্রে হরতাল, অবরোধ, মশাল মিছিল, ঘেরাও, ইত্যাদি শব্দ লেখা নিষিদ্ধ করায় তারা 'কর্মসূচী' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। পূর্বেও সাংবাদিকগণ এ কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন। এরশাদ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করলে ঐ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক পত্রিকা দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ। তার পদত্যাগ পত্রে সিভিল সমাজের দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে পেশাজীবী শিক্ষিত শ্রেণীর (আইনজীবী, ডাক্তার, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি এবং ছাত্র) দ্বন্দ্ব, আপোষ, আর্তি সবই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তিনি লেখেন, "সরকারের নিপীড়ন নির্যাতন অসহ্য হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত ছাপোষা, নিয়ত ছোটখাটো আপোষ তাকে করতে হয় এবং সেজন্য তিনি অশেষ গ্লানিও বোধ করেন। কিন্তু কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন অন্যায় ও অবিচারের সামনে মাথা নত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, মনুষত্ব আহত হয়। আমরা নৈতিক সংকটের মুখোমুখি হই, বিদ্রোহী হয়ে উঠে অন্তরাত্মা।"[২১]

৩রা জানুয়ারি, ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের ডাকে, ঢাকায় জনসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালনকালে, পুলিশের বাধার মুখে, ২০ ও ২১শে জানুয়ারি দেশব্যাপী ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বাত্মক কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়া হয়। এ উপলক্ষে অন্যান্য কর্মসূচী ছিল - ৫ই জানুয়ারি সারাদেশে, গ্রামে, গঞ্জে, মহল্লায় ও পাড়ায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, ৬ই জানুয়ারি ঢাকাসহ সকল উপজেলায় তিন জোটের কর্মসূচী, ৭ই জানুয়ারি জেলায় জেলায় কর্মসূচী, ৯ই জানুয়ারি ঢাকাসহ সকল উপজেলায় বিক্ষোভ ও ঘেরাও, ১১ থেকে ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত জোটের নেতৃবৃন্দের দেশব্যাপী সফর এবং ১৯শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় সারাদেশে প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী (মশাল মিছিল)।[২২]

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলম্বিত সরকার বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয় ১৯৮৭ এর অক্টোবর থেকে ১৯৮৮ এর মার্চ মাস পর্যন্ত, প্রায় পাঁচ মাস সময়কাল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে প্রায় মাসাধিককাল হরতাল চলে। পাঁচ হাজারেরও অধিক ব্যক্তি কারাবরণ করে। পুলিশি জুলুমে প্রাণ হারায় দুইশ'রও অধিক মানুষ। অগণিত সংবাদপত্র ও

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকী সরকারি রোষে বন্ধ হয়ে যায়। জনসমাবেশ ও জনচলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কোন প্রকার প্রতিবাদ, আন্দোলন বা সমাবেশে দেখামাত্র গুলি চালাবার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রধান বিরোধী নেতৃবৃন্দকে বন্দী বা অন্তরীণ করা হয়। হরতাল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ পাঁচ মাস ব্যাপী দেশের এরূপ অচলাবস্থার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং অর্থনীতিতে ধ্বস নামতে আরম্ভ করে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরের জনগণ সরকারের উপর আক্রোশে ফুঁসতে থাকে।

জোটভূক্ত দলসহ বিভিন্ন দল ও জনগণের প্রতিবাদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সামরিক শাসকগোষ্ঠী ১৯৮৮ এর ২৪শে জানুয়ারি এমন একটি ঘটনা ঘটায় যা চরম ধিক্কারজনক। ঐ দিন ৮ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দসহ শেখ হাসিনার চট্টগ্রাম সফরকালে পুলিশ, আর্মড পুলিশ ও বিডিআর বৃষ্টির মতো অবিরাম ধারায় গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ১১ জন, মারাত্মকভাবে আহত হয় ৫৬ জন যাদের মধ্যে আরও কয়েকজন পরে মৃত্যুবরণ করে। গ্রেফতার করা হয় আরও কয়েকশ' জনকে। ঐ দিন যেখানেই জটলা দেখা যায় সেখানেই পুলিশ বিনা উস্কানিতে গুলি চালায়। অন্যদিকে ছাত্র-জনতা রক্ত দেয়ার জন্য ব্লাড ব্যাংকে ভিড় জমায়।[২৩]

এ ঘটনাকে অনেকে ১৯৭১ এর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করেন। সিভিল সমাজ এতে খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেলেও তাদের দৃঢ়তা কমে নি। মানুষ রাস্তা থেকে নড়ে নি। ৩০শে জানুয়ারি সাম্প্রতিককালের দীর্ঘতম শোক মিছিল রাজপথ পরিক্রমন করে। সমাবেশে তিনটি জোটের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন এবং শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরও সুসংহত করে স্বৈরাচারের পতন ঘটানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। সমাবেশের ঘোষণায় গত তিন মাসে নূর হোসেন সহ আরও ৩৫ জনের প্রাণহানির কথা উল্লেখ করে বলা হয়, "এইসব হত্যাকান্ডকে উন্নয়নশীল দেশের স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা কেবল হৃদয়হীনতা নয়, জাতি ও বিশ্বের জন্য অপমানজনক। সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ, তিনজোটের কাছে গ্রহণ যোগ্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে, নিরপেক্ষতার আইনগত কাঠামোয়, সার্বভৌম সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই বর্তমান সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ।"[২৪]

৮৮ র সংসদ নির্বাচন

সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা বজায় রেখে, জনগণের বাকস্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে, সমগ্র জাতিকে বন্দুকের নলের মুখে জিম্মি রেখে, এরশাদ ১৯৮৮ এর ৩রা মার্চ দেশে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এ নির্বাচনেও পূর্বের ধারা অব্যহত থাকবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে সমগ্র জাতি ও রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করে। ২০শে

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেবার প্রথম দিন বিরোধী দল সর্বাত্মক কর্মসূচী (হরতাল) পালন করে। মনোনয়নপত্র গ্রহণের শেষ দিন ২৩শে জানুয়ারিও হরতাল পালিত হয়।

এভাবে কর্মসূচীর (হরতাল) মাধ্যমে প্রতিবাদ জানালেও এরশাদ কিছু মাস্তান ও সমাজ বিরোধী লোকজন নিয়ে সরকার বিরোধী দল সাজিয়ে, তাদেরকে সরকারি দলের প্রতিদ্বন্দ্বী করে, নির্বাচনী খেলায় অবতীর্ণ হন। প্রহসনের মাধ্যমেই একটি মেকী সংসদ গঠিত হয়। এবার সংসদে জাতীয় পার্টির আসন সংখ্যা ২৫১তে গিয়ে দাঁড়ায়। উপস্থিত বিদেশী সংবাদদাতাদের মতে এই নির্বাচনে পাঁচ শতাংশের ও কম ভোটদাতা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ছিল। দেশী সংবাদ দাতাগণ বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক সংবাদ প্রচারে ব্যর্থ হয়ে ৫ই মার্চ সমগ্র দেশে কর্মসূচী (হরতাল) পালন করেন। সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে ক্রমাগত বিধি নিষেধ আরোপ, সাংবাদিকদের গ্রেফতার ও লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে ৪ঠা মার্চ সাংবাদিক ইউনিয়নের এক যৌথ বর্ধিত সভায়, প্রতীক হিসাবে ৫ই মার্চ কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। ফলে ৫ই মার্চ কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নি। [২৫]

নির্বাচনের পর ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এরশাদ নতুন কৌশল অবলম্বন করে বিরোধী দলসমূহের সাথে নতুন করে সংলাপে বসার ঘোষণা ও বিবৃতি প্রদান করেন। এই সময় প্রকাশ প্রায় যে, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়াও উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তাদের অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা গোপনে, প্রায়ই বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হতেন ও সংলাপ সমঝোতা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতেন। অবশ্য এ সময় সরকারের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মিথ্যা প্রচারণাও চালান হত।

চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন, ২৫শে এপ্রিল, বিরোধী দলগুলির ডাকে দেশ জুড়ে ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। রমজান মাসের এই হরতালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ঢাকা মহানগরী ছিল প্রায় বোমা বিস্ফোরণহীন। আগের রাতেও কোন বোমা ফাটানোর শব্দ পাওয়া যায় নি। ২০ জনকে গ্রেফতারের কথা জানা যায়। ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদে যাতে কোন আইন পাস করা না হয় সেজন্য এই হরতালের ডাক দেয়া হয়।[২৬]

অষ্টম সংশোধনী

১৯৮৮ এর ৭ই জুন সরকার অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে ধর্মপ্রাণ বাঙালী মুসলমানদের প্রিয়ভাজন হবার প্রয়াস চালায়। রাষ্ট্রধর্মসহ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর প্রতিবাদে ১২ই জুন সারাদেশে ৮, ৭ ও ৫ দল সহ অন্যান্য দল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ বলেন, "পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সংগতিবিহীন কোন আইন দেশে কার্যকর করা হবে না।" তিনি বলেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর ও তাঁর রসূলের ধর্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দিয়েছেন।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "কয়েকটি বিরোধী দল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে হরতাল ডেকেছে।"[২৮] এভাবে এরশাদ সরকার সম্ভবতঃ জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে ইসলামকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে, যা তিনি করছেন।

অষ্টম সংশোধনীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রায়ন। ইতিপূর্বে জেনারেল এরশাদ সামরিক আদেশ বলে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি বেঞ্চ স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে অষ্টম সংশোধনীতে বলা হয় যে, রংপুর, যশোহর, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারককে এক একটি স্থায়ী বেঞ্চে মনোনয়ন দেবেন এবং অনুরূপ মনোনয়ন বদলি বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিরূপন করবেন।

অষ্টম সংশোধনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, রাষ্ট্রকে খেতাব, সম্মান, পদক, ভূষণ ইত্যাদি প্রদানের ক্ষমতা প্রদান। মূল সংবিধানে ৩০ অনুচ্ছেদে বিধান ছিল যে, রাষ্ট্র সাহসিকতার জন্য পুরস্কার বা একাডেমিক বিশিষ্টতা ছাড়া কোনরূপ খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ দেবে না। অষ্টম সংশোধনীতে ৩০ অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের কোন নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে খেতাব, সম্মান বা পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের নাগরিকদের নিজ রাষ্ট্রের নিকট হতে খেতাব বা পুরস্কার গ্রহনে কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

প্রায় সকল বিরোধী দল এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অষ্টম সংশোধনীর তীব্র বিরোধিতা করে। এই সংশোধনীর প্রতিবাদে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের আহবানে ১২ই জুন সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সাধারণ যুক্তি ছিল এই যে, ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত, অবৈধ সংসদের সংবিধান সংশোধনের কোন অধিকার নাই। তাছাড়া ৮ ও ৫ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত দলগুলি রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত ঘোষণাকে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার পরিপন্থী বলে মনে করে। এই দলগুলি অভিমত প্রকাশ করে যে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা অবান্তর এবং এর ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত হবে। অপরদিকে আইনজীবী সম্প্রদায় ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনকে বিচার বিভাগের অখন্ডতা ও স্বাধীনতা ধ্বংস করার চক্রান্ত বলে মনে করে এবং এর প্রতিবাদে মাসের পর মাস আদালত বর্জন করে। এমনকি, অনুগত বিরোধী দলও অষ্টম সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে, ১৯৮৯ এর ২রা সেপ্টেম্বর, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত এক রায়ে অষ্টম সংশোধনীর অন্তর্ভূক্ত, হাইকোর্ট বিকেন্দ্রায়ন সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংবিধান-বিরোধী তথা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। তবে অষ্টম সংশোধনীর অন্যান্য ধারা বলবৎ থাকে।

জেনারেল এরশাদ তার শাসনামলে একটি গণভোট, একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, দু'টি সংসদ নির্বাচন ও একাধিকবার স্থানীয় সংস্থাসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এতদসত্ত্বেও তার সরকারের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ, একটি নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে, অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। জনগণের নিকট এরশাদ সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ সমাদৃত হলেও তার প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপই তাকে জনগণের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। এরশাদের রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতা, দূরদর্শিতার অভাব এবং ব্যক্তিগত নৈতিক স্খলন তার সরকারের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে।

চূড়ান্ত আন্দোলন ও এরশাদের পতন

১৯৯০ এর শেষের দিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সরকারের দীর্ঘদিনের অদূরদর্শিতা, অনাচার এবং দূর্নীতির কারণে ১৯৯০ এর প্রারম্ভেই দেশে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে পড়ে। নিজের ক্ষমতার অবস্থান দৃঢ় রাখার লক্ষ্যে এরশাদ অন্যান্য সকল উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করে সামরিক বাহিনী ও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে। পদক্ষেপটি জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তাছাড়া আমদানী ব্যবসায় দুর্নীতি, বিদেশে সম্পদ পাচার, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের বাহুল্য, ইত্যাদির বিপরীতে জাতীয় মূলধনের পরিমান হ্রাস পাওয়ায় দেশের গোটা অর্থনীতিই হুমকির সম্মুখীন হয়। সরকারে ও প্রশাসনে চরম অনিয়ম, দুর্নীতি ও অদক্ষতা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মূল্যমানে বিকৃতি দেখা দেয়। দীর্ঘায়িত এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও দারুণ মন্দা দেখা দেয়।

১৯৯০ এর এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সাহায্য সংস্থার বার্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ দাতাগোষ্ঠীর নানা ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। স্বেচ্ছাচারিতা, দায়বদ্ধহীনতা, অস্বচ্ছতা, দেশ ও জনগণের কাছে অবিশ্বস্ততা, অদক্ষতা, ইত্যাদি কারণে অবৈধ সরকারই যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রীর পদচ্যুতি এবং পরিকল্পনামন্ত্রীর পদত্যাগ সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ এর মাঝামাঝি এরশাদ ঘোষণা করেন যে, আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন এবং কার্যতঃ তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হন। ঐ ঘোষণার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এরশাদ অন্ততঃপক্ষে আরও একটি মেয়াদ (৫ বৎসর) ক্ষমতায় থাকতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় বিরোধী দলগলি নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ৮, ৭ এবং ৫ দলীয় জোট ১৯৯০ এর ১০ই অক্টোবর ঢাকার সচিবালয়ের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘটের যুগপৎ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

১০ই অক্টোবর অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে, পুলিশের সঙ্গে জনতার ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশের গুলীতে একজন ছাত্রসহ অন্ততঃপক্ষে ৫ ব্যক্তি নিহত ও বহু রাজনৈতিক নেতা কর্মী আহত হন। ঐ দিন সরকার বিরোধী ২২টি ছাত্র সংগঠন একত্রিত হয়ে এক সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য (ছাত্র শিবির ছাড়া) গঠন করে এবং এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার করে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সংগঠন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগদান করে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য বিরোধী দলগুলির উপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট আন্দোলনের লক্ষ্য ও ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌছাতে সমর্থ হয়। ১৯৯০ এর ১৯শে নভেম্বর স্বাক্ষরিত তিন জোটের যৌথ ঘোষণায় বলা হয়ঃ

১) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। তারা কেবল একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

২) খাঁটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে এরশাদকে পদত্যাগ করতে হবে। এরশাদ পদত্যাগের পূর্বে তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন এবং এই নূতন উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

৩) উক্ত উপরাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, তিন মাসের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে।

৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকার সার্বভৌম সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৫) রেডিও টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমকে স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দলকে গণমাধ্যমগুলিতে প্রচারণার অবাধ সুযোগ দিতে হবে।

৬) দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করতে হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তিন জোটের যৌথ ঘোষণা আন্দোলনকারী শক্তিসমূহকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে এবং আন্দোলনের প্রচন্ডতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় এরশাদ ২৭শে নভেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এবং সকল রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু ছাত্র-শ্রমিক-জনতা কারফিউ ও জরুরী আইন ভঙ্গ করে দলে দলে রাজপথে নেমে আসে। বিক্ষোভ, হরতাল ও ঘেরাও এর ফলে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। সাংবাদিকদের ধর্মঘটের ফলে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মেডিকেল কলেজের ডাক্তারগণ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ রেডিও টেলিভিশন এর অনুষ্ঠান বর্জন করেন। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করেন। এমন কি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

এমতাবস্থায় এরশাদ ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের ১৫ দিন পূর্বে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাবিত নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেন নি। বিরোধী জোট ও সংগঠনসমূহ এরশাদের এই ঘোষণাকে তার শাসন দীর্ঘায়িত করার একটি অপকৌশল হিসাবে মনে করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। অবিলম্বে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে ৪ঠা ডিসেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। সরকারি কর্মচারীসহ লক্ষ লক্ষ লোক ঐ দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ এতই ব্যাপক ছিল যে, পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর সদস্যরা পিছু হটতে শুরু করে। সেনাবাহিনীও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এরশাদ ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রে অবিলম্বে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর তারিখে উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন। তার স্থলে এরশাদ তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ করেন। সেই দিনই এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং নিজে পদত্যাগ করে বিচারপতি শাহবুদ্দীনের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে এরশাদের দীর্ঘ নয় বৎসরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

১৯৮৩ সালে মজিদ খান প্রণীত শিক্ষনীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ যে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে তা পাঁচ দফার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে তা পরিণত হয় ১৫ দল, ৭ দল এবং জামায়াতে ইসলামীর এক সংঘবদ্ধ, দীর্ঘ আন্দোলনে। ক্রমান্বয়ে তা এরশাদের পদত্যাগের এক দফা দাবির আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে পালিত হয় অসংখ্য হরতাল ও ধর্মঘট। কখনও কখনও হরতাল তার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের গতিকে তরাণ্বিত করে। তবে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর এরশাদ আমলে হরতালের ব্যবহার লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সে ধারা এখনও অব্যহত আছে। সম্ভবতঃ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে, হরতাল যে আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার তার প্রমাণ রাজনীতিকগণকে এর ব্যবহারে উৎসাহ যোগায়।

---

[১] ১৫ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত আওয়ামী লীগ (মিজান) ও আওয়ামী লীগ (গাজী) যথাক্রমে জনদল (পরবর্তীতে জাতীয় পার্টি) এবং আওয়ামী লীগ (হাসিনা) এর সঙ্গে এক হয়ে যায়। সাম্যবাদী দল (তোয়াহা) ও সাম্যবাদী দল (নগেন) একত্রিত হয়ে একটি দল গঠন করে। ন্যাপ (হারুণ) ও জাতীয় একতা পার্টি একীভূত হয়ে ন্যাপ গঠন করে। অপরদিকে আওয়ামী লীগের (হাসিনা) একাংশ পৃথক হয়ে বাকশাল গঠন করে এবং বাসদ দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং মজদুর পার্টি এর একাংশের সঙ্গে একীভূত হয়। ফলে ১৫ দলীয় জোট এক পর্যায়ে ১৩ দলীয় জোটে রূপান্তরিত হয়। পরে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মতপার্থক্যের কারণে ৫টি দল বের হয়ে গেলে তা ৮ দলে পরিণত হয়।

[২] মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ওয়ার্সী প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃঃ ২১-২২

[৩] সংবাদ ২রা নভেম্বর, ১৯৮৩।

[৪] সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২রা ডিসেম্বর ১৯৮৩।

[৫] সংবাদ, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৩।

[৬] সংবাদ, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

[৭] সংবাদ, ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৮৬।

[৮] সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

[৯] সংবাদ, ২২শে এপ্রিল, ১৯৮৬।

[১০] সংবাদ, ৯ই মে, ১৯৮৬।

[১১] সংবাদ, ১৬ই মে, ১৯৮৬।

[১২] দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০শে মার্চ, ১৯৮৭।

[১৩] সংবাদ, ১৫ই জুলাই, ১৯৮৭।

[১৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে জুলাই, ১৯৮৭।

[১৫] মোহাম্মদ হান্নান, *ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ওয়াসী প্রকাশনী, ১৯৮৭ পৃঃ ৬৭।

[১৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৭।

[১৭] দৈনিক ইনকিলাব, ১০ই নভেম্বর, ১৯ ৮৭।

[১৮] শামসুর রাহমান, *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*, একতা, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৮৭।

[১৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮৭।

[২০] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮৭।

[২১] একতা, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৮।

[২২] সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৮৮।

[২৩] আজাদী, ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৮৮।

[২৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৮।

[২৫] সংবাদ, ৬ই মার্চ, ১৯৮৮।

[২৬] সংবাদ, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৮।

[২৭] সংবাদ, ৯ই জুন, ১৯৮৮।

[২৮] সংবাদ, ১১ই জুন, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতালঃ ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০-৩০শে মার্চ ১৯৯৬

গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ঘটে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায়। সেই গণতন্ত্রের রূপরেখা নিয়ে মানুষের মনে কোন দ্বিধা ছিলনা। এরশাদ বিরোধী দূর্বার গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে, ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর এরশাদের পতন ঘটে। দেশের এই পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ৩ জোট এবং আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থিত নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ।

প্রথমে সাহাবুদ্দীন আহমদ উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। নবনিযুক্ত উপরাষ্ট্রপতির নিকট রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ফলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ একাধারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ এর ১৯শে মার্চ পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনা করে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ এর ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কার্যকালের এই সংক্ষিপ্ত সময়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, সংবিধান অনুযায়ী, তিনি ছিলেন একাধারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। দ্বিতীয়তঃ ১৯৯১ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

৯১ র সংসদ নির্বাচন

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন যে তার মূল কাজ হবে অতি শীঘ্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রত্যার্পণ। তিনি সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ এর ১৪ই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। প্রথমে ১৯৯১ এর ২রা মার্চ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে এই তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন করে ১৯৯১ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি, বুধবার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। সংবিধান মোতাবেক ১৯৯১ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদে ৩০০টি আসনে মোট ২৭৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১৯৯১-এর নির্বাচনে সাংবিধানিক প্রশ্ন প্রধান ইস্যু হিসাবে উপস্থাপিত হয়। ৮ ও ৫ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত দলগুলি ১৯৭২ এর সংবিধানের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের অঙ্গীকার করে। অপরদিকে, বিএনপি তার নির্বাচনী ঘোষণায় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন অঙ্গীকার করে নি। দলনেত্রী খালেদা জিয়া বলেন, "নির্বাচিত সংসদই সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।" জামায়াতে ইসলামী তার নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে সংবিধান সংশোধন করে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করে, কিন্তু সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলে নি। তবে জামায়াতে নেতৃবৃন্দ তাদের নির্বাচনী বক্তৃতায় সংসদের নিকট জবাবদিহিমূলক সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। একমাত্র এরশাদের জাতীয় পার্টি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।

নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। বিএনপি ৩০.৮১ শতাংশ ভোট ও ১৪০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। আওয়ামী লীগ ৩০.০৮ শতাংশ ভোট পেলেও ৮৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ ছাড়া ৮ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত দলগুলির মধ্যে বাকশাল ৫টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ১টি ও গণতন্ত্রী পার্টি ১টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি প্রায় ১২ শতাংশ ভোট ও ৩৫টি আসন সহ সংসদের তৃতীয় দলের মর্যাদা লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী ১২.১৩ শতাংশ ভোট পেলেও আসন পায় মাত্র ১৮টি। পাঁচ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত দলগুলির মধ্যে একমাত্র ওয়ার্কার্স পার্টি একটি আসন লাভ করে (রাশেদ খান মেনন)। এই জোটের প্রাপ্ত ভোট ছিল মাত্র ১.১৮ শতাংশ। অন্য যে সব দল সংসদে আসন লাভে সমর্থ হয় সেগুলি হল, জাসদ ১টি (শাজাহান সিরাজ), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি (সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী) ও ইসলামী ঐক্যজোট ১টি। ১৯৯১ এর নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বলে সর্বজনস্বীকৃত হয়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান ও সার্কভূক্ত দেশগুলি হতে আগত পর্যবেক্ষকগণ ১৯৯১ এর নির্বাচনকে অনন্য ও চমৎকার বলে বর্ণনা করেন।

কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির মধ্যে একটি গোপন সমঝোতা হয় এবং সরকার গঠনের প্রশ্নে জামাত বিএনপিকে সমর্থন দান করায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯শে মার্চ বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দান করেন। ২১শে মার্চ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সরকারি ভাবে পঞ্চম সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ঘোষণা করা হয়। গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সূচনাতেই সরকার গঠনের মত দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা কারোই না থাকায়

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াতের নিঃশর্ত সমর্থনের উপর ভিত্তি করে ১৯শে মার্চ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৩১ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ১৯৯১ এর ৫ই এপ্রিল পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই এপ্রিল জাতীয় পার্টির নেতা জেনারেল এরশাদকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগ পর্যন্ত গুলশানের একটি বাড়ীতে তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়।

খালেদা জিয়ার শাসনামলের শুরু থেকেই একের পর এক বহু মাত্রিক দাবি দাওয়া, শাসন পদ্ধতি পরিবর্তন, ঐকমত্যের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা, ইনডেমনিটি বিল, শিক্ষাঙ্গণ সন্ত্রাস, স্বাধীনতার সপক্ষ ও বিপক্ষ, স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্ক, শ্রমিক কর্মচারী স্কপ, প্রকৃচি, পেশাজীবী-শিক্ষক-চিকিৎসক আন্দোলন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, পদত্যাগ, ইত্যাদি দাবিতে লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও আন্দোলনের ফলে ১৯৯৬ এর ৩০শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন। এরপর ১৯৯৬ এর ২৩শে জুন পর্যন্ত ছিলেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৬এর ৩০শে মার্চ পর্যন্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে মোট হরতাল হয়েছে ৪১৬ দিন। এর মধ্যেঃ

জাতীয় পর্যায়ে	৮১টি
ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে	৬৯টি
স্থানীয় পর্যায়ে	২৬৬টি
মোট	৪১৬ টি

মোট ৪১৬ দিন হরতালের মধ্যে-	
পূর্ণ দিবস পালিত হরতাল	১৫৫ দিন
অর্ধ দিবস পালিত হরতাল	২২৩ দিন
বিস্তারিত জানা যায় নি এমন হরতাল	৩৮ দিন

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে একটানা বা লাগাতার হরতাল হয়েছে ২৪, ৩০, ৩২, ৪৮, ৭২ ও ৯৬ ঘন্টার। কয়েকটি টানা অর্ধ দিবস হরতালও রয়েছে। তবে জাতীয় পর্যায়ে ৮১ দিন হরতালের মধ্যে ২১ দিনই হচ্ছে এর ৭ই জানুয়ারি থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত সময়কালে। ১৫ই ফেব্রুয়ারির প্রহসন মূলক নির্বাচনের প্রতিবাদে এই সময়ে এসব হরতাল বা হরতাল সমতুল্য অসহযোগ কর্মসূচী পালিত হয়। এগুলি বাদ দিলে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে জাতীয় পর্যায়ে ৬০ দিন হরতাল হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা

১৯৯১ এর সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে প্রকৃতপক্ষে দেশ গণতান্ত্রিক শাসনের (Democratic governance) পথে পরিচালিত হতে থাকে। বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী আইন পাশের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ এর ৬ই আগস্ট পর্যন্ত বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ এবং উপরোক্ত সময়ে কৃত এবং গৃহীত কাজকর্ম বৈধ বলে স্বীকৃত হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে তার পুনরায় স্বীয় পদে ফিরে যাবার পথ প্রশস্ত করা হয়। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বৎসর পরে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।

১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে, ১৯শে নভেম্বর তিন জোটের যৌথ ঘোষণায় সার্বভৌম সংসদ গঠনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ১৯৯১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। নির্বাচনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দল সংসদের ভিতরে ও বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

১৯৯১ এর ৬ই আগস্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর একটি অবিস্মরণীয় দিন, যে দিন বিশেষ ইস্যুকে কেন্দ্র করে জাতীয় পরিষদে সরকারি দল ও বিরোধী দলের হৃদ্যতাপূর্ণ সহঅবস্থান সমগ্র দেশবাসীকে আনন্দে উদ্বেলিত করে। জনগন মনে মনে এরূপ আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে যে, সেদিন আর দূরে নয় যেদিন পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের সংসদীয় সরকারের মত সরকারি দল ও বিরোধী দল, জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে, একে অপরের পরিপূরক হিসাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করবে। এই দিন, এক আনন্দঘন পরিবেশে, সকল দলের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে দ্বাদশ সংশোধনী আইন এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই বিলের পক্ষে ৩০৭টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে কোন ভোট পড়ে নি।

কোন রাষ্ট্রের সরকার গণতান্ত্রিক কিনা তা সে দেশের সরকারের কার্যক্রমের বিশ্লেষণেই অনুধাবন করা যায়। গণতন্ত্র জনগণের কল্যাণার্থে চালিত এক সুশাসন যা মানুষ একান্তভাবে কামনা করে। এরূপ শাসন সাংবিধানিক শাসন নামেও অভিহিত। যেহেতু দ্বাদশ সংশোধনী বিলটিতে সংবিধানের ৪৮, ৫৬ ও ১৪২ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংশোধনের প্রস্তাব ছিল, সুতরাং রাষ্ট্রপতি বিলটিকে ১৪২(৬) অনুচ্ছেদের বিধানবলে গণভোটে পেশ করেন। ১৯৯১ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর সারাদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে প্রদত্ত ভোটের ৮৪.৩৮ শতাংশ বিলের পক্ষে পড়ে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে গণভোটের ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হয়। ফলে ঐদিনই সংবিধানের ১৪২ (১গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে বলে ধরা হয় এবং বিলটি দ্বাদশ সংশোধনী আইনে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গণভোটের ফলাফল অনুযায়ী পরের দিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসাবে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে একটি নতুন মন্ত্রিসভা, নতুন পদ্ধতির অধীনে শপথ গ্রহণ করে। তবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকেন। কারণ নতুন পদ্ধতির অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য একারণে দ্বাদশ সংশোধনীতে উল্লেখ ছিল যে, সংসদীয় পদ্ধতির অধীনে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৯৯১ এর ৮ই অক্টোবর সংসদীয় পদ্ধতির অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। দ্বাদশ সংশোধনীতে বিধান করা হয় যে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে সংসদ সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। তদানুসারে, ১৯৯১ এর ১৪ই আগস্ট সংসদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন গৃহীত হয় এবং তাতে সংসদ সদস্যদের প্রকাশ্য ভোটদানের বিধান করা হয়। তদুপরি, ২৮শে সেপ্টেম্বর জারিকৃত এক অধ্যাদেশে (অধ্যাদেশ নং-৩৩) বলা হয় যে, কোন সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তার নিজ দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দিলে তিনি তার সদস্যপদ হারাবেন। বিরোধী দলসমূহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, তথা প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি, ও উপরোক্ত অধ্যাদেশকে মৌলিক অধিকার খর্বকারী ও সংবিধানের পরিপন্থী বলে তীব্র সমালোচনা করে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এক রীট আবেদন দাখিল করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রার্থনা করে।

বিরোধী দলসমূহের তীব্র বিরোধিতা ও আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে সরকার ১৯৯১ এর ৩রা অক্টোবর ৩৩ নং অধ্যাদেশটি বাতিল করে, তবে প্রকাশ্য ভোটদানের বিধান বহাল থাকে। এদিকে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৭ই অক্টোবর প্রদত্ত এক রায়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিতের আবেদন নাকচ করে দেয়। ফলে পূর্বে নির্ধারিত ৮ই অক্টোবর তারিখেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯২ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত হাইকোর্ট বিভাগের অপর এক রায়ে ১৯৯১ এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, তথা প্রকাশ্য ভোট দানের বিধান, বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী ছিলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস, যিনি পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন। অপর পক্ষে, আওয়ামী লীগ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে বিরোধী দলীয় প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দান করে। তবে গণতন্ত্রী পার্টি ছাড়া কোন দলই বিচারপতি চৌধুরীকে বিরোধী দলের প্রার্থী হিসাবে গ্রহণ করে নি। কিন্তু তারা অন্য কোন প্রার্থীও দাঁড় করান নি।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস দু'জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট সহ মোট ১৭২টি ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বিচারপতি চৌধুরী ৯২টি ভোট পান। জাতীয় পার্টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে এবং জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), জাসদ (সিরাজ), ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট ভোট দানে বিরত থাকে। আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯১ এর ৯ই অক্টোবর বাংলাদেশের দ্বাদশ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১০ই অক্টোবর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন প্রধান বিচারপতির পদে প্রত্যাবর্তন করেন। এইভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন সম্পন্ন হয়।

আবারও আন্দোলন

সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর। ১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয়ী হয়ে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা লাভ করেন। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল ভবিষ্যতে নির্বাচনের এই সুষ্ঠু ধারা অব্যাহত থাকবে কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। ১৯৯১ এর ১১ই সেপ্টেম্বর ১১টি নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপনির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস, হাঙ্গামা ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অতঃপর ঢাকার মিরপুর নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেও শাসক দল, বিএনপি, ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করে বলে অভিযোগ উঠে।

আবারও শুরু হয় আন্দোলন। মিছিল, মিটিং হরতালের মাধ্যমে বিরোধী দল প্রতিবাদ শুরু করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ৬ই সেপ্টেম্বর মানিক মিয়া এভিনিউতে এক বিশাল জনসভায় বলেন যে, ''আমরা জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে চাই। সরকারের সহযোগিতা আশা করছি। সরকার যেন এমন কিছু না করেন যাতে আন্দোলনে নামতে হয়।'' [১]

এর পরই ১১ই সেপ্টেম্বর বেলা ২টা ৪০ মিনিটে গ্রীন রোডস্থ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভোটকেন্দ্রের সামনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে একদল সন্ত্রাসী গুলি বর্ষণ ও ব্যাপক বোমাবাজি করে। সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান বলে আওয়ামী লীগ অভিযোগ তোলে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা এবং বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে। হরতালের সময় ঢাকা ও চট্টগ্রামে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, বোমাবাজি এবং পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে। এতে ২৫ জন আহত হয়। হরতালের সময় রাজধানীতে দোকানপাট ও বেসরকারি অফিস মোটামুটি বন্ধ ছিল, সরকারি অফিস আদালত ও

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক খুললেও তেমন কোন কাজ হয় নি। বন্যাদূর্গত এলাকা হিসাবে দিনাজপুর, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পঞ্চগড়, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি জেলাগুলি হরতালের আওতার বাইরে রাখা হয়।[২]

২৭শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর এটাই ছিল প্রথম জাতীয় ভাবে পালিত হরতাল। এর আগেও হরতাল পালিত হয়েছে কিন্তু তা দেশব্যাপী ছিল না। অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের খবর প্রকাশিত হতে থাকে। ২০শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন যে, দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত পত্র পত্রিকাগুলির খবর সত্য নয়। ২৩শে অক্টোবর জাতীয় সংসদে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উপর পাল্টাপাল্টি বক্তব্য প্রদানকালে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন। বিএনপি শাসনামলে বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন থেকে এই প্রথম ওয়াক আউট করে।[৩]

৬ই ডিসেম্বর স্বৈরাচার পতনের দিবসে আওয়ামী লীগের সমাবেশে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল আহ্বান করা হয়। এর পরদিন ৯ই ডিসেম্বর উপজেলা চেয়ারম্যানরা ঢাকা ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল আহ্বান করে। উপজেলা পদ্ধতি বাতিলের প্রতিবাদে এবং এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে তারা এ হরতাল ডাকে। এরই মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে আসছিল। পাটকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ এবং রাষ্ট্রায়াত্ত সূতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন তাদের ৮ ও ৬ দফা আদায়ের লক্ষ্যে ২২শে ডিসেম্বর ভোর ৬টা থেকে ৭২ ঘন্টা সর্বাত্মক ধর্মঘট ও রাজপথ রেলপথ অবরোধের কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৪]

জামায়াতে বনাম নির্মূল কমিটি

২৯শে ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী তাদের দলের প্রধান হিসাবে গোলাম আযমের নাম ঘোষণা করলে রাজনীতিতে নতুন উপসর্গের জন্ম হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ এখনও একটি প্রিয় এবং স্পর্শকাতর বিষয়। কেউ বলে, কুড়ি বছর পরে রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা ভেদাভেদ নেই, সবাই এক। কেউ বলে রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা ভেদাভেদ থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। কেউ বলে রাজাকারদের ক্ষমা করে দেয়ার কথা, কেউ বলে শত শত বছর পরেও রাজাকারদের বিচার করবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সরকারি দলীয় সংসদ সদস্য, বিএনপি নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা, কর্নেল আকবর বলেন, ''রাজাকারেরা দেশ গঠনে অংশ নেবে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা যদি মনে করে তাও দরকার নেই, তাহলে রাজাকারেরা তা থেকেও বিরত থাকবে।''[৫] বাংলাদেশে রাজাকারদের রাজনীতি করারও বিরোধিতা করেন তিনি। এসব নানা টানাপোড়নে সরকার ছাড়াও খালেদা জিয়ার শাসনামলে 'গণতন্ত্র' ছিল রাজনীতির অন্যতম বিষয়। দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশ ও ভারসাম্যেও 'গণতন্ত্র' বিষয় হিসাবে ছিল সকলের মুখে মুখে।

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম আযমকে জামায়াতের আমীর করা নিয়ে স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলি বছরের প্রথম থেকেই প্রতিবাদে সভা-সমাবেশ করতে থাকে। গড়ে উঠে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এদিন আরও একটি সংগঠন গড়ে উঠে। এর নাম দেয়া হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। পরবর্তীতে এ দু'টি কমিটি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠে জাতীয় সমন্বয় কমিটি যার আহবায়িকা হন মুক্তিযুদ্ধের শহীদ রুমির মা জাহানারা ইমাম।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রেসক্লাবে তাদের প্রথম গণসমাবেশ করে ১লা মার্চ। এই সভা থেকে গোলাম আযমের বিচারের জন্যে একটি গণ আদালত গঠন করার ঘোষণা দেয়া হয়। ১৭ই মার্চ গণআদালত গঠিত হয় এবং আদালতের নিয়ম অনুযায়ী কেন যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে বিচার করা হবে না তার কারণ জানানোর জন্যে গোলাম আযমের কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমন পাঠানো হয়। এ কমিটির উদ্যোগে ২৮শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গোলাম আযমের বিচারে বসা গণআদালত থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতার জন্য তাঁর অপরাধ মৃত্যুদন্ড সমতুল্য হিসাবে ঘোষণা দিয়ে সরকারকে এ রায় কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়। এর আগেই সরকার ২৪শে মার্চ গোলাম আযমকে ফরেনার্স এ্যাক্ট এর আওতায় গ্রেফতার করে। তাকে ৩০ দিনের আটকাদেশ দিয়ে রাত ১২-১০ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

জামায়াতে ইসলামী এই রায় প্রত্যাখ্যান করে বলে এটি একটা প্রহসন। সরকারি উদ্যোগে সংবিধান লংঘনের অভিযোগে গণ আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। সমন্বয় কমিটির আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলেও এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠে ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি এবং যুবকমান্ড। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয় প্রকাশ্যে। আইন শৃঙ্খলারও অবনতি ঘটে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হয়। গণ আদালতের রায় কার্যকরের জন্য সমন্বয় কমিটির আন্দোলন অব্যহত থাকে। তাদের বিরোধী শক্তিও সংগঠিত হয়ে সভা সমাবেশ হরতাল করতে থাকে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের ডাকে ২৮শে মার্চ খুলনা মহানগরীতে আংশিক অর্ধদিবস হরতাল পলিত হয়। সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত মূল শহর এলাকার দোকানপাট বন্ধ থাকে। শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ১২ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[৬] বাংলাদেশে প্রথম অরাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগে, গণ আদালতের রায় বাস্তবায়ন এবং জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবিতে, ১৮ই মে খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় ২০শে জুন জামায়াতে ইসলামী ও ফ্রীডম পার্টির মিলিত সংগঠন যুবকমান্ডের ডাকে হরতাল পালিত হয়। তাদের দাবি ছিল একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির লোকজন ভারতীয় দালাল এবং এদের নিষিদ্ধ করতে হবে। এছাড়া তারা ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যারা গণআদালত গঠন করেন, তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা যাবেনা, এই দাবি করে। এ দিন যুবকমান্ড শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও সহিংসতা চালায়। তারা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অফিসে হামলা চালায়। মতিঝিলে কয়েকটি গাড়ী ভাংচুর করলে একজন নিহত হয় এবং সহিংসতায় শহরে ২০০ জনের ও বেশী আহত হয়।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি দাবি করে যে, পরদিন, ২১শে জুন তাদের ডাকে আহুত হরতাল বানচাল করার জন্যে জামায়াতে ইসলামী ও যুবকমান্ড এই হরতালের ডাক দেয়। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ডাকে ২১শে জুন সকাল-সন্ধা হরতাল পালিত হয়। হরতাল সারাদিন শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলে, কিন্তু সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ করেই পুলিশ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের উপর হামলা চালায়। এলোপাতাড়ি ছোড়া টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ এবং গুলি বর্ষণের ফলে ২০০রও বেশি মানুষ আহত হয়। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের ডাকে পরদিন, ২২শে জুন, সারা দেশে প্রেসক্লাবে পুলিশের অকারণ হামলার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়।

এভাবে ধর্মঘট ও হরতাল দিনে দিনে প্রতিবাদের কার্যকরী কৌশল হিসাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার স্থান করে নিতে থাকে। চলমান আন্দোলনে আহুত হরতাল অনেক সময় ত্রাস সৃষ্টি করে, জনমনে ভীতির সঞ্চার করে, জনগণকে হরতাল পালনে বাধ্য করে। যদিও হরতাল পালন করা না করাটা পুরোপুরি জনগণের নিজস্ব সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, তবুও যখন নিরাপত্তাহীন জনগণ ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না, হরতাল আহ্বানকারীরা দাবি করেন যে হরতাল পালিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, যে কেউ ডাকলেই যে হরতাল আংশিক ভাবে হলেও পালিত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৬ই নভেম্বর কক্সবাজারে পালিত হরতালের ঘটনায়। ১৯৯২ এর ৬ই নভেম্বর ভোরের কাগজের একটি প্রতিবেদন ছিল যে, কেউ জানে না কারা আহ্বান করেছে, তবুও ৬ই নভেম্বর কক্সবাজারে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। এই দিন যানবাহন চলেনি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলেনি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, সরকারি অফিসে উপস্থিতি থাকে কম। আগের দিন ১২ ঘন্টা হরতালের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কারা ডেকেছে সে হরতাল তা কেউ বলতে পারে নি।

৯ই জুলাই আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের এক জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আইনের শাসন কায়েম, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চির অবসান এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে আওয়ামী লীগ ১৫ই আগস্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালন করবে। এটি ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা দিবস, ১৫ই আগস্টের প্রথম হরতাল আহ্বান।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননকে ১৭ই আগস্ট হত্যা করার একটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জনাব মেনন ঘাতক নির্মূল কমিটির একজন প্রবক্তা ছিলেন। ২০শে আগস্ট ৫ দল, আওয়ামী লীগ, পিডিএফ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের ডাকে সারাদেশে মেনন হত্যা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে, ৪ দফা দাবিতে, ৮ই নভেম্বর ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ডাকা এই হরতাল ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষ হয়। হতাহত হয় ৫০০ জন। সচিবালয়ে কোন কাজ হয় নি। হরতালের সময় রাজধানী মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। প্রেসক্লাবের সামনে বেশ কয়েকটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মার্চ গণআদালতে ঘোষিত গোলাম আযমের ফাঁসির রায় কার্যকর করা, জামায়াতে ও শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং জাহানারা ইমামসহ ১৪ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এই হরতাল ডাকা হয়। হরতালের সময় কয়েকটি বিআরটিসি বাস চালানোর চেষ্টা হলে পিকেটাররা তাতে বাধা দেয় এবং ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। বিকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এক বিশাল সমাবেশে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম বলেন যে, "৩০ লাখ শহীদের মায়ের বুকে ২১ বছর পরও শোকের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।"[৯]

১৯৯২ এর অধিকাংশ সময়েই গোলাম আযমের বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডে রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিবৃতি, প্রতিপক্ষের পাল্টা বিবৃতি, এভাবেই কাটে মোটামুটি পুরো বছর। ইতিমধ্যে ভারতে উগ্র হিন্দু মৌলবাদীরা বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলায় নির্মূল কমিটি তাদের দাবির সাথে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার প্রতিবাদও সংযুক্ত করে।

বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার প্রতিবাদে এবং গোলাম আযমের বিচারসহ ৪ দফা দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানে ৮ই ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকা সহ দেশের সর্বত্র সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে একই সময়ে হরতালের ডাক দেয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণে কমপক্ষে ২০০ লোক আহত হয়। ঢাকায় মৌলবাদীরা জঙ্গী মিছিল করে। তাদের একটি দল পুরানা পল্টনস্থ কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

১০ই ডিসেম্বর ঢাকায় পালিত হয় প্রতিবাদের আরেক রূপ, 'মানব বন্ধন' কর্মসূচী। রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র, যুবক, নারী, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে এই অনন্য মানববন্ধন রচনা করে। একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালতের রায় কার্যকর করা, জামায়াতে ও শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, শহীদ জননী

Dhaka University Institutional Repository

জাহানারা ইমামসহ ২৪ জন বরেণ্য নাগরিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা, দেশব্যাপী সমন্বয় কমিটি সহ সকল প্রগতিশীল শক্তির উপর পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করা ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবিতে এ অভিনব বিক্ষোভ পালিত হয়।[১০]

বাবরী মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মপন্থী রাজনীতিকগণ আন্দোলনে নেমে পড়ে। খেলাফত মজলিসের প্রধান জনাব মওলানা আজিজুল হক ভারতের অযোধ্যা অভিমুখে ৪ই জানুয়ারি লং-মার্চ এর এক কর্মসূচী দেন। তিনি শত শত মানুষের ট্রাক মিছিল নিয়ে সীমান্ত জেলা যশোরে পৌছান। এই সময় পুলিশ ও বিডিআর গুলি চালালে ৩ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। এর প্রতিবাদে মাওলানা আজিজুল হক শোক দিবস পালন করেন। ৫ই জানুয়ারি যশোরে এক সমাবেশে মাওলানা আজিজুল হক নিহতদের জন্যে সরকারের কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করেন। অন্যদিকে ঝিকরগাছা থানার পুলিশের সাবইন্সপেক্টর, পুলিশের প্রতি বোমা নিক্ষেপ ও অগ্নি সংযোগের অভিযোগে মওলানা আজিজুল হকের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করেন।[১১]

ব্যাপক সংঘর্ষ, গোলাগুলি, বোমাবাজি, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের মধ্য দিয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ আহুত হরতাল পালিত হয়। পুলিশ ভ্যানে চাপা পড়ে একটি শিশু প্রাণ হারায়। গুলি ও বোমায় আহত হয় শতাধিক। একই দিনে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঘন ঘন হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচী প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান।

১৯৯৩ এর ২২শে এপ্রিল, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি, আনোয়ারুল হক চৌধুরী এক জনাকীর্ণ আদালতে, পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে, জামায়াতে ইসলামী আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। প্রদত্ত রায় অনুসারে গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। বিচারপতি রায়ে বলেন ১৯৯২ এর ২৩শে মার্চ অধ্যাপক গোলাম আযমকে বিদেশী বলে ঘোষণা এবং তাঁকে বহিস্কার সংক্রান্ত আদেশ অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত। তিনি বলেন যে, ১৯৭৩ এর ১৮ই এপ্রিল অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের বিজ্ঞপ্তিটি আইনের দৃষ্টিতে বাতিল ছিল। কারণ তার নাগরিকত্ব বাতিলের পূর্বে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন প্রকার সুযোগ দেয়া হয় নি।[১২]

২৫শে এপ্রিল যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে, সচিবালয়ের চারদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহবানে অগ্রসরমান বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার সাথে পুলিশ ও বিডিআর এর তিন চার ঘন্টাব্যাপী তুমুল সংঘর্ষে, রাজধানীর কেন্দ্রস্থল এক যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে। শহরের কেন্দ্রস্থলে দোকানপাট ও বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকে। পুলিশের রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস এবং প্রতিপক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচন্ড শক্তিশালী কৌটাবোমার বিস্ফোরণে রাজধানীর কেন্দ্রস্থল প্রকম্পিত হয়। আহতের সংখ্যা ছিল ৩ শতাধিক। তার মধ্যে পুলিশের সিপাহী ও অফিসার রয়েছে।[১৩] এই সময় সরকার সারাদেশে সভা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে থাকে।

১৯৯৩ এর ২২শে মে, ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির এক সভায়, ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম বলেন, ''হরতাল ধর্মঘট বন্ধ করতে না পারলে বিদেশী বিনিয়োগ তো দূরের কথা, দেশী বিনিয়োগও ক্রমশঃ কমে যাবে। এই নেতিবাচক তৎপরতা থেকে বিরত থাকতে না পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'' এ সময় ঘন ঘন হরতাল ডাকার ফলে বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ কিছুটা সমালোচনার সম্মুখীন হয়। জনমনে কিছুটা হলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

নির্বাচনে কারচুপি ও অন্তর্বর্তীকালীন তত্বাবধায়ক সরকারের দাবি

১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনটি ছিল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সর্বাপেক্ষা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এই নির্বাচন প্রমাণ করে যে, সরকার নিরপেক্ষ ও আন্তরিক হলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। ফলে জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয় কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সে আশা পূরণ হয় নি।

বিএনপির সংসদ সদস্য হারুন মোল্লার মৃত্যুতে মিরপুরে ঢাকা-১১ নম্বর আসনটি শূন্য হলে, ১৯৯৩ এর ৩রা ফেব্রুয়ারি এই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলে বিরোধী দল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির অভিযোগ আনে এবং নির্বাচনী রায় ঘোষণার প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা-১১ আসনের অন্তর্গত সমগ্র এলাকায় অর্ধদিবস, ৬ই ফেব্রুয়ারি সমগ্র ঢাকা শহরে অর্ধ দিবস এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি সমগ্র দেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে।

১৯৯৩ এর ২৬-২৭শে অক্টোবর, ঢাকায় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, দু'দিনব্যাপী আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সমাপনী দিন, ২৭শে অক্টোবর এক বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, আওয়ামী লীগ পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবি জানাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৯৩ এর ২৮শে অক্টোবর, বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল সংসদে উত্থাপনের নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত বিলে দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে, দল নিরপেক্ষ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে, একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সেই বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নজির স্থাপন করে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনে। সেই আস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা এবং নির্বাচনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব মুক্ত রেখে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যক।

১৯৯৪ এর জানুয়ারি মাসে দেশের চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি মনোনীত ৪ জন মেয়রই পদত্যাগ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনকে অবাধ করার লক্ষ্যে এটা ছিল প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই নির্বাচনে প্রধান দু'টি সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা মেয়র ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিশনার পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু বিএনপি এ নির্বাচনের ফলাফল উন্মুক্ত চিত্তে মেনে নিতে পারে নি। নির্বাচনের পরদিন বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকগণ ঢাকার লালবাগের নবাবগঞ্জে, প্রকাশ্য দিবালোকে আওয়ামী লীগ মিছিলে গুলি করে ৭ ব্যক্তিকে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারি লালবাগ থানা এলাকায় অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হয়। সকাল ১১টার দিকে হাজার হাজার মানুষ নিহতদের নামাজে জানাজা আদায় করে। পরে বিশাল শোক মিছিল বের হয়। লালবাগ ছাড়াও কোতোয়ালী থানার অনেক এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিলে লালবাগের বিভিন্ন রাস্তা সারাদিন ছিল লোকে লোকারণ্য।[১৪]

অতঃপর, ১৯৯৪ এর ২০শে মার্চ মাগুরা-২ সংসদীয় আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দু'টি প্রধান নগরের মেয়র পদে পরাজয়ের পর, বিএনপি ক্ষীয়মান দলীয় ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য যে কোন মূল্যে মাগুরা উপনির্বাচনে জয় লাভ রাজনৈতিকভাবে অপরিহার্য বলে মনে করে এবং সেই লক্ষ্যে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর মাগুরা জেলা এবং সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সহ রেকর্ড সংখ্যক মন্ত্রী ও বিএনপি সংসদ সদস্য নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করেন। অপরদিকে মাগুরা-২ আসনটি ছিল আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি। ১৯৫৪ এর নির্বাচন থেকে ১৯৯১ এর নির্বাচন পর্যন্ত (এরশাদ আমলের ভোটার বিহীন নির্বাচন ব্যতীত) এই আসনটি আওয়ামী লীগের দখলে ছিল। সুতরাং আওয়ামী লীগও তা হাত ছাড়া করতে প্রস্তুত ছিল না।

এমতাবস্থায় এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলগুলি নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না বলে আশংকা প্রকাশ করে। তারা অভিযোগ করে যে, নির্বাচনী এলাকায় মন্ত্রীগণ উপস্থিত থেকে প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারসহ

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ভাবে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের (যারা সাধারণতঃ আওয়ামী লীগ সমর্থক বলে পরিচিত) ভীতি প্রদর্শন করছেন। এমতাবস্থায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বিচারপতি আব্দুর রউফ, উচ্চপদস্থ নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ নিজে নির্বাচন তদারকির উদ্দেশ্যে ভোট গ্রহণের পূর্বদিন (১৯শে মার্চ, ১৯৯৪) মাগুরা গমন করেন। তিনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং প্রস্তাব দেন যে, নির্বাচনী এলাকার প্রত্যেক ইউনিয়নে তদারকির জন্য একটি করে পরিদর্শক টীম গঠন করা হবে এবং প্রত্যেক টীমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৫টি দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু বিএনপি পরিদর্শক টীমে তার প্রতিনিধি দিতে রাজী না হওয়ায় ঐ প্রস্তাব কার্যকর হয় নি ।

এই অবস্থায় বিরোধী দলগুলির অনুরোধ সত্ত্বেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর সহকর্মীবৃন্দ সহ সেই দিনই মাগুরা ত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। বিচারপতি রউফ তাঁর মাগুরা ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করা যায় না। আমি চাই না যে, আমার উপস্থিতিতে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটুক এবং আমি তার দায় দায়িত্বও গ্রহণ করতে চাই না।"[১৫]

এই উপনির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট এই পাঁচটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সকল বিরোধী দল নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে এবং ঐ উপনির্বাচন বাতিলের জোর দাবি জানায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বিএনপি প্রার্থীকে জয়ী বলে ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে বিরোধী দল সমূহের ডাকে ২৩শে মার্চ দেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

৭ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালনকালে পুলিশের নির্যাতন, সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১০ই এপ্রিল দেশব্যাপী সকাল সন্ধা হরতাল আহবান করে।

মাগুরার উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতি, ঐ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ এবং ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে জাতীয় পার্টি ২৬শে এপ্রিল সারাদেশে হরতাল আহবান করে। এভাবে হরতালের মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি বার বার সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরোধিতা করে চলে কিন্তু সরকার হরতালে বাধাদান ছাড়া সমস্যা সমাধানে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়না। ফলে চলতে থাকে হরতালের পর হরতাল। তবে ১৯৯৪ এর ১০ই এপ্রিল, বিদেশী অতিথিদের উপস্থিতিতে, যমুনা সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনটিতে বিরোধী দল হরতাল ডেকে সমালোচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিপূর্বে ১৯৯৪ এর ১লা মার্চ, ক্ষমতাসীন দলের একজন মন্ত্রী সংসদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে কটাক্ষপূর্ণ উক্তি করলে সকল বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদ হতে ওয়াক আউট করেন এবং এর পর তারা এই সংসদে আর অংশগ্রহণ করেন নি। মাগুরা উপনির্বাচনের পর তারা সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখেন।

মাগুরা উপনির্বাচনের অভিজ্ঞতা বিরোধী দলগুলির মধ্যে এই আশংকা দৃঢ়মূল করে যে, বিএনপি সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। ১৯৯৪ এর ২৭শে জুন, সংসদের প্রধান তিনটি বিরোধী দল, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী, এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে, একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রূপরেখা ঘোষণা করে। ঐ সম্মেলনে আরও ঘোষণা করা হয় যে, একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া, কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি অংশগ্রহণ করবে না এবং তাদের রূপরেখা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চলবে। তিন বিরোধী দলের ঘোষিত রূপরেখাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

"মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ বার বার বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক একটি সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আমাদের দেশে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক চর্চা যেহেতু এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে সেহেতু গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করার তাগিদ এখন একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে বিরোধী দলসমূহ সংসদে তিনটি বিলও পেশ করেন এবং ঐ বিল সমূহ আলোচনার জন্য দাবি জানান। কিন্তু সরকার তাতে কোন সাড়া দেন নি।

এরপর বিরোধী দল সমূহ ২৬শে জুনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনকল্পে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু সরকার সেই বিল না এনে সংসদকে আরও অকার্যকর করে দেন এবং অগণতান্ত্রিক ও একগুঁয়েমী মনোভাব নিয়ে আজ জাতিকে গভীর সংকটে নিমজ্জিত করেছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে, গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার স্বার্থে আমাদের প্রস্তাবিত রূপরেখা নিম্নরূপ হবেঃ

একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সাথে সাথে-

Dhaka University Institutional Repository

১) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

২) রাষ্ট্রপতি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী, আন্দোলনরত, রাজনৈতিক দলসমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয়, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন।

৩) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ও নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

৪) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৬) সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদে অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে। এছাড়া এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রণয়নও নিশ্চিত করতে হবে। উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।"

সন্ধির প্রচেষ্টা

বিরোধী দলগুলি তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে এবং ঘন ঘন হরতাল, ঘেরাও, বিক্ষোভ, রেলপথ-রাজপথ অবরোধ, ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করতে থাকে। ফলে দেশে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যুক্তি দেখান যে, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন বিধান নাই। তিনি বলেন, সংবিধানের মধ্যে থেকে সংকট সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। সংবিধানের বাইরে কোন কিছু হবে না।

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর অব্যাহত আন্দোলনের এক পর্যায়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ কমনওয়েলথ্ সচিবালয়ের সেক্রেটারি, জেনারেল এমেকো আনিয়কো, ১৯৯৪ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর ৫ দিনের এক

Dhaka University Institutional Repository

সফরে বাংলাদেশে আসেন। পরবর্তীতে লন্ডনে ফিরে যাবার পর ১৯৯৪ এর ২৬শে সেপ্টেম্বর জেনারেল এমেকো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার সম্মতিক্রমে বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক ভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ্ সচিবালয়ের পক্ষ থেকে সহায়তা ও সহযোগিতা দান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। স্যার নিনিয়ান স্টিফেন এবং তাকে সহায়তা করার জন্য কমনওয়েলথ্ সচিবালয় থেকে দু'জন কর্মকর্তাকেও বাংলদেশে পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হয়।

এই দু'জন কর্মকর্তা ১৯৯৪ এর ১০ই অক্টোবর বাংলদেশে আসেন এবং ১৩ই অক্টোবর স্যার নিনিয়ান সপত্নীক ঢাকায় আগমন করেন। সরকারি দলের মনোনীত ১৫ জন সদস্য এবং বিরোধী দলের মনোনীত ১৫ জন সদস্যের মধ্যে স্যার নিনিয়ানের মধ্যস্থতায় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে পরপর ৫টি সংলাপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম বৈঠকেও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক ভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে সরকারি দলের নেতৃবৃন্দ ও বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ কোন সমঝোতায় পৌঁছতে পারেন নি ।

পরবর্তীতে, ২৭ ও ২৯শে অক্টোবর স্যার নিনিয়ানের উপস্থিতিতে সরকারি দলের সংসদ উপনেতা এবং সংসদের বিরোধী দলের উপনেতা পর্যায়ে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে, দু'টি সংলাপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি দলের সংসদ উপনেতা ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তাঁর দলের পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকালে প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল রেখে, সরকারি দল ও বিরোধী দলের স্বল্প সংখ্যক সদস্যদের সমন্বয়ে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন মিনি কেবিনেট গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত মিনি কেবিনেটের অন্য সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণই নয়, তিনি তাঁর নিজের দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায়ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সংসদের বিরোধী দলের উপনেতা, আব্দুস সামাদ আজাদ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার রূপরেখা আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থাপন করেন। প্রস্তাব দু'টি নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের দু'পক্ষের নেতৃদ্বয়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হয় এবং পরবর্তী বৈঠকের কোন ঘোষণা ছাড়াই এই বৈঠক সমাপ্ত হয়।

400419

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে সরকারি দল বিএনপি ১৯৯৪ এর ৭ই নভেম্বর সংসদের সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবের সাথে আর একটি প্রস্তাব স্যার নিনিয়ানের মাধ্যমে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার নিকট প্রেরণ করেন। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

"জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে সংসদের নিজের দলের ৪ জন, সংসদের বিরোধী দলের ৪ জন এবং সংসদের অন্যান্য দলগুলি থেকে একজন সংসদ সদস্য নিয়ে মোট ১০ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাসহ তাঁর দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন। ঐ অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু তারা স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার বাইরে নির্বাচনী প্রচারণায় কোন রূপ অংশ নিতে পারবেন না।" প্রধান বিরোধী দলসহ সকল বিরোধী দলসমূহ সরকারি দলের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

স্যার নিনিয়ানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার কাছে প্রেরিত বিএনপি সরকারের তৃতীয় প্রস্তাবটিও বিরোধী দলসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। বিরোধী দলসমূহ সরকারি দলের সর্ব শেষ প্রস্তাবের পাল্টা একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত প্রস্তাব, কমনওয়েলথ্ সেক্রেটারি জেনারেলের বিশেষ দূত, স্যার নিনিয়ান স্টিফেনের কাছে হস্তান্তর করে। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপঃ

"জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ৭৫ দিন পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের যে কোন একজন বিচারপতি অথবা উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্দলীয় কোন ব্যক্তিত্বকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে তাঁর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীসহ ১১ সদস্যের এক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে থাকবেন সরকারি দল মনোনীত ৫ জন এবং বিরোধী দল মনোনীত ৫ জন নির্দলীয় ব্যক্তি। এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রীপরিষদের প্রধানমন্ত্রীসহ কোন সদস্য, সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সরকার নির্বাচন পরিচালনা ছাড়াও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা জাতীয় সংসদের পরপর তিনটি নির্বাচন অর্থাৎ মোট তিনটি টার্মের জন্য বলবৎ থাকবে।"

সরকারি দল এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে সঙ্কট নিরসনে ব্যর্থ নিনিয়ান স্টিফেন ১৯৯৪ এর ২১শে নভেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সচিবালয়ে অবস্থিত অর্থ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলগুলির প্রতি হরতাল ও অবরোধ কমানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, "এটা কম হলে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে। হরতাল অবরোধ বেশি হলে বিনিয়োগ কম হবে।"[১৬]

শেখ হাসিনা নীলফামারীতে এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, ২৭শে সেপ্টেম্বরের পর শুরু হবে একদফার আন্দোলন। সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলি আলটিমেটাম দেয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে নির্বাচনের দাবি পূরণ না হলে বিরোধী সদস্যগণ ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ পদত্যাগ করবেন। বেগম খালেদা জিয়া এতে গুরুত্ব দেন নি।

বিরোধী এমপিদের পদত্যাগ ও আন্দোলনে গতিসঞ্চার

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে আওয়ামী লীগসহ তিনটি রাজনৈতিক দলের মোট ১৪৭ জন সংসদ সদস্য একসঙ্গে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট শুধু ঘনীভূতই হয় নি, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়। সর্বস্তরের জনগণের মনে সৃষ্টি হয় দারুণ উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তা। সংসদীয় গণতন্ত্রের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের একত্রে সংসদ থেকে পদত্যাগ করা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা।

সংসদের স্পীকার ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ পত্রগুলির গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অছিলায়, সিদ্ধান্ত প্রদানে গড়িমসি করে প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। অপর দিকে তিন দল, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের পদত্যাগের দাবিতে, পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি কঠোর বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে।

১৯৯৫ এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত এক রুলিং এ স্পীকার বিভিন্ন দলের ১৪৪ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগপত্র অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাদের কেউ তখন সংসদ অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন নি। উপরন্তু এই তিন দল, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী একত্রিত হয়ে বিরোধী দলবিহীন সংসদকে ভেঙ্গে দিয়ে এবং সরকারকে পদত্যাগ করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানায়।

১৯৯৫ এর ৩১শে জুলাই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংসদের অনুমতি ছাড়া একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস সংসদের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায় সংবিধানের ৬৭ (১) খ) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ১৯৯৫ এর ২৬শে জুন থেকে সংসদের বিরোধী দলগুলির মোট ১৪২টি আসনের সদস্যপদ শূন্য হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৯২টি আসন, জাতীয় পার্টির ২৮টি, জামায়াতে ইসলামীর ১৯টি, এনডিপি এর ১টি, ওয়ার্কার্স পার্টির ১টি এবং গণফোরমের (সিপিবি) ১টি আসন।

Dhaka University Institutional Repository

এরই মাঝে নানা কারণে আন্দোলনের গতি ধারা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরোধী দলগুলি একের পর এক হরতাল আহ্বান করতে থাকে। ঘন ঘন হরতাল কোন কোন ক্ষেত্রে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৯৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে ১৫ দিন হরতাল পালনের পর ১৯৯৫ এর সূচনাতেও, ২রা জানুয়ারি থেকে ৪ঠা জানুয়ারি, পর পর ৩ দিন পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। এরপরও পালিত হয়েছে অনেক হরতাল। মানুষ নিহত আহত হয়েছে এবং একাধিক সংঘাতময় ঘটনাও ঘটেছে। তবে এ বছর হরতালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল ১৬, ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর ৭২ ঘন্টার হরতাল পালন কালে অফিসগামী একজন পথচারীকে পিকেটার কর্মী কর্তৃক দিগম্বর করা।

একজন অফিসগামী ব্যক্তি হরতালের সময় পিকেটারদের হাতে নাজেহাল হয়েছেন, তাকে দিগম্বর করা হয়েছে। এতে তার ব্যক্তিগত মান সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ঘটনাটি শুধু নিন্দনীয় নয়, অত্যন্ত গর্হিত কাজ। দলমত নির্বিশেষে সকল দল এবং মানুষের এই ঘটনার নিন্দা করা উচিত। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সকল দলেরই তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের সতর্ক করা আবশ্যক ছিল। তবে সরকারি দল লিফলেট এবং পোষ্টার ছাপিয়ে এ ঘটনাটিকে রাজনীতিতে ব্যবহার করার চেষ্টা চালায়। বিরোধী দলের হরতাল মানেই রাস্তাঘাটে মানুষকে দিগম্বর করা এ প্রচার সম্ভবতঃ ফলপ্রসু হয় নি। একজন মানুষকে দিগম্বর করে তার শ্লীলতা হানি করা বা তার ব্যক্তিগত অপমানকে পুঁজি করে রাজনীতি করা, কোনটাই জনগণ ভাল চোখে দেখে নি।

বিরোধী দল বিহীন সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে একের পর এক হরতাল আহ্বান চলতে থাকে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে কর্তৃক যৌথভাবে আহুত, ১৯৯৫ এর ১৬ থেকে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত, বন্যাকবলিত অঞ্চল বাদে, সারাদেশে পালিত ৭২ ঘন্টার লাগাতার হরতাল ছিল উল্লেখ করার মত। হরতালের প্রথম দিনে দোকানপাট, স্কুল কলেজ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বন্ধ থাকে। মহানগরী ঢাকায় প্রধান প্রধান রাজপথগুলি যানবাহন শূন্য থাকে। সচিবালয় থাকে অবরুদ্ধ। বিরোধী দলগুলি সচিবালয়ে প্রবেশকারীদের বাধা দেয়। হরতালে পিকেটারদের হাতে দু'জন আমলা প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজনের বস্ত্রহরণের ঘটনা ঘটে।

দ্বিতীয় দিনেও সারাদেশ ছিল মোটামুটি অচল। রাজধানী ঢাকার কচুক্ষেত, ডেমরা, মিরপুর ও আজিমপুরে হরতাল সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হন। শেখ হাসিনা রিক্শা চালকদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে ১৮ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৬টা থেকে রিক্শা চালকদের জন্য হরতাল শিথিল ঘোষণা করেন। ব্যাপক বোমাবাজি এবং বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে লাগাতার ৭২ ঘন্টা হরতালের শেষ দিন অতিবাহিত হয়। রাজধানীতে বৃষ্টির মধ্যে হরতালের সমর্থনে রাজনৈতিক দলগুলি সারাদিন খন্ড খন্ড মিছিল ও সমাবেশ করে। দিনব্যাপী বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে সারাদেশে অর্ধশত লোক আহত হয়।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল আহুত ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ৭২ ঘন্টা হরতাল কেন অবৈধ এবং বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এ মর্মে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ১৪ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪ জন বিরোধী দলীয় নেতার উপর কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে।[১৮] এরপরও চলতে থাকে একের পর এক হরতাল। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অক্টোবর মাসে সংঘটিত হরতালের একটি ছক নিম্নে দেয়া হলঃ

এক নজরে অক্টোবরের হরতাল ধর্মঘট

আহ্বানকারী দল	কর্মসূচীর ধরণ	তারিখ	মোট সময়
আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী	৫ বিভাগীয় শহরে হরতাল	৭-৮ অক্টোবর	৩২ ঘন্টা
সড়ক পরিবহন সমিতি (আশরাফ)	সারাদেশে পরিবহন ধর্মঘট	১৪-১৫ই অক্টোবর	৪৮ ঘন্টা
আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী	সারাদেশে হরতাল	১৬-১৯শে অক্টোবর	৯৬ ঘন্টা
সড়ক পরিবহন সমিতি (মির্জা আব্বাস)	পরিবহন ধর্মঘট	১৯শে অক্টোবর থেকে	লাগাতার

সূত্রঃ ভোরের কাগজ, ৬ই অক্টোবর, ১৯৯৫

হরতাল ধর্মঘটে দেশে সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরপরও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে ৪ঠা নভেম্বর সুধী সমাজের এক সমাবেশে বলেন যে, "নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলে কেউ এদেশে নেই। এ ধরণের অযৌক্তিক দাবি নিয়ে যারা হরতাল অবরোধের মাধ্যমে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"[১৯]

দেশের রাজনৈতিক সংকটের প্রতিবাদ জানিয়ে ৮ই নভেম্বর এফবিসিসিআই এর আহ্বানে একটি প্রতীকী কর্মসূচী পালিত হয়। দুপুর ১২টায় ঢাকার সব এলাকার সবধরণের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীরা নিজ নিজ দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ১৫ মিনিটের জন্য রাস্তায় নেমে আসে। এই ১৫ মিনিট পুরোপুরি থমকে গিয়েছিল রাজধানী। এতে করে সৃষ্ট যানজটে মহানগরীর রাস্তা অবশ্য ৪ ঘন্টা থমকে ছিল। সবচেয়ে বড় সমাবেশ হয় মতিঝিলে এফবিসিসিআই অফিসের সামনে। এফবিসিসিআই সভাপতি সালমান এফ রহমান এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন।[২০]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত প্রধান তিনটি বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ১১ই নভেম্বর থেকে একটানা ৬ দিনের হরতাল কর্মসূচী আহ্বান করে।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে নভেম্বরের হরতাল কর্মসূচী

তারিখ	রাজধানি ঢাকায়	দেশের অন্যান্য স্থানে
১১ই নভেম্বর	সকাল ৬টা-সন্ধ্যা ৬টা	৬টা-৬টা
১২ই নভেম্বর	সকাল ৬টা-বিকাল ৩টা	৬টা-১২টা
১৩ই নভেম্বর	সকাল ৬টা-২টা	৬টা-১২টা
১৪ই নভেম্বর	সকাল ৬টা-১২টা	৬টা-১২টা
১৫ই নভেম্বর	সকাল ৬টা-১২টা	৬টা-১২টা
১৬ই নভেম্বর	সকাল ৬টা-১২টা	৬টা-১২টা

সূত্রঃ ভোরের কাগজ, ১১ই নভেম্বর, ১৯৯৫

৬ দিনের হরতালে সংঘর্ষ আহত, নিহত, ভাংচুর, ব্যাপক বোমাবাজি, পুলিশ ও হরতালকারীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের লাঠিচার্জ, ইত্যাদি ঘটনা ঘটে।

১৯৯৫ এর ২৪শে নভেম্বর রেডিও-টেলিভিশনে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। ঐ দিনই রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের ৫৬(৪) অনুচ্ছেদের বিধি মোতাবেক বেগম খালেদা জিয়াকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান।

১৯৯৫ এর ৩রা ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে। তিনটি রাজনৈতিক দল, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিপরিষদের অধীনে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারার কথা এবং এই নির্বাচন দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করার কথা ঘোষণা করে এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রীপরিষদের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ১৯৯৫-এর ৯ ডিসেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ দিন লাগাতার হরতাল পালন করে। এই হরতালেও আহত, নিহত, সংঘর্ষ, বোমাবাজির ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। হরতালের শেষ দিন ১১ই ডিসেম্বর, বিরোধী দলীয় কর্মীরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

১৯৯৫ এর ১৫ই ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনের পূর্ব নির্ধারিত তফসিল বাতিল করে নতুন তফসিল ঘোষণা করে। এই নতুন তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রহসনের নির্বাচন প্রতিহত করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ১৮ই ডিসেম্বরে পৃথক পৃথক ভাবে আর এক পর্ব আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে জেলা সদরে জনসভা ও দেশব্যাপী গণসংযোগ, সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল, রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ এবং ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারি দেশব্যাপী ৪৮ ঘন্টার বিরতিহীন সর্বাত্মক হরতাল পালন অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সারাদেশের এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে ঢাকাস্থ দাতা দেশগুলির মিশন প্রধানগণ, বিশেষ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল, সরকারি দল বিএনপি এবং আন্দোলনরত তিনটি দলের নেতাদের উপর ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রশ্নে একটি সমঝোতায় আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ডেভিড এন মেরিলের মধ্যস্থতায় ১৯৯৫ এর ৩১শে ডিসেম্বর সরকারি দল ও আন্দোলনরত তিনটি বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠক মেরিলের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সরকারি দল রাষ্ট্রপতির অধীনে নিযুক্ত একজন প্রধান উপদেষ্টাসহ একটি উপদেষ্টা মন্ডলির সহায়তায় দু'টি শর্ত সাপেক্ষে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করে। শর্ত দু'টি ছিলঃ

১) প্রধান উপদেষ্টাসহ প্রস্তাবিত উপদেষ্টামন্ডলির সদস্যদের কোনও নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে না।
২) সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ঐ নির্বাচন ১৯৯৬ এর ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

অপরদিকে বিরোধী দলসমূহ প্রস্তাব করে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টামন্ডলিকে, বিশেষ করে প্রধান উপদেষ্টাকে, সরকার প্রধানের মত নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যগের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরও উল্লিখিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবর্গ কোন ঐকমত্যে পৌছতে পারেন নি।

ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ও বিএনপি সরকারের পতন

বিরোধী দল সরকারের উপরোক্ত পদক্ষেপগুলিকে কালক্ষেপণের মাধ্যমে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা বলে মনে করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আন্দোলন তীব্রতর হয়। অপরদিকে, নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ২৪শে নভেম্বর ছিল মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ। কিন্তু বিরোধী দলগুলি উপনির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কোন মনোনয়ন পত্র দাখিল করা থেকে বিরত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায়, ১৯৯৫ এর ২৪শে নভেম্বর রাতে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে, রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। নির্বাচন কমিশন নতুন সংসদ নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৯৬ ধার্য করে, এবং পরে ভোট গ্রহণের তারিখ পরিবর্তন করে তা ১৫ই ফেব্রুয়ারি পুনঃনির্ধারণ করে।

১৯৯৬ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচন বর্জন করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, একদলীয় নির্বাচন বাতিল এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সহ বিরোধী দলসমূহ হরতালের ডাক দেয়।

এই নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪৫০। তন্মধ্যে বিএনপির প্রার্থী ৩০০ জন, অন্য ৪০টি দলের প্রার্থী ৬৯৩ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৭ জন। উল্লেখ্য যে, অন্য ৪০টি দলের মধ্যে, সাধারণ মানুষ, দু' একটি বাদে বাকী দলগুলির নাম পর্যন্ত জানত না।

১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে ৪৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তারা সকলেই শাসক দল, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী। নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলির প্রতিরোধের কারণে ১০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। ফলে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২৪১টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। এই ২৪১টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ ভোটার ভোট দান করে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়। সে হিসাবে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল মাত্র ২৬.৫৪ শতাংশ, যা বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। এই ২৪১টি আসনের মধ্যে মাত্র একটি পায় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স নামক একটি উপদল, ১০টি পান নির্দলীয় প্রার্থীগণ এবং অবশিষ্ট গুলি পান বিএনপির দলীয় প্রার্থীগণ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন এই নির্বাচনেও ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। দেশী-বিদেশী কোন মহলেই এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে কয়েক জন বিদেশী সাংবাদিক বলেন যে, তাদের পেশাদারী জীবনে এমন নির্বাচন কোথাও দেখেন নি। সাংবাদিকদের মতে নির্বাচনে ৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ এর বেশি ভোটার উপস্থিত হয় নি। নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলিকে আরও প্রতিবাদমুখর করে তোলে।

২৪, ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিবাদে বিরোধী দলসমূহ দেশব্যাপী অসহযোগ পালন করে। তারা সরকার ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদকে অবৈধ ঘোষণা করে। ১৯৯৬ এর ৩রা মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে খালেদা জিয়া বলেন, ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপন করা হবে। অতঃপর ন্যূনতম

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের মধ্যে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে। কিন্তু ভাষণে ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন বাতিল ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ সংক্রান্ত কোন কথা না থাকায় বিরোধী দলগুলি তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

এরপর ৯ই মার্চ থেকে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলি লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে। এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, ১৯৯৬ এর ১৯শে মার্চ, মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। অসহযোগ, অবরোধ ও হরতাল দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, দেশ এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে সর্বমহলে আশংকা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে, ১৯৯৬ এর ২০শে মার্চ, ছাত্রদলের কতিপয় সদস্যের দ্বারা সচিবালয়ের এক কর্মচারী লাঞ্ছিত হবার প্রতিবাদে সচিবালয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমানের অপসারণের দাবিতে সচিবালয় বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়।

২১শে মার্চ সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উথাপন করে। ২৩শে মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রেস ক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ স্থাপন করে সরকারের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি বিরাট অংশও সরকারের বিরোধিতা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি উথাপন করে এবং জনতার মঞ্চে যোগদান করে। ১৯৯৬ এর ২৬শে মার্চ জাতীয় সংসদে ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল উথাপনের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করা হয়। ২৮শে মার্চ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ১৪৪ ধারা জারি এবং সচিবালয়ের ভেতরে বাইরে সেনাবাহিনী পুলিশ মোতায়েন করেও বিক্ষুব্ধ সচিবালয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে কোন উপায়ান্তর না পেয়ে ১৯৯৬ এর ৩০শে মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে লাগাতার ২১ দিনের অসহযোগ ও রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটে।

পঞ্চম সংসদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার শুরু থেকে জনগণের প্রত্যাশা ছিল দেশ চলবে গণতান্ত্রিক ধারায়, জনগণের মৌলিক অধিকার থাকবে নিশ্চিত। সরকার গঠনের মত দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা কারও না থাকায় জামায়াতের উপর নির্ভর করে ১৯৯১ এর ১৯শে মার্চ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৩১ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শুরু থেকেই একের পর এক বহুমাত্রিক দাবি দাওয়া, শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন, ঐকমত্যের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা, ইনডেমনিটি বিল, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, গণ আদালত, স্বাধীনতার স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্ক, শ্রমিক কর্মচারী, স্কপ,

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃচি, পেশাজীবী-শিক্ষক-চিকিৎসক আন্দোলন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও পদত্যাগ ইত্যাদি দাবিতে লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও আন্দোলনের ফলে বিএনপি সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা উত্তর দেশে হরতাল ধর্মঘটের গতি প্রকৃতি ও মেজাজ মর্জিতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে, নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং এর প্রভাবে রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়।

---

[১] সংবাদ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।
[২] সংবাদ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।
[৩] দৈনিক বাংলা, ২১শে অক্টোবর, ১৯৯১।
[৪] সংবাদ, ২১শে নভেম্বর, ১৯৯১।
[৫] সাক্ষ্যাকার, কর্ণেল আকবর হোসেন, বাংলা বাজার পত্রিকা, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯২।
[৬] সংবাদ, ২৯শে মার্চ, ১৯৯২।
[৭] সংবাদ, ১৯শে মে, ১৯৯২।
[৮] সংবাদ, ১৯শে জুলাই, ১৯৯২।
[৯] ভোরের কাগজ, ৯ই নভেম্বর, ১৯৯২।
[১০] সংবাদ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯২।
[১১] সংবাদ, ৭ই জানুয়ারি, ১৯৯৩।
[১২] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৩।
[১৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৩।
[১৪] সংবাদ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪।
[১৫] The Bangladesh Observer, 20th March, 1994; The Dhaka Courier, 25th March, 1994.
[১৬] সংবাদ, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।
[১৭] আজকের কাগজ, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।
[১৮] আজকের কাগজ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।
[১৯] ভোরের কাগজ, ৫ই নভেম্বর, ১৯৯৫।
[২০] সংবাদ, ৯ই নভেম্বর, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও হরতালঃ ৩১শে মার্চ ১৯৯৬ - ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯

সপ্তম সংসদ নির্বাচন

প্রচন্ড গণআন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্বলিত ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশের পর বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৬ এর ৩০শে মার্চ সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং পদত্যাগ করেন। ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান মতে রাষ্ট্রপতি ৩১শে মার্চ বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দান করেন। প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী ৩রা এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ১০ জন নির্দলীয় ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেন। নির্বাচন কমিশনও পুনর্গঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোঃ আবু হেনা ৮ই এপ্রিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৫ই এপ্রিল সাবেক সচিব আবিদুর রহমান এবং সাবেক জেলাজজ মোস্তাক আহমদ চৌধুরী নির্বাচন কমিশনের অপর দু'জন সদস্য নিযুক্ত হন।

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, ১৯৯৬ এর ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৫,৫৭,১৬,৩৯৫ জন এবং প্রদত্ত ভোটের হার ৭৪.১৫ শতাংশ যা বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সপ্তম সংসদ নির্বাচনে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করলেও মাত্র ৬টি দলের প্রার্থী নির্বাচনে জয় লাভ করে। মূল লড়াই হয় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে। আওয়ামী লীগ অতীতের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং ভোট ও ভাতের অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আওয়ামী লীগ রেডিও টেলিভিশনকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এবং বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথক করার অঙ্গীকার করে। তাছাড়া, বিএনপি সরকারের ভোট ডাকাতি ও দুর্নীতি, সার সংকট, কৃষক হত্যা, ইত্যাদি ইস্যু হিসাবে সামনে দাঁড় করায়।

অপরদিকে বিএনপি, স্বাধীনতা উত্তরকালে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা, আওয়ামী লীগ কর্তৃক একদলীয় শাসন প্রবর্তন ইত্যাদির প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি অভিযোগ উত্থাপন করে যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ভারতের কাছে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিবে। বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণার অন্যতম উপাদান ছিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভোটারদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রচার করে যে,

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিপন্ন হবে, সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ্ উঠে যাবে, মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনি শোনা যাবে, ইত্যাদি।

১৯৯৬ এর ১২ই জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট ও ১৪৬টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। বিএনপি ৩৩.৬১ শতাংশ ভোট ও ১১৬টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি পায় ১৬.৩৯ শতাংশ ভোট ও ৩২টি আসন, জামায়াতে ইসলামী পায় ৮.৬১ শতাংশ ভোট ও ৩টি আসন, ইসলামী ঐক্য জোট পায় ১.০৮ শতাংশ ভোট ও ১টি আসন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব) পায় ০.২৩ শতাংশ ভোট ও ১টি আসন এবং নির্দলীয় প্রার্থী পায় ১টি আসন। নির্বাচনের পর নির্দলীয় একমাত্র সদস্য আওয়ামী লীগে যোগদান করায় ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৭। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৩টি আসনে এবং অপর দু'জন নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ ২টি করে আসনে বিজয়ী হন। সংবিধান অনুসারে একজন সংসদ সদস্য কেবল একটি আসনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের উপরোক্ত তিন জনের অতিরিক্ত ৪টি আসন বাদ দিয়ে সংসদে আওয়ামী লীগের প্রকৃত সদস্য-সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪৩ জনে।

অপরপক্ষে, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ৫টি আসনে, বিএনপির অপর দু'জন নেতা-সাইফুর রহমান ও কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ ২টি করে আসনে বিজয়ী হন এবং জাতীয় পার্টি নেতা জেনারেল এরশাদ ৫টি আসনে জয়লাভ করেন। এই দুই দলের অতিরিক্ত ১০টি আসন বাদ দিলে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য সকল দলের সম্মিলিত সদস্য সংখ্যাও গিয়ে দাঁড়ায় ১৪৩ জনে। আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের জন্য আর মাত্র একজন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে সমর্থন দান করে। ফলে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ২৩শে জুন হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত ১০জনের মন্ত্রিসভার মধ্যে স্থান পান জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। ২৯শে জুন নতুন দু'জন মন্ত্রী ও চারজন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়। নতুন দু'জন মন্ত্রীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হন জাসদ নেতা আ স ম আব্দুর রব।

ক্ষমতা গ্রহণের পর শেখ হাসিনা তার সরকারকে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে ঘোষণা করেন এবং প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে জাতীয় ঐকমত্যের সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান। ১৯৯৬ এর ২রা জুলাই ৩০টি মহিলা আসনের ২৭টি আসনে আওয়ামী লীগ ও ৩টি আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৯৬ এর ১৪ই জুলাই সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকেই বিএনপি সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ এর ২২শে জুলাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ও জিল্লুর রহমান সহ আওয়ামী নেতৃবৃন্দ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ একক প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ২৩শে জুলাই তাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা দেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দীনকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিষয়টি দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ১৯৯৯ এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে, মোট হরতাল হয় ২৮৩ দিন। এর মধ্যেঃ

জাতীয় পর্যায়ে	৪৫টি
ঢাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে	৪৭টি
স্থানীয় পর্যায়ে	১৯১টি
মোট	২৮৩ টি

মোট ২৮৩ দিন হরতালের মধ্যে-	
পূর্ণ দিবস পালিত হরতাল	১৫৯ দিন
অর্ধ দিবস পালিত হরতাল	১০৭ দিন
বিস্তারিত জানা যায় নি এমন হরতাল	১৭ দিন

পুনরায় আন্দোলন-হরতাল ও তার প্রতিক্রিয়া

শেখ হাসিনার শাসনামলে বগুড়ায় ছাত্রদলসহ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ডাকে ২৫শে আগস্ট সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। দেশব্যাপী প্রথম হরতাল পালিত হয় বিএনপির আহ্বানে, ১৯৯৭ এর ১৩ই মার্চ ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তি, বিদ্যুৎ আমদানী, বিএনপি নেতা কর্মীদের গ্রেফতার ইত্যাদির প্রতিবাদে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এই হরতাল আহ্বান করা হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের ৯ মাসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের ডাকা এ হরতালে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে রেল লাইন উপড়ে ফেলায় ট্রেন দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ১০০ জনের বেশী আহত হয়। সারাদেশে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। নাটোর, লক্ষীপুর, নারায়নগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, রংপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া, ইত্যাদি স্থানে সংঘর্ষ ভাংচুর বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পিকেটাররা শতাধিক রিকশা ও বেবীট্যাক্সি ভাংচুর করে। শহরের সর্বত্র পিকেটারদের সক্রিয় দেখা যায়।[১] বিএনপি আহুত দেশব্যাপী এই হরতালে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঘন ঘন হরতাল হতে পারে অনেকের মনে এমন একটি আতংক জাগে। কমনওয়েলথ্ মহাসচিব জেনারেল এমেকো আনিয়কো সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন যে, হরতালের মত কর্মসূচী যাতে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত না হয় সে উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে যদিও খালেদা জিয়া হরতালের বিরুদ্ধাচারণ করেন বিরোধী দলে এসে তিনিই আবার হরতাল আহ্বান করেন। ক্ষমতায় থাকাকালে এক কথা এবং বিরোধী দলে গেলে ভিন্ন কথা বলা আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিরই একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২৫শে এপ্রিল ঢাকায় এক সমাবেশে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে তার পদত্যাগ দাবি করেন। ২৭শে এপ্রিল ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনরের পদত্যাগের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

৩রা মে চট্টগ্রাম আউটার ষ্টেডিয়ামে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ৬ই মে চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করলে ৪ঠা মে ঢাকায় বাংলাদেশ রপ্তানীমুখী পোশাক প্রস্তুতকারী সমিতির (বিজিএমইএ) নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলীয় নেত্রীর সঙ্গে দেখা করে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অর্থনীতি ধ্বংসকারী হরতাল না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কখনও হরতাল অত্যাবশ্যক মনে করলেও ঘন ঘন বা লাগাতার হরতাল না দেয়া এবং পোশাক শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রাখার অনুরোধও তারা করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে বলে বিজিএমইএ নেতাদের আশ্বাস দেন।[২] বিজিএমইএ'র সভাপতি, গোলাম কুদ্দুসের নেতৃত্বে নেতৃবৃন্দ এক লিখিত বক্তব্যে বিগত সময়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ঘন ঘন ও লাগাতার হরতালে গার্মেন্টস শিল্পের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে বলেন এতে অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। দেশ প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার রপ্তানী আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি হরতাল বা দেয়া এবং গার্মেন্টস শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে হরতালের কথা শুনলেই বিদেশী ক্রেতারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন।[৩]

এভাবেই বিভিন্ন মহল হরতালে ক্ষয়ক্ষতি ও অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেন। ঘন ঘন হরতাল, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে হরতাল পালনে জনগণকে বাধ্য করার প্রচেষ্টা, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে জনগণ হরতালে নিরুৎসাহী হয়ে উঠতে থাকে। ১লা জুন ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ (ন্যাপ) এর দাবি দিবসে, ঢাকায় এক জনসভায়, দলের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ দেশের কল্যাণের জন্য হরতালকে বেআইনি ঘোষণার দাবি জানিয়ে বলেন, "আগে হরতাল করা হত শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য, এখন হরতাল করা হয় ক্ষমতা দখলের জন্য।"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় বাজেটের প্রতিবাদে হরতাল পালন দেখা গেছে প্রায় সব সরকারের শাসনামলে। এর ব্যতিক্রম ঘটেনি শেখ হাসিনার শাসনামলেও। বাজেট ঘোষণার দিন রাতেই বাজেটকে কর ভারাক্রান্ত অভিহিত করে হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ৩রা জুলাই জাতীয় রাজেটের প্রতিবাদে বিএনপি দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে চট্টগ্রাম বিভাগে একটি ও বিভিন্ন জেলায় পৃথক পৃথক বেশ কিছু হরতাল পালন করলেও সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিএনপির ৩রা জুলাই এর হরতাল ছিল দ্বিতীয় হরতাল।

১৯৯৭ এর মে মাসে আওয়ামী লীগ সরকার শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ করে। এরপর থেকে, এই ছুটির দিনের সঙ্গে মিলিয়ে বৃহস্পতিবার ও রোববার হরতাল ঢাকার প্রবণতা দেখা যায়। ৩রা জুলাই বৃস্পতিবারের হরতাল ছিল তারই সূচনা।

ইসরাইলের এক রমনী কর্তৃক ইসলাম ধর্ম বিরোধী এক পোষ্টার অঙ্কনের প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী ১৫ই জুলাই হরতাল আহ্বান করে। ১১ই জুলাই বিএনপি এ হরতালের প্রতি সমর্থন জানায়। হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে কুৎসা ও কুরুচিপূর্ণ পোষ্টার প্রচারের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে কয়েকটি সংগঠন মুসলমানদের ধর্ম ভীরুতাকে পুঁজি করে এই হরতাল আহ্বানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

১৯৯৭ এর সেপ্টেম্বর বিএনপি এক সপ্তাহে দু'দিন (২২শে সেপ্টেম্বর ও ২৫শে সেপ্টেম্বর) হরতাল ডাকে। ধীরে ধীরে ঘন ঘন হরতাল ডাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনমনে হরতাল নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। 'সমাজবদল সামাজিক সংস্থা' নামক একটি সামাজিক সংগঠন 'কেন হরতাল' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, রাজনৈতিক দলগুলির অসহিষ্ণু মনোভাবের ফলে হরতালের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ক্ষমতায় থাকা আর না থাকার দূরত্ব থেকেই হরতালের জন্ম হচ্ছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিষ্টার আমীর-উল-ইসলাম বলেন যে, "বর্তমানে হরতাল মত প্রকাশের স্বাধীনতা না হয়ে মত দমনের স্বাধীনতা হয়ে গেছে, স্বৈরাচার আমলে হরতাল হয়েছিল এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্য যেখানে হরতালের দরকার হবে না, কিন্তু তা হচ্ছে না কেন?" জাসদের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু বলেন যে, "সংসদে যদি জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন না হয় তাহলে তো রাজপথ উত্তপ্ত হবেই। এদেশে বহু হরতাল জেদাজেদির কারণে হয়েছে এবং হচ্ছে।"

৪ঠা নভেম্বর, ঢাকায় দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকের দিন, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ ৭টি দল ও সংগঠন ঐকমত্যের ভিত্তিতে রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস (৬টা-২টা) হরতাল আহ্বান করে সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১লা ডিসেম্বর দেশের ৬টি চেম্বার ও ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সভাপতি এএসএম কাশেম, মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এমসিসিআই) এর সভাপতি স্যামসন এইচ চৌধুরী, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অফ কমার্স (এফআইসিসিআই) এর সভাপতি মাহবুব জামিল, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন (বিইএ) এর সভাপতি রোকেয়া এ রহমান, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) চেয়ারম্যান এমএ শাহজাহান এক যৌথ বিবৃতিতে ঘন ঘন হরতাল আহ্বানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং উল্লেখ করেন হরতাল কার্যকর করার জন্য জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ জনগণের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনে। তারা হরতালের বিকল্প খুঁজে বের করার আহ্বান জানান।[৫]

দাবি ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে হরতাল আহ্বান একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হলেও তার অতি ব্যবহার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। হরতাল জোরদার করার লক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কার্যক্রম ঘটানো হয়, পরিণামে সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতকারীরা গাড়ি ভাংচুর, লুটতরাজ, প্রভৃতির সুযোগ পেয়ে থাকে। এভাবে হরতাল দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। এ বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি

১৯৯৭ এর ২রা ডিসেম্বর সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, এই চুক্তিকে ঘিরে তিনটি পার্বত্য জেলায় পাহাড়ি-বাঙালী মেরুকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে ডিসেম্বর মাসেই কয়েকটি হরতাল আহ্বান করা হয়। ৭ই ডিসেম্বর সকাল সন্ধ্যা দেশব্যাপী, ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর দু'দিন সকাল সন্ধ্যা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। ১৯৯৮ এর শুরুর দিকে, ১০ই ফেব্রুয়ারি, একই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

কেবল দলীয় স্বার্থ চরিতার্থে হরতাল আহ্বান করা হয়, দেশ ও জনগণের কথা চিন্তা করা হয়না এ ঢালাও অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রেই সত্য নয়। বিশেষ কারণে হরতাল পিছিয়ে দেয়ার নজিরও এদেশে আছে। যেমন বিএনপি, জামায়াত ও ৭ দল পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক বিল উত্থাপনের প্রতিবাদসহ বিভিন্ন দাবিতে ১১ই এপ্রিল, ১৯৯৮ সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডাকে। জাতিসংঘের মার্কিন স্থায়ী প্রতিনিধি বিল রিচার্ডসন ১২ই এপ্রিল রাতে বাংলাদেশ সফরে আসবেন বলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যানের অনুরোধে সে হরতাল দু'দিন পিছিয়ে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে বিএনপি, জামায়াত ও ৭ দল, ৯ ও ১০ই জুন পার্বত্য চট্ট গ্রাম অভিমুখে লং মার্চ শুরু করে। লং মার্চ শেষে খাগড়াছড়িতে বিএনপি ও হরতাল আহ্বানকারী দলগুলি লং মার্চে সরকারি দলের বাধাদান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি, ইত্যাদির প্রতিবাদে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের দাবিতে ১৮ই জুন সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল এবং ২২শে জুন সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে এটিই ছিল বিএনপির সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিবাদ।

শেখ হাসিনার শাসনামলে, এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টি প্রথম বিএনপির সঙ্গে, একই দিনে, অভিন্ন ইস্যুতে হরতাল ডাকে ৩০শে জুলাই ১৯৯৮ সালে। ডিবি পুলিশ হেফাজতে মেধাবী ছাত্র শামীম রেজা রুবেলের হত্যার প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী, জাগপাসহ কয়েকটি দলের ডাকে ৩০শে জুলাই হরতাল পালিত হয়। পিকেটাররা বিভিন্ন স্থানে, সংবাদপত্রের গাড়ীসহ, কয়েকটি যানবাহন ভাংচুর করে। বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজি হয়। পুলিশ কয়েকটি স্থানে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে প্রায় অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়। ৭৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। হরতালে পিকেটিং এর সময় এক অজ্ঞাত পরিচয় টোকাই এ্যাম্বুলেন্সের নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। হরতালের আওতামুক্ত ঘোষণার পরও সংবাদ পত্র ও সাংবাদিক বহনকারী ৮টি গাড়ী ভাংচুর করা হয়। হরতালের সময় বিএনপি ও ছাত্রদল বেশ কয়েকটি মিছিল বের করে। আওয়ামী লীগও হরতাল বিরোধী কয়েকটি মিছিল বের করে।[৬]

হরতাল পালনকালে সংঘর্ষ, আহত, নিহত ও গ্রেফতার এর প্রতিবাদে কখনও কখনও আবারও হরতাল আহ্বান করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই ধরণের হরতালগুলি রাজনৈতিক দল আহ্বান করে থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রমি একটি ঘটনা ঘটে ২৩শে অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী সহ ৭ দলের আহ্বানে, ২২শে অক্টোবর দেশব্যাপী হরতাল পালনকালে, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে পুলিশসহ শতাধিক আহত হয়। হরতাল চলাকালে তাঁতিবাজার এলাকায় সংঘর্ষে আহত হয়ে ১৪ বছর বয়সের এক কিশোর ২৩শে অক্টোবর হাসপাতালে মারা যায়। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে অক্টোবর ধোলাইখাল এলাকায়, স্থানীয় জনসাধারণের আহ্বানে, অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হয়।[৭]

আওয়ামী লীগের হরতাল বর্জনের ঘোষণা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হরতাল প্রসঙ্গ ১৯৯৮ সালে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এ বছরের শেষদিকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হরতাল বর্জনের ঘোষণা দেন। ১৫ই নভেম্বর জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের সাথে মতবিনিময় কালে শেখ হাসিনা এই ঐতিহাসিক ১৫ই নভেম্বর ঘোষণা দিয়ে বলেন তার দল ভবিষ্যতে আর কখনো হরতাল ডাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার দল হরতালের ডাক দিত। কিন্তু এখন হরতাল ডাকার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও বলেন যে আওয়ামী লীগের হরতাল না করার এ সিদ্ধান্ত শর্তহীন।[৮]

প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণার কয়েকদিন আগে, ১০ই নভেম্বর, অর্থমন্ত্রী শাহ এস এ এম এস কিবরিয়া প্রায় অনুরূপ এক ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে তার বক্তব্য কিছুটা শর্তযুক্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরের দিন, অর্থাৎ ১৬ই নভেম্বর, বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন যে, "সরকার বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের উপর নির্যাতন বন্ধ না করলে এক, দুই বা তিন দিন নয় প্রয়োজনে লাগাতার হরতাল চলবে।" তিনি আরও বলেন যে, সরকারই বিএনপিকে হরতাল দিতে বাধ্য করছে।[৯]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হরতাল না করার এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। জামায়াতে ইসলামীর সহকারী মহাসচিব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে হরতাল করবে কি করবে না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তারা বিরোধী দলে যাওয়ার পর। তবে আমাদের কর্মসূচী কী হবে না হবে তা নির্ভর করবে সরকারের আচরণের উপর। সরকার মিছিল মিটিং করতে দেবে না, সশস্ত্র শান্তি মিছিল করবে, পুলিশ দিয়ে পেটাবে, হত্যা করবে, প্রতিরোধ করবে, আর হরতাল হবে না তা হয় না। হরতাল বন্ধ করতে হলে সেই আচরণ করতে হবে।"

জাসদের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু বলেন, "হরতাল করা না করা একটি দলের সিদ্ধান্ত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হরতাল স্বীকৃত। তবে ক্ষমতা দখলের জন্য হরতালের প্রয়োগ বা অপব্যবহার করা ঠিক নয়। প্রতিপক্ষকে ব্যবহার করা কারও কাম্য হতে পারে না।" তিনি বলেন, "কোন দল হরতাল করবে না ভালো কথা। কাউকে যাতে হরতাল করতে না হয় তার পরিবেশ তৈরি করা উচিত।"

গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুউদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, "দেশ, জাতি, জনগণ ও অর্থনীতির স্বার্থে হরতালের রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরকারকে মুখে বললেই কেবল হবে না, আচরণেও এমন হতে হবে যাতে সরকার ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও দুরত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব হয়, হরতাল পরিহারের পরিবেশ তৈরি হয়।"

কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, "হরতাল নয়, হরতালের অপব্যবহারই হচ্ছে সমস্যা। হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার, এটি খর্ব করার চিন্তা গণতান্ত্রিক হতে পারে না। বিগত ও বর্তমান সরকারের শাসনামলে হরতালের অপব্যবহার হয়েছে, হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি হরতাল দেয়ার যৌক্তিকতা

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় নিলে হরতাল কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যৌক্তিক কারণ থাকলে হরতাল আমরা অতীতে করেছি, ভবিষ্যতেও করব।''

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ''জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে বুঝতে পেরেছে হরতাল কতটা পীড়াদায়ক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অভিনন্দনযোগ্য। ভবিষ্যতে আর কেউ হরতাল না করলে তা হবে দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক।''

শেখ হাসিনার হরতাল বর্জনের ঘোষণায় বিভিন্ন মহলে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২৯শে নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী হরতালের রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচনসহ সরকারের কাছে ১১ দফা শর্ত দেন। ১১ দফা শর্তগুলি হচ্ছেঃ

১) বিএনপির নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করার গ্যারান্টি প্রদান।
২) ইতিমধ্যে দেয়া মামলা সমূহ প্রত্যাহার করা।
৩) সারাদেশে নারী নির্যাতন হবে না এমন নিশ্চয়তা প্রদান।
৪) নির্যাতিতাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ।
৫) সংসদে কথা বলতে দেয়ার অধিকার প্রদান।
৬) সর্বস্তরে আত্মীয়করণ, দলীয়করণ ও এলাকাকরণ বন্ধ করে সকল কাজে বিরোধী দলকে অংশীদার করতে হবে।
৭) সকল পর্যায়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ইতিমধ্যে যেসব নির্বাচনে ভোট চুরি হয়েছে সে সব নির্বাচন বাতিল করতে হবে।
৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
৯) বিরোধী দল সম্পর্কে রেডিও টিভিতে মিথ্যা প্রচার বন্ধ করতে হবে।
১০) বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে অপমানের জন্য তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।
১১) আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী, ধর্ষণকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে।

সরকার এসব মেনে নিলেই বিএনপি হরতালের রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব বিবেচনায় আলোচনায় বসবে। খালেদা জিয়া বিএনপি সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের ১৭৩ দিন হরতাল পালনের তীব্র সমালোচনা করে ক্ষমতাসীন দলের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে প্রশ্ন রাখেন, ''জাপানি ব্যবসায়ী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ সফরকালে, বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের দিন, ঢাকায় সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের সময় কেন হরতাল ডাকা হয়েছিল?''

২৮শে ডিসেম্বর, বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে, দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচী পরিহারের জন্য খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। জবাবে বিএনপি চেয়ারপারসন, খালেদা জিয়া ৫ দফা শর্ত দিয়ে বলেন, এগুলি পূরণ হলে হরতালের প্রয়োজন হবে না। শর্তগুলি হচ্ছেঃ

১) বিরোধী দলের উপর নির্যাতন বন্ধ করা।
২) গণবিরোধী, দেশ বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা।
৩) ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।
৪) সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেয়া এবং
৫) রাজপথে বিরোধী দলের কর্মসূচীতে বাধা না দেয়া।

খালেদা জিয়া নিজেও হরতাল পছন্দ করেন না বলে ব্যবসায়ীদের জানান। খালেদা জিয়া অভিযোগ করেন সরকার দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণার মাধ্যমে একদিন করে হরতাল পালন করছে, লোডশেডিং এর মাধ্যমে বিদ্যুতেরও হরতাল হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে তার দল সরকারকে সাহায্য করতে চায় কিন্তু সরকার সংসদে, রাজপথে কোথাও কথা বলতে দেয়না। সরকার সংসদে কথা বলতে এবং আলোচনা করতে দিলে হরতাল করার প্রয়োজন হত না। সংসদে কথা বলতে না পেরে রাজপথে কর্মসূচী দেয়া হচ্ছে। সে কর্মসূচী পালনে বাধা এলে হরতাল ডাকা হয়।

এফবিসিসিআই সভাপতি, আবদুল আউয়াল মিন্টু, তার দু'পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যে হরতাল অবরোধ পরিহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একতরফা ঘোষণার উল্লেখ করেন। হরতাল ও অবরোধ পরিহারের পক্ষে একটি সর্বদলীয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সুযোগ এসেছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, ১৯৯০ এ রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ করেছিল। তেমনি রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলগুলির সদিচ্ছা ও ঐক্যবোধই বড় কথা বলে আবদুল আউয়াল মিন্টু উল্লেখ করেন।

রাজনীতিতে মেরুকরণ ও সহিংস আন্দোলন

১৯৯৮ এর শেষের দিকে একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে ৩০শে ডিসেম্বর। জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে পার্টি থেকে আকস্মিকভাবে বহিস্কার করা হয়। ১৯৯৮ সালে জাতীয় পার্টি ভেঙ্গে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী জাফর আহমদ ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এরশাদকে ছেড়ে আলাদা দল গঠন করেন। পরে আবার তারা মূল দলে ফিরে আসেন। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পার্টিতে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এরশাদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মধ্যে। দলের সংসদ সদস্যরা এতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ২৫শে জানুয়ারি হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের নির্দেশ উপেক্ষা করে, আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বে, জাপার ১১ জন সংসদ সদস্য সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়ায় দলের অভ্যন্তরে ভাঙন স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

১৯৯৯ এর ২৬শে জানুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান এবং নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার, এই চার দফা দাবিতে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী, এবং ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে দেশব্যাপী ১৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। পৌর নির্বাচন মনোনয়নপত্র দাখিল ঠেকাতে এই হরতাল ডাকা হয়। হরতালের সময়ে যশোর শহরে পাঁপড় বিক্রেতা রাজকুমার এবং যশোরের নওয়াপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী রিপন হাওলাদার সরকার ও বিরোধী দলের সমর্থকদের সংঘর্ষে মারা যায়। দেশের আরও কয়েকটি স্থানে সংঘর্ষ হয়। রাজধানীতে সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হন এবং ২০১ জনকে গ্রেফতার হয়। সরকারি দলের দুই সংসদ সদস্য ঢাকার লালবাগ ও গুলশান এলাকাকে হরতাল মুক্ত ঘোষণা দেয়ায় আরও বেশী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও কড়াকড়ি ভাবে হরতাল পালিত হয়। রাজধানীতে আওয়ামী লীগ হরতাল বিরোধী বেশ কয়েকটি মিছিল বের করে। দু'জন এমপি গাড়ির বহর নিয়ে মিছিল করেন।[১০]

২৬শে জানুয়ারি চারদলের হরতালের কারণে 'ও লেভেল' পরীক্ষা নেয়া হয় মধ্যরাতের পর। রাত দেড়টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয় এবং এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে চলে সকাল ৭টা পর্যন্ত। এভাবে রাত জেগে পরীক্ষা দেয়া অনেকের কাছে দুঃস্বপ্ন মনে হয়।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে হরতাল বিরোধী মিছিল এক নতুন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। হরতাল সমর্থক মিছিল এবং হরতাল বিরোধী মিছিলের সংঘর্ষে আহত, নিহত, সন্ত্রাস ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। ৯ই ফেব্রুয়ারি বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের ডাকে সারাদেশে ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালনকালে, ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মিছিলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছাত্রদল কর্মী সজল চৌধুরী নিহত হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারি হরতালের সময় ছাত্রলীগ কর্মী ইলিয়াস হোসেন এলিন নিহত হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে বিএনপির মিছিলে গুলিবর্ষিত হলে ছাত্রদল কর্মী ইউসুফ নিহত হয়। এলাকায় পিকেটারদের বোমায় আহত পুলিশ কনষ্টবল মোঃ তাজউদ্দিন ১১ই ফেব্রুয়ারি সিএমএইচ এ মারা যায়। জনমনে নতুনভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল পৌরসভা নির্বাচন বর্জন করে এবং পৌরসভা নির্বাচনের দিনগুলিতে হরতাল আহ্বান করে এর প্রতিবাদ জানায়। যশোরে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর জাতীয় সম্মেলন শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে অসংখ্য লোক হতাহত হয়। এর প্রতিবাদে ১১ই মার্চ যশোরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উদীচী এই হরতালের ডাক দেয়। হরতাল পালনের জন্য কোন পিকেটিং প্রয়োজন হয় নি।

জাতীয় বাজেটের প্রতিবাদে, বিএনপি আহুত, ১৩ই জুনের হরতালের বিরোধিতা করে বিএনপির সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। নিজ দলের ডাকা হরতালের বিরুদ্ধাচারণ করার মত ঘটনা এর আগে ঘটে নি। অনেক সময় দলের নেতা নেত্রীদের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেও সদস্যগণ প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করেন না। এ বিরোধিতার কারণে, বিএনপি সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামানের প্রাথমিক সদস্যপদ এক বছরের জন্য স্থগিত করে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই, বাংলাদেশ ভারত ট্রানজিট বা ট্রানসশিপমেন্ট অথবা করিডোর সম্পর্কে নানানরকম বিতর্ক রাজনীতিকে চাঙ্গা করে তোলে। বেশ কয়েকটি হরতালও হয়। ট্রানজিট প্রশ্নে খালেদা জিয়া বলেন যে, "ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সংসদে জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" তিনি আরও বলেন যে, "গণতন্ত্রের মূল কেন্দ্র, সংসদকে সরকার আগেও এড়িয়ে গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তি করেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নিচ্ছে।"

সরকার পতনের একদফা আন্দোলনের কথা বিগত তিনবছর ধরে বিভিন্ন সময় বললেও, ১৯৯৯ এর ২২শে সেপ্টেম্বর, পল্টন ময়দানে, বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের লক্ষ্যে একদফা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ৩০শে নভেম্বর ঢাকায় বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের চার শীর্ষনেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক মেরুকরণ আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বহুলালোচিত এই বৈঠক শেষে একটি যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, "বর্তমান সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে, সাংবিধানিক নিয়ম মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। এটাই একমাত্র শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথ।"

শেখ হাসিনার শাসনামলে আওয়ামী লীগের বড় সংকট দেখা দেয় কাদের সিদ্দিকীকে নিয়ে। কাদের সিদ্দিকী বিদ্রোহ করে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন আবার সেই শূন্য আসনের উপনির্বাচনে তিনি আবারও প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

অপরপক্ষে, বিএনপিতে মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, মওদুদ আহমদ ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে বহিস্কারের দাবিতে অটল থাকতে গিয়ে এক পর্যায়ে দল থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৯ সালে বিরোধী দলের রাজনীতির বিরুদ্ধে পুলিশের বাড়াবাড়ি রেকর্ড সৃষ্টি করে। প্রকাশ্য রাজপথে মেয়েদের শাড়ি নিয়ে টানাটানির ছবিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

অতীতে যেমন বহু হরতাল হয়েছে বর্তমানেও তেমন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবে ইদানীং ঘন ঘন হরতাল সংঘটিত হওয়ায় জনমনে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হরতালের সময়ে রাজপথ দখলে রাখার উদ্যোগ এবং শান্তিমিছিল, হরতালের ইতিহাসে একটি নবতর সূচনা। হরতালে সরকারি দলের রাজপথে থাকা নতুন ঘটনা নয় তবে আওয়ামী লীগ যে ভাবে রাজপথে থেকেছে অতীতে তা কখনই দেখা যায় নি। হরতালের উপর এর প্রভাব কেমন হবে তা অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার।

---

[১] সংবাদ, ২৪শে মার্চ, ১৯৯৭।
[২] সংবাদ, ৪ঠা মে, ১৯৯৭।
[৩] সংবাদ, ৫ই মে, ১৯৯৭।
[৪] সংবাদ, ২রা জুলাই, ১৯৯৭।
[৫] সংবাদ, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭।
[৬] সংবাদ, ৩১শে জুলাই, ১৯৯৮।
[৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৮।
[৮] ভোরের কাগজ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৯৮।
[৯] প্রথম আলো, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৮।
[১০] প্রথম আলো, ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

কার্যকরী ও আইনসিদ্ধ অধিকার

হরতাল বা ধর্মঘট বর্তমান বিশ্বে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, জনগণের একটি আইনসিদ্ধ, মৌলিক অধিকার, ক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ জ্ঞাপনের একটি অনন্য, আইনানুগ ভাষা। ধর্মঘটের শাব্দিক অর্থ সংঘবদ্ধ কর্মবিরতি। অফিসে আদালতে, কলে কারখানায়, শিল্পে বাণিজ্যে, শিক্ষায়, সেবায় বা কর্মস্থলে, ক্ষুব্ধ মানুষের সংঘবদ্ধ ও প্রতিবাদী ভাষা হিসাবে হরতাল আজ স্বীকৃত। যুক্তিসঙ্গত কারণে, ক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাহী কর্তৃপক্ষের প্রতিকূলে হরতাল বা ধর্মঘটের অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারে।

ব্যাপক প্রয়োগ

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ অবধি অগণিত হরতাল পালিত হয়েছে। কখনও সরকারকে কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বা সংশোধনে বাধ্য করতে, কখনও সরকারকে কোন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাপ প্রয়োগ করতে, আবার কখনও বা কোন দাবির সপক্ষে জনমতের প্রমাণ দিতে।

পাকিস্তান আমলের ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসনকালে বাঙালী জাতি তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য এই চূড়ান্ত প্রতিবাদের ভাষা সার্থক ভাবে প্রয়োগ করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের হাতে গোনা কয়েকটি হরতাল গণবিরোধী শাসকদের ভিত নড়বড়ে করে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি অনেকটা সর্বাত্মক হরতালের রূপ লাভ করে।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৯ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হরতালগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতেই জাতীয় পর্যায়ের হরতাল পালিত হয় বেশী। অর্থনৈতিক ইস্যুতে পালিত হরতালের অনেকগুলিই জাতীয় বাজেটের প্রতিবাদে ডাকা। দমন পীড়নের প্রতিবাদেও হরতাল পালিত হয়। আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের হরতালের ক্ষেত্রেও এসব ইস্যু দেখা যায়, তাছাড়াও আছে স্থানীয় ইস্যু। অরাজনৈতিক ইস্যুকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার প্রবণতাও লক্ষণীয়। আবার চিহ্নিত চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী বা মাস্তান গ্রেফতার হলেও তাকে রাজনৈতিক দমন পীড়ন হিসাবে আখ্যায়িত করে হরতাল ডাকার উদাহারণ আছে দেশের নানা স্থানে।

Dhaka University Institutional Repository

জোটের হরতাল

জোটের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি দীর্ঘ কালের। আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় তুলনামূলক ভাবে ছোট শরীক দলগুলি মিছিল, সমাবেশ ঘেরাও ইত্যাদির পরিবর্তে হরতাল আহ্বানে বেশী উৎসাহী থাকে। এই অবস্থানের পেছনে যে সুবিধাবাদী ভাবনা অনেক সময়ে কাজ করে, তাও অনেকটা স্পষ্ট। হরতাল সফলে মূল ভূমিকা বড় দলকেই রাখতে হয়, ব্যর্থতার দায়ভারও তাই তাদের উপরেই চাপানো হয়। সে কারণে অনেক ছোট দলের কাছে হরতাল আহ্বান হচ্ছে সবচেয়ে সহজ কর্মসূচী। অপর পক্ষে বড় দলে ধনবান শ্রেণীর প্রভাব সাধারণতঃ অধিক হয়ে থাকে। অথচ হরতালে অর্থনীতির যে ক্ষতি হয় তার সরাসরি প্রভাব পড়ে এই শ্রেণীর উপর। স্পষ্টতঃই রাজনৈতিক স্বার্থে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ঘন ঘন হরতাল ডেকে বড় রাজনৈতিক দলসমূহ নিজ দলের প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

সফল আন্দোলনগুলির পেছনে রাজনৈতিক জোটবদ্ধতার বড় ভূমিকা আছে। জনগণ ঐক্যকে সর্বদাই গুরুত্ব দেয়, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে তারা সাড়া দেয়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। ১৯৯৯ এর শেষ দিকে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এই লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেশ কয়েকটি হরতাল আহ্বান করে। চার দলীয় এই জোট এ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেমন আশা করেছিল তেমন সাফল্য দেখা যায় নি।

সহিংসতা ও নিপীড়ন

ইদানীং হরতালকে সহিংস ঘটনা ছাড়া প্রায় ভাবাই যায় না। হিংসাত্মক ঘটনাবলীর বিভিন্ন পক্ষ হিসাবে আবির্ভূত হয় আহ্বানকারী দল, সরকারি দল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং কখনও বা দুষ্কৃতিকারী। হরতালের খবরে আহত, নিহত বা গ্রেফতারের ঘটনা পড়তেও মানুষ ইদানীং অনেকটা অভ্যস্ত। অবশ্য গণআন্দোলনে কোন কোন মৃত্যুর ঘটনা সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে আরো প্রবল করে, এমন কি হরতাল আহ্বানের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলনের প্রতি সরকারের কঠোর মনোভাবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ বা অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বাড়াবাড়ির কারণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ত বাধ্য হয়েই তাদের 'এ্যাকশনে' যেতে হয়। তবে অনেক সময়েই তাদেরকে অহেতুক নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই হোক বা কোন দলীয় কর্মীই হোক, নিজেদের হিংসাত্মক কার্যক্রম সংবাদপত্রে প্রকাশ হোক, এটা তারা চায় না। হরতালে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে সাংবাদিক নিপীড়ন তাই একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। একই কারণে, সাংবাদিকগণ প্রায়ই পুলিশ বা অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লক্ষবস্তুতে পরিণত হন। আলোকচিত্র শিল্পীদের ক্ষেত্রে এ ভয় আরও বেশি, কারণ তারা অপরাধকে

Dhaka University Institutional Repository

ক্যামেরায় বন্দী করে রাখেন। এর প্রভাব থেকে সংবাদপত্রও মুক্ত নয়। সংবাদপত্র কর্মী কিংবা সংবাদপত্র বহনকারী যানবাহনকে সাধারণতঃ হরতালের আওতামুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু অনেক হরতালে সাংবাদিকদের বহনকারী যানবাহন ভাংচুর কিংবা পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

পিকেটার ও পিকেটিং

হরতালের সঙ্গে পিকেটিং, হরতাল আহ্বানকারী মিছিল, সমাবেশ ও জনসভা অনুষ্ঠানও আজকাল রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সর্বাত্মক হরতাল হলেও পিকেটাররা ভোর হতে না হতেই রাজপথে নেমে আসে। ১৯৬৯ এর ৪ঠা মার্চ আইয়ুব খানের দুঃশাসন অবসানের দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বান করা হরতাল সফল করতেও রাজধানীর সচিবালয় এলাকায় একদল ছাত্র পিকেটিংয়ে নামে। এ বিষয়ে দৈনিক সংবাদ এ ৫ই মার্চ লেখা হয়, "গতকাল ৪ঠা মার্চ সকালে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটের সামনে সমবেত হন। কিন্তু হরতাল আহ্বানে সাড়া দিয়ে অফিসের কর্মচারীগণ কাজে যোগদানের চেষ্টা না করায় ছাত্রছাত্রীরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যান।"

পিকেটিং এর প্রয়োজন না হলেও রাজপথে মিছিল করে হরতাল আহ্বানকারীরা। এটাই রেওয়াজ। ১৯৬৪ এর ২৯শে সেপ্টেম্বর হরতাল পালন সম্পর্কে দৈনিক আজাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, "নির্বাচন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সম্মিলিত বিরোধী দলের আহ্বানে ২৯শে সেপ্টেম্বর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও হরতাল হয়েছে। এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে রেলের চাকা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। হরতালের সময় অসংখ্য মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে পল্টন ময়দানে দুই লক্ষ লোকের এক জনসভায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতিত্ব করেন। প্রদেশের সর্বত্র হরতাল ছিল শান্তিপূর্ণ। রাজধানীতে কাঁচা মালের দোকানও খোলে নি। কোথাও পিকেটিং এর প্রয়োজন হয় নি।"

রাজপথে পিকেটারের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের শেষে পিকেটার ছাড়াই অনেক হরতাল পালিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পিকেটাররা রাজপথেই নামে নি। পিকেটিং করে বন্ধ করার প্রয়োজন পড়ে রিকশা, সরকারি বিআরটিসি বাস, ট্রেন, অফিস ও কারখানা। পিকেটিং না করলেও বন্ধ থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও মার্কেট। কেউ তাদের বাধা না দিলেও এগুলি খোলা হয় না। এমনকি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ মোতায়েনের আশ্বাস দিয়েও বড় মার্কেটগুলি খোলাতে পারেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজপথ থেকে পিকেটার কেন উধাও হল তা বলা মুশকিল। হরতাল ডাকলেই কোন না কোন ভাবে যখন হয়ে যায়, তখন পিকেটিংয়ের প্রয়োজন কি, এমন ধারণা এর পিছনে কাজ করতে পারে। আরও রয়েছে পুলিশের নির্যাতন, ক্রমাগত হরতালের ক্লান্তি, হরতালে অনীহা ইত্যাদি।

রাজপথের দখল

হরতালে শাসকদলের রাজপথে থাকার ঘটনা নতুন কিছু নয়। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বিরোধী দলগুলির ডাকা হরতালের সময় বিএনপি এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলি মিছিল-সমাবেশ করে। হরতালকারীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছে অনেক বার। এরশাদের শাসনামলেও সরকারি দল, জাতীয় পার্টি, হরতালের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলেও সরকারি দল রাজপথে সক্রিয় থাকে। তবে শেখ হাসিনার শাসনামলে সরকারি দল সেটিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে রাজপথ দখলে রাখার উদ্যোগ নেয়। এই পদক্ষেপ প্রথম নেয়া হয় ১৯৯৭ এর ২৫শে সেপ্টেম্বর। তারপর একই বছরের ৭ই ডিসেম্বর তারা আরও সংগঠিতভাবে রাজপথে নামে। এই দিন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে দেশব্যাপী পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করে। আওয়ামী লীগ রাজধানীতে বেশ কয়েকটি বড় মিছিল করে শান্তিচুক্তির পক্ষে। এরপর থেকে প্রতিটি হরতালে রাজপথে থাকা আওয়ামী লীগের রেওয়াজে পরিণত হয়। ঢাকার বাইরেও আওয়ামী লীগ হরতালের বিরুদ্ধে মিছিল করে।

হরতাল পালনের জন্য মিছিল, মশাল মিছিল, জনসভা অনুষ্ঠান, পোষ্টার ও লিফলেট প্রকাশ, মাইকিং, পদযাত্রা, পথসভা ইত্যাদি প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের প্রথা চালু আছে দীর্ঘকাল থেকে। অতীতে জনসাধারণ এ ভাবেই হরতালের কথা জানতে পারত। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে হরতাল আহ্বানকরীরা হরতালের আগের রাতে বোমাবাজির রীতি চালু করে। নব্বইয়ের দশকেও তা চলতে থাকে। কেউ কেউ একে অভিহিত করেন 'সাউন্ড এফেক্ট' হিসাবে। বোমাও ক্রমে শক্তিশালী হয়। হরতালের দিনেও ব্যাপক বোমাবাজি হয়। হরতাল ভেঙ্গে কোন যানবাহন বের হলে তা রুখতে পিকেটারদের অনুরোধের স্থান নেয় বোমা। চলন্ত বাসে ইট-পাটকেলের পরিবর্তে ছুঁড়ে মারা হয় বোমা। এতে সাধারণ মানুষের আহত ও নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে বহুবার।

পুলিশ ও প্রেস

হরতালে রাজপথে পিকেটারের পাশাপাশি থাকে পুলিশ। অতীতে আরও থাকত ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস। এখন থাকে বাংলাদেশ রাইফেলস। হরতালের সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতারের ঘটনা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমন আছে; কখনও এ সংখ্যা হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। পুলিশের হাতে নিহত ও আহত হওয়ার উদাহারণও রয়েছে অনেক। হরতালে পুলিশের প্রেসনোট ও ভাষ্য প্রদানের রেওয়াজ ১৯৪৭ সালে থেকেই রয়েছে। আন্দোলনের সমর্থকরা কখনই তা বিশ্বাস করে নি। এর বাস্তব কারণও রয়েছে। সর্বাত্মক ভাবে হরতাল পালিত হয়েছে অথচ

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ বলেছে সবকিছু স্বাভাবিক, এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। যেমন ১৯৪৮ এর ১১ই মার্চ হরতাল সম্পর্কে দেয়া প্রেসনোটে বলা হয়, "ঢাকার সমগ্র মুসলিম এলাকা এবং অমুসলিম এলাকার অধিকাংশ লোক ধর্মঘটে অংশ নিতে অস্বীকার করে। শুধুমাত্র হিন্দু দোকান বন্ধ রাখা হয়।"

তবে ১৯৬৬ এর ৭ই জুন ৬ দফার সমর্থনে এবং শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের আহ্বানে হরতাল পালনের পর দেয়া প্রেসনোটে রাজধানী ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের বাস্তব চিত্র অনেকটাই ফুটে উঠে। এতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়। হরতাল যে সর্বাত্মক ছিল তার চিত্রও পাওয়া যায়।

১৯৯৯ এর ৮ই নভেম্বর হরতাল সম্পর্কে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'ভোর থেকে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে হরতাল সমর্থক পিকেটাররা বোমা, ককটেল, ক্রেকারের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যানবাহন চলাচল ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা করে। কয়েকটি স্থানে হরতাল সমর্থক ও পিকেটাররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পিকেটারদের ছোড়া গুলি ও নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে পুলিশের কনষ্টবল মামুন ও মাহবুবসহ ৭ জন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।"

একই দিনে যাত্রাবাড়িতে বিএনপি নেতাদের আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তির ভাষ্য, " ১২টা ১৫ মিনিটে ডেমরার শহীদ ফারুক রোড থেকে সংসদ সদস্য সাদেক হোসেন খোকা, জয়নাল আবেদীন ফারুক ও বিএনপি নেতা আবদুল্লা আল-নোমানের নেতৃত্বে মিছিল করার সময় বিনা উস্কানিতে মিছিলকারীরা মারমুখী হয়ে কর্তব্যরত পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল, বোমা নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করতে থাকে। সাদেক হোসেন খোকা একজন পুলিশ সদস্যকে ধরে জোরপূর্বক মিছিলের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। সংঘর্ষ চলাকালে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য জখমপ্রাপ্ত হয়। এ পর্যায়ে পুলিশ আত্মরক্ষা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রথমে টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে এবং পরে বাধ্য হয়ে কয়েক রাউন্ড শটগানের গুলিবর্ষণ করে। ফলে মিছিলকারীদের কয়েকজন আহত হয়।" কিন্তু এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংসদ সদস্য সাদেক হোসেন খোকা ও জয়নাল আবেদীন ফারুক এবং সাবেক মন্ত্রী আবদুল্লা আল নোমানের আহত হবার কথা উল্লেখ নেই। অথচ ৯ই নভেম্বর সাদেক হোসেন খোকার রক্তাক্ত চেহারার ছবিসহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় অনেকগুলি জাতীয় দৈনিকে।

Dhaka University Institutional Repository

হরতালে ক্ষয়ক্ষতি

বেশিরভাগ হরতালের ইস্যু রাজনৈতিক কিন্তু হরতালে অর্থনীতির ক্ষতিই হয় সবচেয়ে বেশি। আশি ও নব্বইয়ের দশকের অসংখ্য হরতাল তাই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হরতাল কর্মসূচী প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবারের সঙ্গে মিলিয়ে হরতাল দেয়ায় টানা তিন-চার-পাঁচ দিন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদ ক্ষমতায় থাকাকালে হরতালে অর্থনীতির কি ক্ষতি হয় তার বিবরণ দিয়ে লাখ লাখ পোষ্টার ছাপিয়ে বিতরণ করেন। তাঁর মতে হরতালে একদিনে ক্ষতি দেড়শ কোটি টাকা। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেছেন, বিরোধী দলের হরতালে দেশে একদিনেই ক্ষতি হয় ২৫০ কোটি টাকা। শেখ হাসিনার শাসনামলে তাঁর অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া বলেন, এক দিনের হরতালে অর্থনীতির ক্ষতি হয় ৩৮৬ কোটি টাকা। সবচেয়ে বড় কথা, হরতালে ক্ষতি হয় মূলত অর্থনীতির এটা দেশের নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন। তারপরও হরতাল বন্ধ হয় নি।

বিগত ৫২ বছরে জাতীয় পর্যায়ে ২৫৬ দিন হরতাল হয়। স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে হরতাল হয় আরও ৯৩৬টি। এগুলিকে যদি জাতীয় পর্যায়ে অন্ততঃপক্ষে আরও ২৬টি হরতাল হিসাবে ধরা যায় তবে এই হিসাবে ৫২ বছরে হরতালের সংখ্যা হয় ২৮২ দিন। অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়ার হিসাবে সে ক্ষেত্রে ৫২ বছরের হরতালে মোট ক্ষতির পরিমান, ২৮২×৩৮৬ = ১,০৮,৮৫২ (এক লক্ষ ৮ হাজার ৮৫২ কোটি) টাকা।

গার্মেন্টস শিল্পে দেশব্যাপী একদিনের হরতালে ক্ষতি হয় একশত কোটি টাকার বেশি। এ হিসাব বিজিএমইএ প্রাক্তন সভাপতি আনিসুর রহমান সিনহার। গার্মেন্টস শিল্পকে অর্ধদিবস হরতালের আওতার বাইরে রাখার ঘোষণা দেয়ার পরও তিনি এই ক্ষতির কথা বলেছেন।

বিএনপি নেতা ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়ার হিসাব অনুসারে প্রতিদিনের হরতালে ক্ষতি ২৫০ কোটি টাকা। (২৮২ দিনের হরতালে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা)। তিনি যে সময় এই হিসাব দিয়েছিলেন তার তুলনায় টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমেছে অর্থাৎ টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনীতিও আকারে বেড়েছে। ৫২ বছরের হরতালে অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তা দিয়ে এই নব্বই দশকের শেষে অন্ততঃ ৭টি সরকারি উন্নয়ন বাজেট (সাত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বা এডিপি) বাস্তবায়ন করা যায় (প্রতি বছর গড়ে ১৫-১৬ হাজার কোটি টাকা)।

Dhaka University Institutional Repository

এই হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার কিংবা গবেষণার ক্ষতি, জরুরী চিকিৎসা ব্যাহত হওয়ায় রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের ভোগান্তি, আকস্মিক স্থানীয় হরতাল বা সড়ক অবরোধে আটকা পড়া মানুষের চরম দুর্ভোগ, ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হয় নি। আরও অনেক কিছুই আছে যার আর্থিক হিসাব করা দুরূহ ব্যাপার। হরতাল অগণিত সাধারণ মানুষের উপার্জনের অধিকার কেড়ে নেয়। অনেকের খাদ্য বা নিতান্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণের পথ এতে বন্ধ হয়ে যায়। তাই হরতালের প্রাথমিক শিকার বোধহয় সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষ।

হরতাল ও আদালত

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতান্ত্রিক শাসনকালের তুলনায় প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন এবং জেনারেলদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরোক্ষ সেনাশাসনের স্থায়িত্বকাল বেশী। স্বভাবতঃই এ সময়ে হরতালকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাষা হিসাবে বেছে নেয়া হয়। বিগত ১০ বছর প্রায় একটানা সংসদীয় শাসন বিরাজ করছে। স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ চলছে। কিন্তু হরতাল বন্ধ হয় নি। বরং তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে ডাকা পূর্ণ বা অর্ধদিবস হরতালের স্থান নিচ্ছে ঘন ঘন বা লাগাতার হরতাল। গণতান্ত্রিক অধিকার হরতালের আইনসিদ্ধতা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠছে।

হরতাল সম্পর্কে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত (সুয়্যোমটো) কারণ দর্শাতে বলে। এ ছাড়া, জনৈক নাগরিকের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টও দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়। হাইকোর্ট বলে, "হরতাল ডাকা সংবিধান অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক এবং মৌলিক অধিকার। তবে হরতাল পালনে শক্তি প্রয়োগ করা অপরাধ।" বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দলের হরতাল কর্মসূচী নেয়াকে কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে দায়ের করা একটি রিট আবেদন খারিজ করে হাইকোর্ট ২০০০ এর ২৫শে অক্টোবর এ কথা বলে।

হাইকোর্টের বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের হোসেন ও বিচারপতি এম এ আজিজের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তম বেঞ্চ ২৫শে অক্টোবর দিনব্যাপী রায়ে হরতাল সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। আদালত অভিমত প্রকাশকালে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯৯ এর ১২ই এপ্রিল এ্যাডভোকেট খন্দকার মোদারেস এলাহী হরতাল ডাকা ও পালনকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেনের বেঞ্চে রিট পিটিশন ফাইল করেন। ঐ দিনই আদালত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, জাপার সেক্রেটারি নাজিউর রহমান মঞ্জুর ও জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মওলানা মতিউর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান নিজামীর প্রতি রুলনিশি জারি করে। আদালত এই মর্মে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেন যে, "কেন হরতালকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে না।" সরকার, বিএনপি, জাপা ও জামায়াত এই নোটিশের জবাব দেয়। সরকার পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, বিএনপির পক্ষে ব্যারিস্টার শাহাদত হোসেন ও জামায়েতের পক্ষে আব্দুর রাজ্জাক আদালতে এ রিট পিটিশনের শুনানিতে অংশ নেন। এক পর্যায়ে রিট পিটিশনটি নিঃস্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান হাইকোর্ট ডিভিশনে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করেন। এই বেঞ্চ হরতাল সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে রায় দেয়, "হরতালে শক্তি বা বল প্রয়োগ করা হলে সেটা অপরাধ আর ঐ অপরাধের বিচার দেশের প্রচলিত আইনেই হতে পারে। হরতাল ডাকা যেমন মৌলিক অধিকার, তেমনি হরতালে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হন সে ক্ষতিগ্রস্তদেরও মৌলিক অধিকার খর্ব হয়।"

সমঝোতাই সমাধান

আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবস্থান অনেকক্ষেত্রেই ক্ষমতায় থাকা না থাকার উপর নির্ভরশীল। সরকারে থাকাকালে এক কথা বলে বিরোধী দলে গিয়ে সুর পাল্টানো দেশের রাজনৈতিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এই আচরণের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। ক্ষমতায় থাকলেই ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে যেমন সবকিছু করা সম্ভব হয় না, বিরোধী দলেরও তেমন রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এখন এই সত্যটির অনুধাবন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, সরকারের সকল লোকই যেমন উন্নয়ন কামী নয় তেমনি বিরোধী দলের সকলেও নয় ধ্বংসাত্মক।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিখা চিরন্তণে এক অনুষ্ঠানে বলেন, "ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দঘন দিনে আমি জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বলতে চাই যে, সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বিত প্রয়াস গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। প্রধান প্রধান জাতীয় ইস্যুতে তাদের মধ্যে ঐকমত্যই এই প্রাণশক্তি সঞ্চার করবে। এই প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করে জাতীয় সমস্যা সমাধানে সবাইকে শপথ নিতে হবে। উচ্ছৃংখলতা নয়, মতপার্থক্যের জন্য পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা নয়, শৃংখলা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় কর্মোদ্যোগকে বেগবান করতে হবে। স্বাধীনতার যে মশাল আমাদের পথ দেখিয়েছে তাকে আমাদের চলার পথের পাথেয় করতে হবে।"

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত পালিত হরতাল ও অন্যান্য কর্মসূচি

১৯৪৭

১৩ই ডিসেম্বর ঢাকায় সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে হরতাল পালন করে (প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ধর্মঘট)। এদিন থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

উৎসঃ বদরুদ্দিন উমর প্রণীত 'পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ৭০

গণপরিষদের সরকারি ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাক টিকেটে বাংলার ব্যবহার না করা ও নৌ-বাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করার দাবিতে ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট (হরতাল) ডাকে তমুদ্দুন মজলিস ও পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ।

উৎসঃ আজাদ, ১৩ই মার্চ, ৪৮

১৯৫১

১১ই মার্চ ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় সমাবেশ হয়। নারায়ণগঞ্জেও ধর্মঘট হয়।

উৎসঃ পাকিস্তান অবজারভার, ১২ই মার্চ, ৫১

১৯৫২

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার অপপ্রয়াস বন্ধের দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল ডাকা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ এই হরতাল আহ্বান করে ।

উৎসঃ আজাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ৫২

Dhaka University Institutional Repository

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের আহ্বানে ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ৫২

২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। রেল ধর্মঘট হয়। পরপর ৩ দিন হরতাল ডাকা হয়। দেশের অন্যান্য স্থানেও হরতাল হয়। উৎসঃ ইনসাফ, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ৫২

২৫শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, "ক্রমাগত ধর্মঘট চলতে থাকলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের অর্থনৈতিক সংকটের আশংকা থাকে তাই স্থির হয়েছে কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য ধর্মঘট স্থগিত থাকবে। প্রদেশব্যাপী ৫ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট হবে।"

উৎসঃ আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ৫২

ব্যাপক দমননীতি, গ্রেফতার, সরকারি অপপ্রচার ইত্যাদি কারণে প্রদেশব্যাপী রাষ্টভাষা কর্ম পরিষদের ডাকা ৫ই মার্চ হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয় নি। দিনটিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করা হয়। ৫ই মার্চ ঢাকা শহর থেকে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়। উৎসঃ আজাদ ও সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ৬ই মার্চ, ৫২

১৯৫৩

১৬ই ফেব্রুয়ারি পাবনায় ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ মিছিলে মুসলিম লীগের গুন্ডাদের হামলার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি পাবনা শহরে দিবারাত্র ২৪ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ হরতালের ডাক দেন।

উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ৫৩

কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের আহ্বানে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে ঢাকার দোকানপাট, বাস, রিকশা, বাজার, রেল, সিনেমা বন্ধ থাকে। পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ৫৩

১৯৫৬

শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম, খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা অনুসারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, শিল্প ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে সমান অংশ দান,

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা বাংলা করা প্রভৃতি দাবিতে ২৯শে জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে জানুয়ারি, ৫৬

অমর একুশে উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদিন শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৫৬

বিরোধী দলসমূহের আহ্বানে প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে ২৭শে আগস্ট ঢাকা শহরে আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সান্ধ্য দৈনিক চাষী, ২৭শে আগস্ট, ৫৬

৪ঠা সেপ্টেম্বর চরম খাদ্য সংকটের প্রতিবাদে ঢাকায় ভূখা মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ৩ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। উৎসঃ দৈনিক চাষী, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৫৬

মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সান্ধ্য দৈনিক চাষী ও সংবাদ, ৬ই সেপ্টেম্বর, ৫৬

পৃথক নির্বাচনের দাবির সমর্থনে ২৯শে সেপ্টেম্বর বিরোধী দলসমূহের ডাকে ঢাকায় হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সান্ধ্য দৈনিক চাষী, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৫৬

মিসরে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ৯ই নভেম্বর মিসর দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সান্ধ্য দৈনিক চাষী, ৯ই নভেম্বর, ৫৬

মাইজদী থেকে বেগমগঞ্জে নোয়াখালী জেলা সদর স্থানান্তরের প্রতিবাদে ২৪শে নভেম্বর জেলা বণিক সমিতি ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে মাইজদীতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সান্ধ্য দৈনিক চাষী, ২৭শে নভেম্বর, ৫৬

নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানাকে বিভক্ত করে জেলার সদর ও ফেনী মহকুমার সাথে সংযুক্ত করার প্রতিবাদে ১লা ডিসেম্বর সারা সেনবাগ থানায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সর্বদলীয় প্রতিবাদ কর্মী পরিষদ এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক চাষী, ১৩ই ডিসেম্বর, ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৭

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১৫ই অক্টোবর ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক চাষী, ১৬ই অক্টোবর, ৫৭

ঝিনাইদহে ছাত্র জনতার উপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে শহরে ১৪ই নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে নভেম্বর, ৫৭

পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিধনের প্রতিবাদে ৬ই ডিসেম্বর সমগ্র সিলেট শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৫৭

যুক্ত নির্বাচন সমর্থক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১১ই ডিসেম্বর যুক্ত নির্বাচন দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনে উক্ত দিবসে প্রদেশের সর্বত্র হরতাল আহ্বান করা হয়। (যুক্ত নির্বাচন মেনে নেয়ায় এই হরতাল বাতিল করা হয়)। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই ডিসেম্বর, ৫৭

সিলেটে গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার প্রতিকার বিধানে প্রদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ২৮শে ডিসেম্বর সিলেট জেলা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারা জেলাব্যাপী হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে ডিসেম্বর, ৫৭

১৯৫৮

দোকানে কর ধার্যের প্রতিবাদে ১৩ই মার্চ চট্টগ্রামের হোটেল ও চায়ের দোকান মালিকগণ হরতাল পালন করে। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোনায় ১৪ই মার্চ একই দাবিতে হরতাল পালিত হয় (প্রকৃতপক্ষে দোকান ধর্মঘট পালিত হয়)। উৎসঃ দৈনিক চাষী, ১৪ই মার্চ, ৫৮

রাস্তা মেরামতের দাবিতে সমস্ত রাজশাহী শহরে ২০শে আগস্ট পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ ইত্তেহাদ, ২৪শে আগস্ট, ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৫৮ এর ৭ই অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে সকল ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করা হয়)।

১৯৬২

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল, ছাত্রদের বেতন হ্রাস, তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স বাতিল ও উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাত্রসমাজ ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ পাকিস্তান অবজারভার ও আজাদ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৬২

(১৯৫৮ এর অক্টোবর মাসে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর ১৯৬২ এর ১৭ই সেপ্টেম্বর ছিল পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম হরতাল। ছাত্র সমাজের নামে আহুত এই হরতালের পেছনে ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টি এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেয়)

১৯৬৩

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রদূত জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ৬ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ আজাদ, ৭ই ডিসেম্বর, ৬৩

১৯৬৪

সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ১৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামী ইসলামী, প্রভৃতি দল এই হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ সংবাদ, ২০শে মার্চ, ৬৪

নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সম্মিলিত বিরোধী দলের আহ্বানে ২৯শে সেপ্টেম্বর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও আজাদ, ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর, ৬৪

নীলফামারীতে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে রংপুরের ছাত্রসমাজ ২০শে ডিসেম্বর জেলার সর্বত্র হরতাল ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ২১শে ডিসেম্বরের সংবাদ-এ জানানো হয় এই হরতাল ২৪শে ডিসেম্বর পালিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই ও ২১শে ডিসেম্বর, ৬৪

১৯৬৫

মে দিবস উপলক্ষে ৭ই মে কুমিল্লায় রিকশাওয়ালারা পূর্ণ হরতাল পালন করে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মে, ৬৫

শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম বিলের প্রতিবাদে ১৪টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ৬ই আগস্ট ঢাকা ও আশেপাশের শ্রমিক অঞ্চলে প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই আগস্ট, ৬৫

১৯৬৬

১৬ই মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জনৈক স্কুল শিক্ষক ও মোক্তারের মধ্যে একখন্ড জমির সীমানা নিয়ে উদ্ভূত বিরোধকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র নিহত ও ১৫/১৬ জন আহত হয়। অপ্রত্যাশিত ও অপ্রয়োজনীয় পুলিশি ব্যবস্থার প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা শহরে ২০শে মার্চ পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে মার্চ, ৬৬

শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা আইন বলে গ্রেফতারের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৩ই মে প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় । উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মে, ৬৬

দেশবাসীর আশা-আকাংখার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা ও নেতৃবৃন্দকে দেশ রক্ষার বিধি বলে কারাগারে আটক করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য আহুত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২০শে মে দীর্ঘ ৫ ঘন্টাব্যাপী আলাপ আলোচনার পর ৬ দফার সমর্থনে ও কতিপয় সুস্পষ্ট দাবির ভিত্তিতে ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে মে, ৬৬

১৯৬৭

পিরোজপুর কলেজের ছাত্রদের ১৩ দফা দাবির আন্দোলনের সমর্থনে ২রা জানুয়ারি পিরোজপুর শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

নিশাত জুট মিলের ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের উপর ভাড়াটিয়া সশস্ত্র গুন্ডাদের হামলা ও শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক জনাব মোহাম্মদ হোসেনের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৩১শে মার্চ টঙ্গীর সমগ্র শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১লা এপ্রিল, ৬৭

১৯৬৮

৭ই ডিসেম্বর শনিবার ঢাকা শহরে পূর্ণ যানবাহন হরতাল পালিত হয়। সমস্ত দোকান পাট বন্ধ থাকে। ভাসানীপন্থী ন্যাপ শ্রমিক ফেডারেশন ও কৃষক সমিতি ঢাকার ধর্মঘটকারী অটোরিকশা চালকদের সমর্থনে এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই ডিসেম্বর, ৬৮

৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল চলাকালে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর গুলিবর্ষণে দু'জন নিহত ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়। সরকারের জুলুম, হত্যা, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার ও ব্যাপক গ্রেফতারের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর আহ্বানে ৮ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

উৎস: আজাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৬৮

ঢাকায় গুলিবর্ষণ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অনুসৃতঃ সরকারি দমননীতি, পুলিশি নির্যাতন, নিপীড়ন ও বেপরোয়া গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১০ই ডিসেম্বর ঢাকা ব্যতীত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১২ই ডিসেম্বর, ৬৮

১৩ই ডিসেম্বর সংযুক্ত বিরোধী দলের আহ্বানে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সকাল থেকে ইফতার পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সর্বাত্মক ধর্মঘট ও হরতাল, বিভিন্ন স্থানে সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষ দমননীতি প্রতিরোধ দিবস পালন করে। সমগ্র পাকিস্তানে সরকারি নির্যাতন, দমননীতি, ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণ ও গণহত্যা, বেপরোয়া কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ, পাইকারী গ্রেফতার, ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিতে এ হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ আজাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাপ (পিকিংপন্থী) নেতা মাওলানা ভাসানী ২৯শে ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করেন। স্বৈরাচারী সরকারের পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের দাবিতে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে ডিসেম্বর, ৬৮

১৯৬৯

২০শে জানুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হবার প্রতিবাদে ২১শে জানুয়ারি ঢাকায় সংগ্রামী ছাত্র সমাজের আহ্বানে সর্বাত্মক পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। ২১শে জানুয়ারি শহীদ আসাদের জন্মস্থান শিবপুরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ আজাদ মাইক্রোফিল্ম, ২১শে জানুয়ারি, ৬৯

কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ৮ দফার সমর্থনে এবং আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে ১২ই ফেব্রুয়ারি সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী হরতাল পালনের আহ্বান জানায়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে জানুয়ারি, ৬৯

পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জে ২২শে জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে জানুয়ারি, ৬৯

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৫শে জানুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ আজাদ, ২৫শে জানুয়ারি, ৬৯

২৪শে জানুয়ারি প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, জানুয়ারি ফাইল, ৬৯

শহীদ আসাদুজ্জামানের স্মরণে এবং বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-গণহত্যার প্রতিবাদে ২৭শে জানুয়ারি ঢাকা জেলার কাপাসিয়া থানাধীন আড়াল বাজারে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০ ও ৩১শে জানুয়ারি, ৬৯

জনতার উপর নির্যাতন, ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইনের প্রতিবাদে এবং ছাত্রদের ১১ দফা দাবির সমর্থনে বগুড়া ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১লা ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক আজাদ মাইক্রোফিল্ম, ফেব্রুয়ারি, ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালীতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ৬৯

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৮ই ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ৬৯

১০ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের আহ্বানে চট্টগ্রাম শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ইতিপূর্বে জেলা আওয়ামী লীগ দিনটিকে মুজিব দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ৬৯

দেশব্যাপী ছাত্র-গণহত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারি সুর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।

উৎসঃ আজাদ মাইক্রোফিল্ম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ৬৯

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে জনাব তোফায়েল আহমদ ঢাকায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি, হরতাল আহবান করেন।

উৎসঃ আজাদ মাইক্রোফিল্ম, ফেব্রুয়ারি, ৬৯

শ্রমিক ফেডারেশনের আহবানে ১৯শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ৬৯

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ৪ঠা মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্ররা এ হরতাল আহবান করে। ৪ঠা মার্চ দৈনিক সংবাদ এক সম্পাদকীয়তে (শিরোনাম: শান্তিপূর্ণ হরতাল চেতনার স্মারক) শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালনের জন্যে জনগণের প্রতি অনুরোধ জানায়।

উৎসঃ সংবাদ, ৫ই ফেব্রুয়ারি , ৬৯

৭ই মার্চ ময়মনসিংহের সুদূর পল্লী অষ্টগ্রামে গণতান্ত্রিক সমাজের আহবানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই মার্চ, ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৭ই মার্চ ঢাকা ও চট্টগ্রামে সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। মওলানা ভাসানীর উপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রামে হরতালের পাশাপাশি এদিন প্রদেশব্যাপী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই মার্চ, ৬৯

১৯৭০

২০শে জানুয়ারি ঢাকা শহরে সকাল ৬টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালন, সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে শহীদ আসাদ দিবস পালন করা হয়। ভাসানীপন্থী ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশন এই হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে জানুয়ারি, ৭০

১১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ২৪শে জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), ও এন এস এফ এর ডাকে ৬টা-২টা হরতাল পালিত হয় । উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে জানুয়ারি, ৭০

বন্দী মুক্তি ও দাবি দিবস উপলক্ষে ১৯শে এপ্রিল মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে সকাল ৬টা থেকে ১টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করেন। এই হরতালের প্রতি ন্যাপ (ভাসানী), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও শ্রমিক ফেডারেশন সমর্থন জানায়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে এপ্রিল, ৭০

পোস্তাগোলা শিল্পাঞ্চলে পুলিশের গুলিবর্ষণ, শ্রমিক হত্যা ও নির্বিচার গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২৩শে মে রাজধানী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী সকল শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের যৌথ আহ্বানে উপরোক্ত হরতাল, বিক্ষোভ ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে মে, ৭০

পোস্তগোলা শিল্পাঞ্চলে গুলিবর্ষণ ও শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের আহ্বানে ২৬শে মে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে মে, ৭০

শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ৬টি শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বানে ৪ঠা জুন ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে কলকারখানা ও দোকানপাটে হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই জুন, ৭০

Dhaka University Institutional Repository

ডেপুটি ডিপিআই দফতর বরিশাল হতে খুলনা স্থানান্তরের প্রতিবাদে এবং বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পাটকল, কাপড়ের কল, চিনিকল ও রেল যোগাযোগ স্থাপনের দাবিতে ১লা জুলাই বরিশালে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা জুলাই, ৭০

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজিজ দিবস পালন উপলক্ষে ২৭শে জুলাই চট্টগ্রাম শহরে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম এ আজিজের মুক্তির দাবিতে এই হরতাল আহবান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে জুলাই, ৭০

বগুড়ায় ছাত্রলীগের হাতে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী প্রদীপ কুমার লাহিড়ী হত্যার প্রতিবাদে ১৫ই সেপ্টেম্বর ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে বগুড়া শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ৭০

ছাত্র ইউনিয়নের আহবানে ২২শে সেপ্টেম্বর সমগ্র বগুড়ায় দুপুর ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী প্রদীপ কুমার লাহিড়ীর হত্যার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ৭০

১৯৭১

২০শে জানুয়ারি ঢাকা শহরে সকাল ৬টা হতে অপরাহ্ন ১টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। এই দিন ময়মণসিংহেও বেলা ২টা পর্যন্ত বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে জানুয়ারি, ৭১

শেখ মুজিব ২রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল পালনের আহবান জানান। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা মার্চ, ৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে এবং গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের দাবিতে ৩রা মার্চ রাজধানী ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। উৎস: সংবাদ, ৪ঠা মার্চ, ৭১

সমগ্র বাংলাদেশে ৪ঠা মার্চ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। শহর-বন্দর সর্বত্র শুধু মিছিল আর সমাবেশ চলে।

উৎসঃ সংবাদ, ৫ই মার্চ, ৭১

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত করার প্রতিবাদে ৫ই মার্চ সারা বাংলায় সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই মার্চ, ৭১

বাঙালির সার্বিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ৬ই মার্চ ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল (৬টা-২টা) পালিত হয়। এদিনের হরতালে রাজধানী ঢাকা নগরী ছিল বক্তৃতামুখর, ছিল মিছিল আর সমাবেশে পূর্ণ।
উৎসঃ সংবাদ, ৭ই মার্চ, ৭১

শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধিকার আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী ৯ই মার্চ সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা সরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও জেলা কোর্টে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মার্চ, ৭১

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ২৪শে মার্চ অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে মার্চ, ৭১

৮ই মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২৫শে মার্চ সারা বাংলায় অসহযোগ পালিত হয়। বিকালে সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর গণহত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২৭শে মার্চ সারা বাংলায় হরতাল আহ্বান করেন। ঢাকায় মধ্যরাতে শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নারকীয় গণহত্যা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় বাসভবন থেকে। বাংলাদেশের মানুষ তার আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে। ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে আসেন।

১৯৭২

বগুড়া জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি বদিউজ্জামান ও ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের উপর হামলার প্রতিবাদে ১২ই সেপ্টেম্বর ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৭২

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়ায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ১৩ই সেপ্টেম্বর জয়পুরহাটে ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বানে সাড়ে ৫ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৭২

চুয়াডাঙ্গা ন্যাপ সম্পাদক আলী জাফরের হত্যার প্রতিবাদে ৩রা অক্টোবর কুষ্টিয়া শহরে জেলা ন্যাপের আহ্বানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা অক্টোবর, ৭২

চুয়াডাঙ্গা ন্যাপ নেতা আলী জাফরের হত্যার প্রতিবাদে ৪ঠা অক্টোবর চুয়াডাঙ্গায় ন্যাপের আহ্বানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দর্শনাতেও হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই অক্টোবর, ৭২

১৯৭৩

ভিয়েতনামে মার্কিন গণহত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসুর প্রতিবাদ শোভাযাত্রায় ১লা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকারের গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ঢাকাসহ সারাদেশে ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন সর্বাত্মক হরতাল পালনের ডাক দেয়। সমর্থন দেয় অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক-ছাত্র সংগঠন।
উৎসঃ সংবাদ, ২রা জানুয়ারি, ৭৩

১লা জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিতে মতিউর ইসলাম ও মীর্জা কাদের নিহত হয়। এর প্রতিবাদে ২রা জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়, যা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দেশব্যাপী হরতাল।
উৎসঃ সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি, ৭৩

ঢাকায় ১লা জানুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বরিশালে ন্যাপ ও বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির দফতর তছনছ করার প্রতিবাদে ৩রা জানুয়ারি বরিশালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই জানুয়ারি, ৭৩

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগ (মান্নান) ৩১শে জানুয়ারি শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের জন্য বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের সমর্থনে দেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জানুয়ারি, ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মানিকগঞ্জ জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক শাহাদত হোসেন বাদলকে হত্যার প্রতিবাদে ১১ই জানুয়ারি সারা মানিকগঞ্জে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। জাসদের মানিকগঞ্জ শাখা এ হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই জানুয়ারি, ৭৩

নারায়ণগঞ্জের আই ই টি হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রলীগের কর্মী কানু চন্দ্র আইচের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে মুজিববাদী ছাত্রলীগের আহবানে ১১ই জানুয়ারি সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই জানুয়ারি, ৭৩

৩১শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে বিকাল ৩টায় শ্রমিক লীগ আহুত জনসভায় বিভিন্ন বক্তা দেশে ও বিদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি বিনষ্টের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করার সংকল্প ঘোষণা করেন। এই দিন জাতীয় শ্রমিক লীগের আহবানে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১লা ফেব্রুয়ারি, ৭৩

বারবকুন্ড শিল্পাঞ্চলে আর আর পাট ও বস্ত্রমিলে সশস্ত্র দুস্কৃতিকারী কর্তৃক নির্মমভাবে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ৭ই ফেব্রুয়ারি বন্দর নগরী চট্টগ্রামে সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। ফেনী ও নোয়াখালীতেও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ৭৩

আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও অন্যান্য সংগঠনের যৌথ মিছিলে জাসদ কর্মীদের হামলার প্রতিবাদে ৮ই জুন নোয়াখালী জেলার সর্বত্র দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই জুন, ৭৩

খুলনার বিশিষ্ট ন্যাপ ও টিইউসি নেতা জনাব এ টি এম খালেদের প্রতি গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২০শে জুন খুলনা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে খুলনায় ৬টা-২টা শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে জুন, ৭৩

মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগ ২৮শে ডিসেম্বর সমগ্র মাদারীপুরে হরতাল আহবান করে। ২২শে ডিসেম্বর শিবচর থানার ভান্ডারকান্দি নির্বাচনী কেন্দ্রে গোলযোগের কারণে থানার ওসি জনাব লুৎফর রহমান তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে জেলা সম্পাদক জনাব আমির হোসেনের বাড়িতে হামলা চালানোর প্রতিবাদে এ হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে ডিসেম্বর, ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪

১৯শে জানুয়ারি খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৮ই জানুয়ারি ঢাকায় বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ, রক্ষীবাহিনী ও আওয়ামী লীগের নির্লজ্জ হামলা, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বানে এই হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ গণকণ্ঠ, ২০শে জানুয়ারি, ৭৪

২০শে জানুয়ারি বাগেরহাট জেলা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্যোগে একটি মিছিলে রক্ষীবাহিনীর হামলার প্রতিবাদে জাসদের উদ্যোগে ২১শে জানুয়ারি বাগেরহাটে ভোর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ গণকণ্ঠ, ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭৪

যশোরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাতীয় কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি এবং যশোর জেলা জাসদের সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসেনের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি যশোরে সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জাসদের আহ্বানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ গণকণ্ঠ, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ৭৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন দল নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উদ্যোগে ৮ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ শহরে ভোর ৬টা হতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই এপ্রিল, ৭৪

ছাত্রলীগ সভাপতি মুনিরুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল ৯ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১টায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যালয় ঘেরাও করে। বিক্ষোভকারীরা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিউল আলম প্রধানের মুক্তির দাবিতে সুদীর্ঘ ৪ ঘন্টাকাল আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট করে। জনাব শফিউল আলম প্রধানের মুক্তির দাবিতে বগুড়ায় ৯ই এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১০ই এপ্রিল, ৭৪

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানের মুক্তির দাবিতে খুলনায় ছাত্রলীগের ডাকে ৯ই এপ্রিল ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। একই দিনে রংপুরে ১২টা পর্যন্ত হরতাল হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই এপ্রিল, ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

শফিউল আলম প্রধানের মুক্তির দাবিতে ১১ই এপ্রিল ছাত্রলীগের আহ্বানে লাকসামে সকাল থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই এপ্রিল,৭৪

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অনশন উপলক্ষে ২১শে মে রাজধানী ঢাকায় ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। এদিন চট্টগ্রামেও ন্যাপ আহুত এই হরতাল পালিত হয়। ভাসানী ন্যাপের আহ্বানে খুলনাতেও অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে মে, ৭৪

ছাত্রলীগ কর্মী শ্রী দীনবন্ধু মজুমদারের রহস্যজনক মৃত্যুর প্রতিবাদে ৭ই জুন ভোর ৫টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ঝিনাইদহে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহ এই হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জুন, ৭৪

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান মনোরঞ্জন সাহাকে গুলি করার প্রতিবাদে জেলা ছাত্রলীগ আহুত ১৯শে নভেম্বর এর হরতাল জেলায় আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে নভেম্বর, ৭৪

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ২৬শে নভেম্বর দেশব্যাপী ভোর ৬টা হতে ২টা পর্যন্ত হরতাল ডাকে। ঢাকায় আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে নভেম্বর, ৭৪

সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। বরিশাল ও বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল এবং ফরিদপুরে আংশিক ভাবে হরতাল পালনের খবর পাওয়া যায়। ১৯৭৩ সালেও বিজয় দিবসে তারা হরতাল ডেকেছিল। তবে তা পালিত হয় নি। হরতাল সফল করার জন্য বিভিন্নস্থানে বোমাবাজি করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই ডিসেম্বর, ৭৪

সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এ সময়ে সংবিধানের কতিপয় ধারা স্থগিত করা হয়। ধর্মঘট, হরতাল, মিছিল, সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে ডিসেম্বর, ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫

জেল হত্যার প্রতিবাদে ৫ই নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। জাতীয় ছাত্রলীগের অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ৪ঠা নভেম্বর বিকালে এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই নভেম্বর, ৭৫

১৯৭৮

৫ই আগস্ট লালদিঘী ময়দানে ছাত্র ও রিকশা শ্রমিকদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভার পক্ষ থেকে ৪ঠা আগস্ট গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই আগস্ট, ৭৮

জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১লা নভেম্বর দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে অক্টোবর, ৭৮

১৯৭৯

ঢাকা ও রাজশাহীতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের জোট - সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য ২৪শে মার্চ দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। কিন্তু এই হরতাল স্থগিত রাখা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে মার্চ, ৭৯

জয়পুরহাটে প্রদর্শনীতে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৮ই এপ্রিল শহরে সকাল থেকে পূর্ণ ধর্মঘট (হরতাল) পালিত হয়। আওয়ামী লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ (মোঃ), জাসদ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ (ভাসানী), প্রভৃতি সংগঠন এই হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই এপ্রিল, ৭৯

নরসিংদী মহকুমাকে প্রস্তাবিত নারায়ণগঞ্জ জেলায় অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে ২৩শে মে নরসিংদী শহরে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে মে, ৭৯

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২রা জুলাই থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলা উদ্বোধনের দাবিতে ২০শে জুন নারায়ণগঞ্জ সর্বদলীয় জেলা কমিটির আহ্বানে ভোর ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২১শে জুন, ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুরে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের অপসারণের দাবিতে চাঁদপুর বার সমিতির আহ্বানে ৬ই জুলাই চাঁদপুর শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই জুলাই, ৭৯

১৯৮০

রাজশাহী জেলহত্যা, রাজনৈতিক ফাঁসি, হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং রাজবন্দীদের মুক্তি ও কারাবন্দীদের দাবির সমর্থনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) প্রভৃতি দলসহ মোট ১০টি দল ৯ই ফেব্রুয়ারি হরতালের ডাক দেয়। ৫টি দলের সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টও পৃথক হরতাল পালনের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ৮০

গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আহ্বানে ১৬ই ফেব্রুয়ারি যশোর, বরিশাল, মেহেরপুর, পোড়াদহ, খুলনা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ভেড়ামারা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল ও মুন্সিগঞ্জে হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৮০

চুয়াডাঙ্গা কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে অশোভন আচরণের প্রতিবাদে ১০ই মার্চ চুয়াডাঙ্গায় সকাল ৬টা হতে ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই মার্চ, ৮০

রাজশাহী শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার ইসলাম শাহের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৮০

ছাত্রনেতা তবারক হোসেনকে হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে সেপ্টেম্বর বন্দরনগরী চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৮০

হবিগঞ্জকে জেলা করার দাবিতে ও এতদসংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আশ্বাসকে উপেক্ষা করে অন্যত্র জেলা সদর স্থাপন সংক্রান্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠির প্রতিবাদে হবিগঞ্জ মহকুমার সর্বত্র ১৩ই অক্টোবর শান্তিপূর্ণ ভাবে, সফল হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই অক্টোবর, ৮০

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা জেলে হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে অক্টোবর খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে অক্টোবর, ৮০

খুলনা জেল হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ডাকে যশোর শহরে ২৪শে অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে অক্টোবর, ৮০

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র ২৮শে অক্টোবর অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। খুলনায় জেলহত্যা ও স্বাধীনতা দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণার প্রতিবাদে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ, জাসদ, সিপিবি, ন্যাপসহ দশটি দল বেলা ১২টা পর্যন্ত এই হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে অক্টোবর, ৮০

২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে অপরিবর্তনীয় রাখাসহ ১২ দফা দাবিতে আওয়ামী লীগ ৩রা নভেম্বর সকাল ৬টা হতে ১২টা পর্যন্ত দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা নভেম্বর, ৮০

১৯৮১

উপদ্রুত এলাকা বিল প্রত্যাহার এবং শাহজালাল ও জালালাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন দু'টি পুনরায় চালু করার দাবিতে ৮ই জানুয়ারি সিলেট শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই জানুয়ারি, ৮১

মৌলভীবাজার মহকুমাকে জেলা করার দাবিতে ২রা জানুয়ারি মৌলভীবাজার শহরে সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই জানুয়ারি, ৮১

চা বাগান কেনাবেচা নিয়ে দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নওয়াব আলী সরোয়ার খান ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুলাউড়ায় ১৯শে জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে জানুয়ারি, ৮১

Dhaka University Institutional Repository

১৯শে জানুয়ারি রাতে রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের পর মিল এলাকায় চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য মিলটি বন্ধ ঘোষণা করে। গুলিবর্ষণের ঘটনায় ১০ জন শ্রমিক আহত হয়। ৬ লাখ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হবার কথা শোনা যায়। পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২২শে জানুয়ারি রাজশাহী শহরে হরতাল পালিত হয়। পুলিশ শহরের দোকনপাট খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। দু'জন ছাত্র আহত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে জানুয়ারি, ৮১

বিদ্যুতের মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার ও ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে ৫ই ফেব্রুয়ারি বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কয়েকটি শহরে আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা এই হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ৮১

পুলিশ কর্তৃক একজন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রহারের প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি নীলফামারী মহকুমার ডোমার থানায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৮১

ধর্মঘটকারী শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ১০ই মার্চ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করা হয়। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ রাজধানীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে ২০শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দানকালে উপরোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৮১

সাপ্তাহিক সিলেট সমাচারে একটি আপত্তিকর প্রবন্ধ ছাপার বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এবং প্রবন্ধ লেখক সরদার আলাউদ্দিনের ফাঁসি, সমাচার সম্পাদকের বিচার ও সমাচারের ডিক্লারেশন বাতিলের দাবিতে ৩রা মার্চ হরতালের ডাক দেয়া হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা মার্চ, ৮১

স্থানীয় একটি মসজিদে প্রবেশ করে কুরআন শরীফসহ ধর্মীয় পুস্তকে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে ১০ই মার্চ সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উল্লেখ্য ৭ই মার্চ গভীর রাতে কে বা কারা হাজী মসজিদে প্রবেশ করে কুরআন শরীফসহ ধর্মীয় পুস্তকে আগুন লাগিয়ে দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই মার্চ, ৮১

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডাকে গণ সমাবেশে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ২৫শে মার্চ ভোর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত রংপুর শহরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে মার্চ, ৮১

নেত্রকোনা সাবজজ কোর্টের আওতা থেকে ৪টি থানাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে ৩০শে মার্চ নেত্রকোনায় পূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল এ হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে মার্চ, ৮১

রংপুর, বরিশাল ও দিনাজপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলার প্রতিবাদে সৈয়দপুরে ২রা এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা এপ্রিল, ৮১

রংপুর ও বরিশালে জামায়েতে ইসলামী কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলার প্রতিবাদে খুলনা জেলা মুক্তিবাহিনীর ডাকে ৬ই এপ্রিল খুলনা শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই এপ্রিল, ৮১

রাজশাহীর চারঘাটা থানার পাকুড়িয়া ইউনিয়নের কিশোরপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম ও আবদুল কুদ্দুসকে হত্যার প্রতিবাদে ৮ই এপ্রিল রাজশাহী শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এই হরতালের ডাক দেয়। শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১০ই এপ্রিল, ৮১

রংপুর, বরিশাল ও রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর জামায়েতে সমর্থকদের হামলার প্রতিবাদে ৯ই এপ্রিল যশোরে ভোর ৫টা হতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এই হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই এপ্রিল, ৮১

রংপুর, বরিশাল ও রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর জামায়েতে সমর্থকদের হামলার প্রতিবাদে ১৫ই এপ্রিল নরসিংদীতে সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নরসিংদী কমান্ড এই হরতালের ডাক দেয় । উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই এপ্রিল, ৮১

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ঠা মে ময়মনসিংহে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই মে, ৮১

কুষ্টিয়ায় ২রা মে পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৪ঠা মে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই মে, ৮১

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ৭ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৬ই মে দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই মে, ৮১

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঘোষিত ১৬ই মের হরতাল ১৯শে জুন পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান ১১ই মে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সর্ম্পকে জাতীয় কমিটি গঠনের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দাবি দাওয়া সরকার মেনে নিতে ব্যর্থ হলে ১৯শে জুন সারাদেশে হরতাল পালন করা হবে। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই মে, ৮১

চট্টগ্রামে ১৬ই মে ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। দেশব্যাপী রাজাকার ও আলবদর কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলার প্রতিবাদে ৭ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম মহানগরী সদর উত্তর ও সদর দক্ষিন ইউনিট কমান্ড এই হরতালের আহ্বান জানায়। উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই মে, ৮১

শেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও মশাল মিছিলের মাধ্যমে প্রচারের পর ১৬ই মে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বানে বেলা ১২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে মে, ৮১

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে ভারতীয় সৈন্য অবতরণের প্রতিবাদে ২৪শে মে বরিশাল শহরে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। এ উপলক্ষে শহরে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ও ডেমোক্রেটিক পার্টির উদ্যোগে দু'টি পৃথক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা দক্ষিণ তালপট্টিতে সৈন্য মোতায়েনের জন্য ভারত সরকারের সমালোচনা করেন।
উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে মে, ৮১

Dhaka University Institutional Repository

২৫শে মে তোলারাম কলেজ এইচ এস সি পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে এক ছাত্রের মৃত্যুর পর নারায়ণগঞ্জে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করে। ২৬ মে শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্ধবেলা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে মে, ৮১

দেশের ১৪টি রাজনৈতিক দল ভারতীয় আগ্রাসন ও সরকারি ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ক্রোধ, ঘৃণা ও অনাস্থা প্রকাশের দিন হিসাবে ৫ই জুন প্রতিরোধ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই দিন অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়া হয়। হরতাল আহ্বানকারী দলগুলির মধ্যে রয়েছে জাতীয় লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ, গণতান্ত্রিক পার্টি ন্যাপ (নুরু), সাম্যবাদী দল, লেবার পার্টি ও ন্যাপ ভাসানী। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে মে, ৮১

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৭শে আগস্ট দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। ১৬ই আগস্ট বায়তুল মোকাররমের এক জনসভায় দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ ঘোষণা দিয়ে বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেলহত্যার প্রতিবাদে এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডে জড়িতদের প্রকাশ্য বিচারের দাবিতে এ হরতাল পালিত হবে (ডিগ্রি পরীক্ষার কারণে পরে হরতাল ২৬শে আগস্ট নির্ধারণ করা হয়)।

উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই আগস্ট, ৮১

৭ই সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল ফ্রন্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়নের দিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত, দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে আগস্ট, ৮১

যশোরের ঝিকরগাছা থানার কৃষ্ণনগর গ্রামের কামাল নামে একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে তার স্ত্রী রাবেয়াকে গুলিবিদ্ধ করার প্রতিবাদে ৩১শে আগস্ট ভোর থেকে ২টা পর্যন্ত ঝিকরগাছায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঝিকরগাছার এলাকাবাসী উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে হরতালের ডাক দেয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১লা সেপ্টেম্বর, ৮১

কলেজ ছাত্র নিজামউদ্দিন খোকন হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে সেপ্টেম্বর নোয়াখালী শহরে অর্ধবেলা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ৮১

Dhaka University Institutional Repository

১২ জন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারকে ফাঁসির প্রতিবাদে ২৭শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ৮১

পৌরসভা কর্তৃপক্ষের আহবানে ১লা ডিসেম্বর যশোর শহরে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২রা ডিসেম্বর, ৮১

১২ই ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে দু'জন নিহত এবং কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়। মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে ছাত্ররা এই মিছিল আহবান করে। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ৮১

১৯৮২

রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বস্ত্রকল বন্ধ ঘোষণা করে ব্যক্তি মালিকানায় বিক্রি করে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ই ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ায় অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল বন্ধের প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এই হরতাল আহবান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ৮২

৩রা মার্চ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে এক জনসভা থেকে জাগপার আহবায়ক শফিউল আলম প্রধান ১০ই মার্চ হরতাল পালনের ডাক দেন। ভারতীয় হাইকমিশনারের কথিত অশোভন আচরণের প্রতিবাদে এই কর্মসূচি দেয়া হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা মার্চ, ৮২

১৯৮৩

১লা নভেম্বর মঙ্গলবার ১৫ ও ৭ দলের আহবানে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ৫ দফা দাবিতে দুই জোট পৃথক ভাবে হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ২রা নভেম্বর, ৮৩

মহকুমাকে জেলা করার দাবিতে ২০শে নভেম্বর বরগুনায় পূর্ণদিবস এবং চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ ও পিরোজপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে নভেম্বর, ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

হবিগঞ্জ মহাকুমাকে জেলা করার দাবিতে ২১শে নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। একই দাবিতে মাগুরায় সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২২শে নভেম্বর, ৮৩

মহকুমাকে জেলা করার দাবিতে নওগাঁয় ২৪শে নভেম্বর সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। জেলা বাস্তবায়ন পরিষদের আহবানে ঝিনাইদহে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে নভেম্বর, ৮৩

পুলিশি হামলার প্রতিবাদে লালমনিরহাটে ২৫শে নভেম্বর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে নভেম্বর, ৮৩

ঢাকায় সচিবালয়ে অবরোধ কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ২৯শে নভেম্বর চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে নভেম্বর, ৮৩

১৯৮৪

১৫ ও ৭ দল ২০শে ডিসেম্বর সারাদেশে হরতাল পালনের কর্মসূচি নেয়। কিন্তু ১৯শে ডিসেম্বর পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়ে ৪ঠা জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরে ৪ঠা জানুয়ারির হরতালও স্থগিত করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ৮৪

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তফার মৃত্যুদন্ড মওকুফের দাবিতে ঝিনাইদহে ১৫ ও ৭ দলের ডাকে ১৮ই জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে জানুয়ারি, ৮৪

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ১লা মার্চ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ভোর ৫টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী ৫ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের অংশ হিসাবে হরতালের ডাক দেয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২রা মার্চ, ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

১৫ ও ৭ দল ১১টি শ্রমিক ফেডারেশন শ্রমিকদের ৫ দফা আদায় এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৪শে মার্চ সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতালের কর্মসূচি সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়।

উৎসঃ সংবাদ, ৮ই মার্চ, ৮৪

২০শে মে গভীর রাতে সিরাজগঞ্জে ইমার্জেন্সি পুলিশের বেপরোয়া লাঠি ও বেয়নেট চার্জ এবং ২১শে মে সকালে রেলওয়ে পুলিশের গুলিবর্ষণে মোট ৪১০ জন আহত হয়। পুলিশের হামলা ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে রাজনৈতিক দলসমূহ ও অন্যান্য সংগঠনের ডাকে সিরাজগঞ্জে ২১শে মে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২২শে মে, ৮৪

দীর্ঘ একমাস ব্যাপী প্রচারণা, মিছিল, মিটিং ও গণবিক্ষোভের পর ২৭শে আগস্ট সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে আগস্ট, ৮৪

১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহ্বানে ব্যাপক প্রচারণা, বিক্ষোভ মিছিল, পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার বিবৃতির মাধ্যমে ১ মাস পূর্বে ডাকা পূর্ণদিবস হরতাল ২৭শে সেপ্টেম্বর পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ৮৪

২৩শে নভেম্বর পুলিশের প্রহারে কলেজ ছাত্র নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ২৪শে নভেম্বর আয়োজিত ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে ২ জন নিহত হবার প্রতিবাদে ২৫শে নভেম্বর চুয়াডাঙ্গায় হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে নভেম্বর, ৮৪

সামরিক শাসন প্রত্যাহার, জনদলীয় সরকার বাতিল ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী ৮ই ডিসেম্বর ভোর ৬টা থেকে সারাদেশে ২৪ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৮৪

২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট, জামায়াতে ইসলামী ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ হরতাল ও ধর্মঘট আহ্বান করে। সরকার একটি সামরিক আইন আদেশ জারি করে ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর হরতাল, ধর্মঘট,

Dhaka University Institutional Repository

মিটিং ও মিছিলসহ সব রকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারপরও রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের ছোট বড় শহরগুলিতে ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে ডিসেম্বর, ৮৪

১৫ ও ৭ দল শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে ২৩শে ডিসেম্বর সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে ডিসেম্বর, ৮৪

১৯৮৫

জনৈক ক্ষেতমজুর নেতা আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৩রা জানুয়ারি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ৮৫

ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়ার হত্যার প্রতিবাদে ১৪ই ফেব্রুয়ারি আহুত হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রদল এই হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ৮৫

১১ই নভেম্বর ১৫ দলীয় ঐক্যজোট, ৭ দলীয় ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে অর্ধদিবসের কর্মসূচি পালিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকেও অনুরূপ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ঘোষিত কর্মসূচি ছিল আরও ব্যাপক। রাজনৈতিক দলসমূহের দু'টি জোট, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই কর্মসূচি রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে পালিত হয়। (এ সময়ে ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি শব্দ সংবাদপত্রে লেখা নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণে হরতাল না লিখে কর্মসূচি লেখা হয়)

উৎসঃ সংবাদ, ১২ই নভেম্বর, ৮৫

২রা ও ৩রা ডিসেম্বর জুট মিলস্ শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে পাটকলগুলিতে ৪৮ ঘন্টা কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা ডিসেম্বর, ৮৫

১৯৮৬

১৫ ও ৭ দলের আহ্বানে ৫ই জানুয়ারি অর্ধদিবস কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৬ই জানুয়ারি, ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ১৫ ও ৭ দলের আহ্বানে যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসাবে ৩রা ফেব্রুয়ারি সারাদেশে ভোর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ৮৬

ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় হামলায় ২ জন প্রভাষক আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২২শে ফেব্রুয়ারি ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ৮৬

নীলফামারীর চিলাহাটিতে বিদ্যুতের দাবিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৩রা মার্চ, ৮৬

শিক্ষক নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ১লা মার্চ হরতাল পালিত হয়। ধর্মঘটরত বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকেরা এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২রা মার্চ, ৮৬

লালমনিরহাট সরকারি কলেজে বিএসসি কোর্স চালুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের দাবিতে লালমনিরহাটে ৩রা মার্চ ৬টা-১২টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই মার্চ, ৮৬

১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণার প্রতিবাদে রাজধানীসহ সারাদেশে ৮ই মার্চ ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৯ই মার্চ, ৮৬

২১শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর ১৫ দল সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয়। ৭ দল পরিবেশ সৃষ্টি হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানায়। এর ফলশ্রুতিতে পূর্বে আহুত ২২শে মার্চের দেশব্যাপী হরতাল অনেকটা শিথিলভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে মার্চ, ৮৬

পুলিশের গুলিতে দু'জন তরুণ নিহত হবার প্রতিবাদে মাগুরা শহরে ৪ঠা এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। পূর্ণদিবস হরতাল শেষে পরের দিন ৫ই এপ্রিল পুনরায় পূর্ণ দিন হরতাল আহ্বান করে সব ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন এবং বিকালে চৌরাস্তায় শোকসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গৃহীত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই এপ্রিল, ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

শিবপুর (নরসিংদী) উপজেলায় প্রাক্তন এমপি জনাব আব্দুল আউয়াল কিরণ হত্যার প্রতিবাদে ২৯শে এপ্রিল শিবপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে এপ্রিল, ৮৬

২৯শে এপ্রিল রাতে খাগড়াছড়ি জেলায় বসতি স্থাপনকারীদের বস্তিতে শান্তিবাহিনীর আকস্মিক হামলায় ৪৭ জন নিহত এবং ১৪ জন আহত হওয়া এবং ৫ শত ঘরবাড়ি ভস্মিভূত হবার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ির জনগণ ১লা মে সকাল থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করে। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা মে, ৮৬

৭ই মে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বন্দর-নারায়ণগঞ্জ নির্বাচন এলাকায় জাতীয় পার্টির ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির প্রতিবাদে ১০ই মে ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই মে, ৮৬

১৫ই মে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় মোর্চা সাধারণ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও কারচুপির প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই মে, ৮৬

স্থগিত ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করে পূর্বের ভোট গণনার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯শে মে রায়পুরায় (নরসিংদী) ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে মে, ৮৬

৭ বছরের স্কুল ছাত্রীকে প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণ ও ধর্ষণ এবং জেলায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি গুরুতর অবনতির প্রতিবাদে এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের অপসারণের দাবিতে ৮ই জুলাই জামালপুর শহরে ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জুলাই, ৮৬

চাঁপাইনবাবগঞ্জে গোমস্তাপুর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল খালেক বিশ্বাসের পদত্যাগের দাবিতে ১৯শে জুলাই গোমস্তাপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে জুলাই, ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৬ দফা দাবিনামা আদায়ের লক্ষ্যে ৮ দলীয় জোট ১লা সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। ১২ই আগস্ট জোটের নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত জোটের এক সভায় এ কর্মসূচি গৃহীত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই আগস্ট, ৮৬

কোটালীপাড়া এবং মকসুদপুর নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে ২৭শে আগস্ট গোপলগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে আগস্ট, ৮৬

জাতীয় সংসদের সুনামগঞ্জ-৩ নির্বাচনী আসনে সরকারি দল জাতীয় পার্টি কর্তৃক ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে ৮ দলীয় জোটের ডাকে ২৮শে আগস্ট সুনামগঞ্জ শহর, জয়কলস ও পাগলা বাজারে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে আগস্ট, ৮৬

বিদ্যুতের দাবিতে পটুয়াখালীতে জেলা জাসদ এবং জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির যৌথ উদ্যোগে সমগ্র জেলাব্যাপী বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ৩১শে আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ৮৬

৮ দলীয় জোটের আহ্বানে ১লা সেপ্টেম্বর রাজধানীতে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২রা সেপ্টেম্বর, ৮৬

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রতিরোধে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটসহ বিরোধী দলসমূহ ১৫ই অক্টোবর দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৮৬

ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ১৭ই সেপ্টেম্বর ৬টা-১২টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৮৬

বাংলাদেশ অবজারভার ও চিত্রালীর সমস্যার সমাধান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বেতন বোর্ড বিরোধী মামলা প্রত্যাহার, নিয়োগপত্র প্রদান করা ও মালিকদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে সারাদেশে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার অবিরাম ধর্মঘট শুরু হয় । ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত সংবাদপত্র ধর্মঘট চলে। ১৯৮৬ এর ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ ৮, ৭ ও ৫ দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

জোটভুক্ত দলসমূহ এই নির্বাচন বয়কট করে। নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে তিনটি রাজনৈতিক জোট ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে এবং তা পালিত হয়। সাপ্তাহিক বিচিত্রার নিয়মিত সংখ্যায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও হরতাল সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হয়। এ সময়ে দৈনিক সংবাদপত্রে ধর্মঘট চলার ফলে হরতালের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি।

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মহিউদ্দীন চৌধুরীর বাসভবনে বোমা হামলা এবং তার স্ত্রী ও গৃহপরিচারিকা হত্যার প্রতিবাদে ১লা নভেম্বর চট্টগ্রামে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২রা নভেম্বর, ৮৬

এরশাদ সরকারের সাড়ে ৪ বছরের শাসনামলের কর্মকান্ড বৈধকরণের বিলের প্রতিবাদে বিএনপি, ৫ দল, ৬ দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের আহ্বানে ১০ই নভেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই নভেম্বর, ৮৬

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজের আহ্বানে ২৯শে নভেম্বর চট্টগ্রাম শহরে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে নভেম্বর, ৮৬

ছাত্র ঐক্য পরিষদ এবং নাগরিক কমিটির পৃথক পৃথক আহ্বানে ১৩ই ডিসেম্বর ভোর থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রংপুর শহরে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ৮৬

সিলেট সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের জায়গা বিক্রির আদেশ বাতিল এবং ওই জায়গায় নির্মিত মধুবন নামে বিপনী বিতানটি জালালাবাদ শিক্ষা কল্যাণ ট্রাষ্টের কাছে হস্তান্তরের দাবিতে ২৭শে ডিসেম্বর সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সিলেট শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। সর্বদলীয় প্রতিরোধ কমিটি এই হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে ডিসেম্বর, ৮৬

১৯৮৭

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বানে বরিশালে ৯ই জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক ১০ই জানুয়ারি, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক বার্তার সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ বিভাগ কর্মচারীদের দাবির সমর্থনে যৌথ সংগ্রাম পরিষদ রাজশাহীতে ১২ই জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেয়।

উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই জানুয়ারি, ৮৭

বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে বরিশাল শহরে ১৬ই জানুয়ারি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই জানুয়ারি, ৮৭

ফেনীর জেলা সদর রাজাদীঘির পাড়ে স্থাপনের দাবিতে ১লা ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ফেনীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ৮৭

বর্ধিত বাসভাড়া নিয়ে সৃষ্ট ঘটনার জের হিসাবে ৮ই ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় গণঐক্য পরিষদের আহ্বানে টাঙ্গাইলে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ৮৭

পটিয়ায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সম্মেলনে হামলার প্রতিবাদে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ইসলামী ছাত্র শিবিরের আহ্বানে চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ৮৭

বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহার, কৃষিঋণের সুদ মওকুফ ও ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি, বিরাষ্ট্রীয়করণ ও হোল্ডিং কোম্পানী গঠনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে ৮, ৭, ৬ ও ৫ দল এবং জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৮৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে ৪ঠা মার্চ চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাসমূহ বাতিল, প্রশাসনিক অনিয়ম ও একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। পূর্বে পূর্ণদিবস হরতাল ডাকা হলেও পরবর্তীতে অর্ধদিবস করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তা শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই মার্চ, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

১০ই মার্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্রজোটের আহ্বানে বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহার, বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি বাতিল, কৃষি ঋণ মওকুফ, জাতীয় সংসদ বাতিল, ছাত্র রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতির দাবিতে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই মার্চ, ৮৭

পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্র নিহত হবার প্রতিবাদে ২৫শে মার্চ গফরগাঁওয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইনকিলাব, ২৬শে মার্চ, ৮৭

সিলেট হাইকোর্টকে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী হাইকোর্টে রূপান্তরের দাবিতে ২রা এপ্রিল সিলেটে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা এপ্রিল, ৮৭

পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে মেহেরপুরে ২রা এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা এপ্রিল, ৮৭

জাতীয় ছাত্র সমাজ চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দীন চৌধুরীর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৫ই এপ্রিল অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই এপ্রিল, ৮৭

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের শিবপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা হোসেন গোলাম হত্যার প্রতিবাদে ৬ই এপ্রিল উপজেলা সদরে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই এপ্রিল, ৮৭

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ফরহাদ হত্যার প্রতিবাদে শেরপুরের নখলা উপজেলায় ৭ই এপ্রিল শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ৮ই এপ্রিল, ৮৭

চট্টগ্রামে জাতীয় ছাত্রসমাজের নেতা হত্যার প্রতিবাদে ৭ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই এপ্রিল, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট ফরিদপুর হতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রতিবাদে ফরিদপুরে ৯ই এপ্রিল অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই এপ্রিল, ৮৭

চর অষ্টারি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফরহাদ হত্যার রহস্য উদঘাটনে বিলম্বের প্রতিবাদে শেরপুর জেলার ৫টি উপজেলায় এবং জেলা শহরে ১১ই এপ্রিল হরতাল পালন করা হয়। ১২ই এপ্রিল পুনরায় হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল, ৮৭

সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে ২০শে এপ্রিল গাইবান্ধায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে এপ্রিল, ৮৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি ডিভিশন বরিশাল হতে অন্যত্র স্থানান্তরের প্রতিবাদে ২৭শে এপ্রিল বরিশালে হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে এপ্রিল, ৮৭

চট্টগ্রাম দোকান মালিক সমিতি ফেডারেশন ও চট্টগ্রাম দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের আহ্বানে ১৬ই মে চট্টগ্রামে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই মে, ৮৭

৭ দল, ৮ দল, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন জোট ও দলের আহ্বানে ২১শে জুন দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৭ দলের অন্যতম দাবি ছিল জাতীয় সংসদ বাতিল, ৮ দলের দাবি ছিল প্রশাসনের সামরিকীকরণের প্রতিবাদ । উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে জুন, ৮৭

সরকারি বি এম কলেজে দুঃখজনক ঘটনার প্রতিবাদে ২৩শে জুন বরিশাল সাধারণ ছাত্র পরিষদের আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে জুন, ৮৭

পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে ৫ই জুলাই ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে নওগাঁ শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৬ই জুলাই, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

বিএসএফ-এর হাতে ৭ জন বিডিআর সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে, প্রশাসন সামরিকীকরণের পদক্ষেপ প্রত্যাহার ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এবং প্রস্তাবিত বাজেটের প্রতিবাদে ৩০শে জুন ৮, ৭ ও ৫ দলসহ বিভিন্ন জোট ও রাজনৈতিক দলের আহ্বানে দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা জুলাই, ৮৭

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে ১২ই জুলাই সারাদেশে ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই জুলাই, ৮৭

জাতীয় সংসদে জেলা পরিষদ বিল পাসের প্রতিবাদে ১৩ই জুলাই ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে এই হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই জুলাই, ৮৭

এরশাদ সরকারের পদত্যাগ দাবি, প্রশাসনের সামরিকীকরণের প্রতিবাদ, হাসপাতালে ফি প্রত্যাহার, রেলভাড়া ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, প্রভৃতি ইস্যুতে ২২টি ছাত্র সংগঠনের ডাকে ১৪ই জুলাই দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই জুলাই, ৮৭

কর্ণফুলী কলেজের ছাত্র আলমগীর হোসেন হত্যার প্রতিবাদে কলেজ ছাত্র সংসদের আহ্বানে ২০শে জুলাই কাপ্তাই উপজেলা সদরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে জুলাই, ৮৭

জেলা পরিষদ বিল বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী ২২শে জুলাই হতে ৫৪ ঘন্টার হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে জুলাই, ৮৭

২২ জুলাই চট্টগ্রামে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে জুলাই, ৮৭

কয়েকটি রাজনৈতিক জোট ও দল জেলা পরিষদ বিল বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে ২রা আগস্ট রাজধানীতে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে জুলাই, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

রাজেন্দ্র কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে ছাত্রদের আহবানে ৩১শে জুলাই ফরিদপুর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা আগস্ট, ৮৭

৫দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রেল শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের আহবানে সৈয়দপুর রেলওয়ে বাজারে ৩১শে আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা সেপ্টেম্বর, ৮৭

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের সশস্ত্র হামলা এবং শেখ হাসিনার প্রাণনাশের অপচেষ্টার প্রতিবাদে ৮ দল ৩রা সেপ্টেম্বর সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা সেপ্টেম্বর, ৮৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০শে জন ছাত্রের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার, ভিসির পদত্যাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অযৌক্তিক নিয়ম বাতিলের দাবিতে ছাত্র ঐক্য পরিষদ ১৬ই সেপ্টেম্বর গাজীপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালন করে।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ৮৭

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে স্থানীয় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের অপসারণের দাবিতে ১৬ই সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক বাংলা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ৮৭

২২ সেপ্টেম্বর যশোরে ব্যবসায়ীদের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ দৈনিক বাংলা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ৮৭

২৩শে সেপ্টেম্বর সিলেট ১২ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। ৮ ও ৫ দল হরিপুরের তেলক্ষেত্র বিদেশী কোম্পানীর নিকট লীজ দেয়ার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৮৭

সরকারি পিসি কলেজে কতিপয় শিক্ষককে পুনর্বহাল, সম্মান শ্রেণী চালু, প্রভৃতি দাবিতে বাগেরহাটে ২৭শে সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহুত ১৩ই অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল বগুড়ায় সফল ও শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই অক্টোবর, ৮৭

রেল পুলিশের গুলিতে শ্রীমঙ্গল রেল লাইনে ১ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৫ই অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শ্রীমঙ্গল শহরে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই অক্টোবর, ৮৭

স্থানীয় কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী কর্তৃক পৌরসভার কমিশনার শেখ আব্বাসউদ্দীন হারুনকে প্রহার এবং বড়বাজার তছনছ্ করার প্রতিবাদে ১৬ই অক্টোবর যশোর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই অক্টোবর, ৮৭

পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৪শে অক্টোবর ঝালকাঠির সর্বত্র পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫শে অক্টোবর, ৮৭

আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২৬শে অক্টোবর ভোলায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। দৌলতপুর উপজেলায় অর্ধদিবস, শেরপুরে অর্ধদিবস, ঝিনাইগাতিতে পূর্ণদিবস এবং বরিশালে পূর্ণদিবস হরতাল হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে অক্টোবর, ৮৭

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে ২৯শে অক্টোবর যশোর শিল্প ও বণিক সমিতির আহ্বানে যশোর শহরে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০শে অক্টোবর, ৮৭

বরিশাল জেলখানায় একজন হাজতির মৃত্যু ও কারারক্ষীদের গুলিবর্ষণে একজন পথচারী নিহত হবার প্রতিবাদে ৮, ৭ ও ৫ দলসহ ২২টি রাজনৈতিক সংগঠনের আহ্বানে বরিশালে ৯ই নভেম্বর হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই নভেম্বর, ৮৭

১০ই নভেম্বর সিলেট ও মৌলভীবাজারে ৮, ৭ ও ৫ দল এবং জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ৬-১২টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই নভেম্বর, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ১০ই নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশের জনতার উপর গুলিবর্ষণ এবং ২৬৩ জনকে গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল ১১ই নভেম্বর সারাদেশে পূর্ণদিবস এবং ১২ই নভেম্বর জোট সমূহ সারাদেশে ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত এবং জামায়াতে ইসলামী সারাদিন হরতাল আহ্বান করে। (নূর হোসেন অবরোধ চলাকালে বুকে ও পিঠে স্বৈরাচার নিপাত যাক এবং গণতন্ত্র মুক্তি পাক শ্লোগান লিখে মিছিলে অংশ নেয়। এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় নি। পুলিশের তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়)। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই নভেম্বর, ৮৭

১৪ই নভেম্বর ৮ ঘন্টাব্যাপী, ১৫ই নভেম্বর ৮ ঘন্টাব্যাপী ও ১৬ই নভেম্বর ৮ ঘন্টাব্যাপী হরতাল আহ্বান করে বিরোধী জোট ও রাজনৈতিক দল সমূহ। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই নভেম্বর, ৮৭

৮,৭ ও ৫ দলের ডাকে সারাদেশে ১৭ই নভেম্বর হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ই নভেম্বর, ৮৭

এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ৮, ৭ ও ৫ দলের ডাকে ২১শে নভেম্বর দেশব্যাপী ৪৮ ঘন্টা হরতাল শুরু হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে নভেম্বর, ৮৭

২৩শে নভেম্বর দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে নভেম্বর, ৮৭

২৪ নভেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল এবং জামায়াতে ইসলামী ২৯শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে একটানা ৭২ ঘন্টা হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫শে নভেম্বর, ৮৭

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট ২৬শে নভেম্বর হরতাল পালন করে। স্থানীয় যুবদল নেতা খোন্দকার মোশাররফ হোসেন হত্যার প্রতিবাদে এই হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে নভেম্বর, ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

(৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সরকার উৎখাতের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ ২৭শে নভেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্রের উপর কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়)।

১৯৮৮

৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোটের ডাকে ৩রা জানুয়ারি ঢাকায় জনসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের বাধা দানের ফলে আন্দোলনের নতুন পর্যায়ে ২০ ও ২১শে জানুয়ারি দেশব্যাপী ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বাত্মক কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষে অন্যান্য কর্মসূচি ছিল ঃ ৫ই জানুয়ারি সারাদেশে গ্রাম-গঞ্জে মহল্লায় পাড়ায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, ৬ই জানুয়ারি ঢাকাসহ সকল উপজেলায় তিন জোটের কর্মসূচি, ৭ই জানুয়ারি জেলায় কর্মসূচি, ৯ই জানুয়ারি ঢাকাসহ সকল উপজেলায় বিক্ষোভ ও ঘেরাও, ১১ থেকে ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত জোটের নেতৃবৃন্দের দেশব্যাপী সফর, ১৯শে জানুয়ারি সারাদেশে সন্ধ্যায় যৌথ প্রস্তুতিমূলক মশাল মিছিল কর্মসূচি। (জরুরী অবস্থার কারণে সংবাদপত্রে হরতাল, অবরোধ, মশাল মিছিল, প্রভৃতি শব্দ লেখা নিষিদ্ধ করায় 'কর্মসূচি' লেখা হয়)।
উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ৮৮

১১ই জানুয়ারি চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র শিবিরের আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ দৈনিক বাংলা, ১২ই জানুয়ারি, ৮৮

২০শে জানুয়ারি ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেবার প্রথম দিন। এই দিন বিরোধী দল সর্বাত্মক কর্মসূচি (হরতাল) ঘোষণা করে। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে জানুয়ারি, ৮৮

একদিন পূর্বে ঘোষণা দিয়ে বিরোধী জোটসমূহ ২৩শে জানুয়ারি সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচি পালন করে।
উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে জানুয়ারি, ৮৮

৮ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দসহ শেখ হাসিনার চট্টগ্রাম সফরকালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ৫ জন নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৮, ৫ ও ৭ দলীয় জোট ২৫শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে অর্ধদিবস এবং ২৬শে জানুয়ারি ঢাকাসহ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচির (হরতাল) ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে জানুয়ারি, ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২৫শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে অর্ধদিবস কর্মসূচি পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে জানুয়ারি, ৮৮

চট্টগ্রামে হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২৬শে জানুয়ারি সারাদেশে ৩ জোট (৮, ৭ ও ৫ দল) আহুত সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জানুয়ারি, ৮৮

২৮শে জানুয়ারি সিলেটের মদন মোহন কলেজের ক্লাসরুমে পুলিশ ঢুকে শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের বেদম মারপিট, ৩ দলীয় জোট ও ছাত্রদের মশাল মিছিলে পুলিশের হামলা এবং ১৯ জনকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারি সিলেটে অর্ধদিবস সর্বাত্মক প্রতিবাদ পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ৮৮

নাটোরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরিবহন শ্রমিকদের ডাকে ১২ই ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাটোরে সর্বাত্মক কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ৮৮

তিন দলীয় জোট ও অন্যান্য বিরোধী দল আহুত সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচি ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ৮৮

তিন দলীয় জোট ও অন্যান্য দল আহুত আন্দোলনের দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে ১৪ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীসহ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ৮৮

সৈয়দপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানের অপসারণসহ ৫ দফা দাবিতে ১৬ই ফেব্রুয়ারি সৈয়দপুরে অর্ধদিবস কর্মসূচি পালিত হয়। পৌর কর্মচারিরা দীর্ঘদিন ধরে বেতন বাকী থাকায় এই কর্মবিরতি পালন করে।

উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৮৮

২রা মার্চ বিরোধী জোট ও অন্যান্য দল আহুত দেশব্যাপী ৩৬ ঘন্টা সর্বাত্মক কর্মসূচি (হরতাল) আহবান করে।

উৎসঃ সংবাদ, ১লা মার্চ, ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২৪শে মার্চ গোপালগঞ্জে সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ চত্বরে ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও লাঠিচার্জের ফলে শতাধিক লোক আহত হয়। পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৮শে মার্চ গোপালগঞ্জে সর্বাত্মক কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে মার্চ, ৮৮

নাজিরহাট কলেজ ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি আমিনুল করিমের হত্যার প্রতিবাদে ৯ই এপ্রিল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামে ২২টি ছাত্র সংগঠন অর্ধদিবস কর্মসূচির আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই এপ্রিল, ৮৮

৮, ৭ ও ৫ দলের লিয়াঁজো কমিটি ২৫শে এপ্রিল সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক কর্মসূচির ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই এপ্রিল, ৮৮

চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে ২৫শে এপ্রিল বিরোধী দলগুলির ডাকে দেশ জুড়ে ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। রমজান মাসের এই হরতালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঢাকা মহানগরী ছিল প্রায় বোমা বিস্ফোরণহীন। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে এপ্রিল, ৮৮

৫ই মে চাঁদপুর শহরে শ্রমিকদের কতিপয় দাবির সমর্থনে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ডব্লিউ রহমান জুটমিলের শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরী প্রদানের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের চাঁদপুর জেলা শাখা এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই মে, ৮৮

জামিল আক্তার রতন হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহীতে ২রা জুন ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। ৮ ও ৫ দলের এই হরতালের প্রতি সমর্থন ছিল। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা জুন, ৮৮

রাষ্ট্রধর্মসহ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিল এবং এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ৮, ৭ ও ৫ দল এবং অন্যান্য সরকার বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের ডাকে দেশব্যাপী ১২ই জুন ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, ১৬টি ছাত্র সংগঠন ও সংগ্রামী ছাত্র জোটসহ অন্যান্য পেশজীবী সংগঠন এই হরতালের প্রতি সমর্থন জানায়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই জুন, ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

একদল উচ্ছৃংখল যুবক কর্তৃক শহরের কয়েকটি দোকান ভাংচুরের ঘটনার প্রতিবাদে ব্যবসায়ী ঐক্যজোটের ডাকে ২২শে জুন টাঙ্গাইলে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে জুন, ৮৮

চট্টগ্রামের দুঃখ চাকতাই খাল খননের দাবিতে চট্টগ্রাম চাকতাই খাল খনন সংগ্রাম কমিটির ডাকে ২৩শে জুন ভোর ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে জুন, ৮৮

জামায়াতে শিবিরের সশস্ত্র কর্মীদের হাতে মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম জালাল নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ১২ই জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই জুলাই, ৮৮

মুক্তিযোদ্ধা জালাল ও জামিল আক্তার রতন হত্যার প্রতিবাদে ১৩ই জুলাই বুধবার রাজশাহীতে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই জুলাই, ৮৮

বিডিআর ও শুল্ক বিভাগ কর্তৃক আটককৃত শাড়ি শর্তহীনভাবে ফেরত দেয়ার দাবিতে ১২ই অক্টোবর রংপুরে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই অক্টোবর, ৮৮

চট্টগ্রামের উন্নয়নের দাবিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন গণসংগ্রাম কমিটি ৩০শে অক্টোবর ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সমগ্র চট্টগ্রামে হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই অক্টোবর, ৮৮

ফেনী শহরের পরিস্থিতির অবনতি ও ব্যবসায়ীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৩ই নভেম্বর ভোর ৬টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই নভেম্বর, ৮৮

যুব সংহতি নেতা জাকির হোসেন হত্যার প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন দল জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বানে ১৬ই নভেম্বর ফেনীতে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই নভেম্বর, ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৭ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ২৮শে নভেম্বর রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে নভেম্বর, ৮৮

সৈয়দপুর কলেজে নবনিযুক্ত অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ছাত্রদের ডাকে ১০ই ডিসেম্বর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই ডিসেম্বর, ৮৮

রংপুর ছাত্র শিবির নেতা আবু সাঈদ মোঃ সায়েম হত্যার প্রতিবাদে ১৭ই ডিসেম্বর রংপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে ডিসেম্বর, ৮৮

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক বজলুর রহমান খান শহীদ হত্যার প্রতিবাদে পটুয়াখালী জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বানে ১৯শে ডিসেম্বর পটুয়াখালীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২০শে ডিসেম্বর, ৮৮

বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে নারায়ণগঞ্জে ২০শে ডিসেম্বর অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২১শে ডিসেম্বর, ৮৮

গফরাগাঁও সরকারি কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র ও চলতি পরীক্ষাসমূহ বাতিলের প্রতিবাদে ছাত্রদের আহ্বানে ২৩শে ডিসেম্বর গফরগাঁওয়ে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে ডিসেম্বর, ৮৮

জামায়াতে ইসলামী নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সিলেট আগমন প্রতিরোধ, হরিপুর তেলক্ষেত্র ইজারা চুক্তি ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডের কার্যালয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ২৮শে ডিসেম্বর সিলেট শহরে জেলা ৮ দল, ৫ দল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে পূর্ণদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে ডিসেম্বর, ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি ২৪শে জানুয়ারি দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এবং ১৯৮৮ এর ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এই কর্মসূচি আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে ডিসেম্বর, ৮৮

১৯৮৯

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের বৈঠকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৬ই জানুয়ারি দেশব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল এবং সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের দাবিতে ও ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামের হত্যাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৪শে জানুয়ারি দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়া হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ৮৯

ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে ২৬শে ডিসেম্বর কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের ডাকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি, ৮৯

পৌরসভা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আলহাজ্ব গোলাম নবী আলমগীরের মুক্তির দাবিতে ৫ই জানুয়ারি ভোলায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই জানুয়ারি, ৮৯

জামায়াতে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর চট্টগ্রাম আগমন বন্ধের দাবিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৭ই জানুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জানুয়ারি, ৮৯

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বক্তৃতা করার সরকারি অনুমতি প্রত্যাহার ও জামায়াতে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ৯ই জানুয়ারি ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১০ই জানুয়ারি, ৮৯

চট্টগ্রামে ১০ই জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জামায়াতে নেতা সাঈদীর উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার প্রতিবাদে ও জামায়াতে শিবিরদের রাজনীতি বন্ধের দাবিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আহুত এই হরতাল ৬-২টা পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জানুয়ারি, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

১২ই জানুয়ারি চট্টগ্রামে ভোর ৬টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। জামায়াতে নেতা সাঈদীর বক্তব্য রাখার উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ, জামায়াতে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ১০ই জানুয়ারি হরতাল চলাকালে বোমা হামলায় নিহত উত্তম বিশ্বাসের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে চট্টগ্রামে ৮ ও ৫ দল এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই জানুয়ারি, ৮৯

সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে কৃষক নেতা সাইফুদ্দীন খান সগীর নিহত হবার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের পটিয়ায় ১৫ই জানুয়ারি পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই জানুয়ারি, ৮৯

১৯শে জানুয়ারি কুমিল্লায় হরতাল পালিত হয়। জামায়াতে শিবিরের স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কুমিল্লা কমান্ডের আহুত অর্ধদিবস হরতাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২০শে জানুয়ারি, ৮৯

২০শে জানুয়ারি সাতক্ষীরায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। দেশব্যাপী জামায়াতে শিবিরের সশস্ত্র হামলার প্রতিবাদ, সন্ত্রাসী তৎপরতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে ৮ ও ৫ দল এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আহুত এ হরতাল গোলযোগবিহীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে জানুয়ারি, ৮৯

৭ দলীয় ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ২৪শে জানুয়ারি সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে জানুয়ারি, ৮৯

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ২৭শে জানুয়ারি সৈয়দপুর পৌরসভা এলাকায় সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে জানুয়ারি, ৮৯

পৌরসভা নির্বাচনে কারচুপি, সহিংসতা, ব্যালট পেপার ছিনতাই, প্রভৃতি অভিযোগে ২৯শে জানুয়ারি পটুয়াখালী ফরিদপুর ও মুক্তাগাছায় পূর্ণদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে জানুয়ারি, ৮৯

পৌরসভা নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগে ৮, ৭ ও ৫ দল চাঁদপুরে ৩০শে জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে এবং তা পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে জানুয়ারি, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

হরিপুর তেলক্ষেত্রের ইজারা চুক্তি ও সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিঃ এর কার্যালয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিলসহ ৬ দফা দাবিতে ১লা ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার সর্বত্র সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। ৮ দল ও ৫ দল এ হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ৮৯

বোমাবাজি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাগরিক কমিটি আহুত অর্ধদিবস হরতাল ১লা ফেব্রুয়ারি শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ৮৯

৪ঠা ফেব্রুয়ারি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতা জামায়াতে শিবিরের কর্মীদের হাতে প্রহৃত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ৬ই ফেব্রুয়ারি বীরগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ৮৯

হাটহাজারীতে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ৮ই ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ৮৯

৯ই ফেব্রুয়ারি হাটহাজারীতে দ্বিতীয় দিনের মত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ৮৯

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জকে উপজেলা ঘোষণার দাবিতে ১৮ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। আশুগঞ্জ উপজেলা বাস্তাবায়ন পরিষদ এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ৮৯

পৌরসভার নির্বাচনে অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির প্রতিবাদে নওগাঁ নাগরিক কমিটির আহ্বানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি নওগাঁয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ৮৯

দেশব্যাপী জামায়াতে শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা ও হবিগঞ্জের মীরপুরে আহুত দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সমাবেশ বন্ধের দাবিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ হবিগঞ্জ জেলা কমান্ড ২৬শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র জেলায় পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ৮৯

২২শে ফেব্রুয়ারি সাথিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপর জামায়াতে শিবিরের হামলার প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বানে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাবনায় পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ভিআইপি রোডসহ বিভিন্ন রাস্তায় রিকশা চলাচল বন্ধ করে দেয়া ও পুলিশ কর্তৃক রিকশার গদি আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৭শে ফেব্রুয়ারি শহরে পুলিশ ও রিকশা চালকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে রিকশা চালকরা ২৮শে ফেব্রুয়ারি হরতালের আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ৮৯

ইসলামী ছাত্র শিবিরের আহ্বানে ৪ঠা মার্চ চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক বাংলা, ৫ই মার্চ, ৮৯

পৌর প্রশাসকের একক সিদ্ধান্তে পৌরকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১১ই মার্চ জাসদ ও ছাত্রলীগ বগুড়ায় অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই মার্চ, ৮৯

স্যাটানিক ভার্সেস এর সকল কপি পুড়িয়ে ফেলা ও লেখক সালমান রুশদীর ফাঁসির দাবিতে ১২ই মার্চ ঢাকা শহরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জে রুশদীর ফাঁসি ও তার বই পুড়িয়ে ফেলার দাবিতে ১২ই মার্চ ৬টা থেকে ১টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই মার্চ, ৮৯

সরকারি প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ উন্নয়ন পরিষদের ৮ দফা দাবির সমর্থনে ১৩ই মার্চ সকাল ৬টা থেকে দুপর ১২টা পর্যন্ত বাগেরহাটে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই মার্চ, ৮৯

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ১৬ই মার্চ ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামে হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই মার্চ, ৮৯

ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ২৮শে মার্চ চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে মার্চ, ৮৯

দুর্নীতির অভিযোগে কেশবপুর কলেজের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ছাত্রদলের আহ্বানে ২৮শে মার্চ কেশবপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে মার্চ, ৮৯

ইসলামী ছাত্র শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ২রা এপ্রিল চট্ট গ্রামে ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা এপ্রিল, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

রূপালী ব্যাংকের শান্তিরহাট (চট্টগ্রাম) শাখার অর্থ আত্মসাতের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণের আহ্বানে মিরেশ্বরাইতে ৪ঠা এপ্রিল ১২ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই এপ্রিল, ৮৯

ক্ষেতমজুরদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কীম চালুর জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে ক্ষেতমজুর সমিতির উদ্যোগে ৫ই এপ্রিল উপজেলা পর্যায়ে অবস্থান ধর্মঘট পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই এপ্রিল, ৮৯

হরিপুরে সিমিটারের প্রথম কুপ খনন কাজ শুরুর প্রতিবাদে ৫ই এপ্রিল সিলেট শহরে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই এপ্রিল, ৮৯

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ছাত্রদলের আহ্বানে ৮ই এপ্রিল শনিবার ফেনী শহরে অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই এপ্রিল, ৮৯

ছাত্রলীগ (সু-র) নেতা সুজাউদ্দীনের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ৯ই এপ্রিল অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উপজেলায় মিছিল হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই এপ্রিল, ৮৯

ছাত্রনেতা বাবর ও মুজিব হত্যার প্রতিবাদে ১২ই এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামের রাউজানে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই এপ্রিল, ৮৯

মংলা বন্দরে শ্রমিক ও জাহাজী শ্রমিকদের সংঘর্ষে ৩ জন আহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৭ই এপ্রিল বন্দরে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই এপ্রিল, ৮৯

১৯শে এপ্রিল রাজশাহীতে ছাত্র শিবিরের আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক বাংলা, ২০শে এপ্রিল, ৮৯

দ্রব্যমূল্য ও ডিজেলসহ কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও দুস্প্রাপ্যতার প্রতিবাদে নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের ডাকে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে এপ্রিল, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

৫ দফা দাবিতে ২৪শে এপ্রিল শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আহুত ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট সারাদেশে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে এপ্রিল, ৮৯

১৪ই মে চট্টগ্রামে ভোর ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের কর্মী আফাজুর রহমান নিহত হবার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই মে, ৮৯

জননিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ২৬শে মে যশোরের শিল্পনগরী নওয়াপাড়ায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে মে, ৮৯

৩১শে মে কুষ্টিয়ায় অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। জাসদ (ইনু) খোকসা উপজেলা সাধারণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে হত্যার প্রতিবাদে ডাকা এই হরতালে ৮ ও ৫ দল এবং ছাত্র ও শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ সমর্থন দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা জুন, ৮৯

২৪শে মে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় সংগ্রামী স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের ডাকে সকলে ৮টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা জুন, ৮৯

পৌরকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৭ই জুন চট্টগ্রাম শহরে সকাল-সন্ধ্যা ১২ ঘন্টা হরতাল পালন করা হয়। পৌরকর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি নগর বিএনপি এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন গণসংগ্রাম কমিটি হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জুন, ৮৯

সড়ক দুর্ঘটনায় ভাওয়াল কলেজ শিক্ষক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে কলেজ ছাত্রদের ডাকে ৯ই জুন গাজীপুরে অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই জুন, ৮৯

বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহারের দাবিতে নগর আওয়ামী লীগের ডাকে চট্টগ্রাম শহরে ১০ই জুন সকাল-সন্ধ্যা ১২ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জুন, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

দিনাজপুরের কাহারোলে ১২ই জুন অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয় ৮ দলের আহ্বানে। ৯ই জুন থানায় পুলিশের প্রহারে মুসা মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিবাদে এই হরতালের ডাক দেয়া হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই জুন, ৮৯

১৩ই জুন বরিশালের মুলাদী বন্দরে পূর্ণদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই জুন, ৮৯

ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল হাজারীর মুক্তির দাবিতে ১৭ই জুন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ফেনী শহরে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই জুন, ৮৯

খুলনা ও কুষ্টিয়ায় দু'টি বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে শ্রমিকদের ডাকে ২০শে জুন আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে জুন, ৮৯

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জেলা শাখার সহ-সম্পাদক রবিউল হাসান মিলনের হত্যার প্রতিবাদে ২৪শে জুন সিরাজগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে জুন, ৮৯

৮ দলের আহ্বানে ২৮শে জুন সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। বাজেটে বর্ধিত কর আরোপের প্রতিবাদে এবং এরশাদ সরকারে পদত্যাগ ও ৭ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই হরতাল ডাকা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে জুন, ৮৯

৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৪ঠা জুলাই শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ডাকা ২৪ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৫ই জুলাই, ৮৯

দুপচাঁচিয়া (বগুড়া) এতেবাড়িয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক কে এম এনামুল হক খোকন খুন হবার প্রতিবাদে ৮ই জুলাই দুপচাঁচিয়ায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জুলাই, ৮৯

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ১১ই জুলাই হরতাল আহ্বান করা হয় ছাত্রলীগ থানা শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলাম দুলুর মুক্তির দাবিতে । উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জুলাই, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কাপাসিয়া মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা খোরশেদ আলমের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে ২১শে জুলাই কাপাসিয়ায় বেলা ২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে জুলাই, ৮৯

পৌর নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের প্রতিবাদে গাজীপুরে ২৫শে জুলাই হরতাল ডাকা হয়। পৌর নির্বাচনে একজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এবং অধিকাংশ কমিশনার এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে জুলাই, ৮৯

বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহারের দাবিতে ৩১শে জুলাই খুলনায় সর্বদলীয় পৌরকর প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি হরতাল আহ্বান করে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সিপিবি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দল এই হরতালের প্রতি সমর্থন জানায়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জুলাই, ৮৯

বিডিআর জনতার সংঘর্ষের ঘটনার প্রতিবাদে রাজশাহীতে ২৬শে জুলাই হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জুলাই, ৮৯

ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টির একাংশের আহ্বানে ২৬শে জুলাই চট্টগ্রামের দক্ষিণ জেলায় হরতাল পালিত হয়। কৃষক নেতা সগীর হত্যা মামলার আসামী জাতীয় যুব সংহতির তিনজন নেতার মুক্তির দাবিতে এই হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জুলাই, ৮৯

৫ দলীয় ঐক্যজোট ২১শে আগস্ট দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব, সামাজিক অবক্ষয় ও নিরাপত্তাহীনতা, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদি গোষ্ঠীর সন্ত্রাস, আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে শোষণ ও লুটপাট, খাজনা বৃদ্ধি এবং হত্যা নির্যাতনের প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই আগস্ট, ৮৯

ছাত্রনেতা ওয়াহিদ হত্যার প্রতিবাদে জাতীয় ছাত্রলীগের আহ্বানে চট্টগ্রামে ১৪ই আগস্ট ভোর ছয়টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই আগস্ট, ৮৯

৮ দলীয় জোট ৩রা সেপ্টেম্বর সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। ১০ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ভবনে হামলা ও ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে এ হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই আগস্ট, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ধলেশ্বরী নদীর ভাঙ্গন থেকে মুন্সিগঞ্জ শহর রক্ষার দাবিতে স্থানীয় ৮ দল, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য দলের আহ্বানে ২০শে আগস্ট মুন্সিগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে আগস্ট, ৮৯

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জামায়াতে ইসলামী তাদের ১০ জন নেতা গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২৬শে আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে আগস্ট, ৮৯

বাস্তুহারা সমিতির ডাকে ২৯শে আগস্ট সৈয়দপুর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শহরের প্রায় ১৪ হাজার পরিবারকে উচ্ছেদের উদ্যোগ বন্ধের দাবিতে এ হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে আগস্ট, ৮৯

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩০শে আগস্ট যশোরে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে আগস্ট, ৮৯

৮ দলীয় জোটের আহ্বানে ৩রা সেপ্টেম্বর রাজধানীসহ সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু ভবনে হামলা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৮৯

সরকারের পদত্যাগ, শিক্ষাঙ্গনে হত্যা ও সন্ত্রাস বন্ধ এবং মৌলিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ ১১ দফা দাবিতে জাতীয়তাবদী ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন সংগ্রামী ছাত্রজোটের আহ্বানে ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরে ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ছাত্রজোট ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে হরতাল ডাকে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৮৯

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা নগর শাখার সহ-সভাপতি বজলুল বাছেত আঞ্জুর মুক্তির দাবিতে ২১শে সেপ্টেম্বর মিরপুরে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

১৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নরসিংদী-৪ এলকার উপ-নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস, ভোট ডাকাতি, গুলিবর্ষণ ও ব্যালট পেপারে জোরপূর্বক সীল মেরে অবৈধভাবে জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণার প্রতিবাদে ২৩শে সেপ্টেম্বর মনোহরদি ও বেলাবোতে শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৮৯

লে-অফ প্রত্যাহারসহ অন্যান্য দাবিতে আন্দোলনরত ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর শ্রমিক কর্মচারীদের সমর্থনে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ৮৯

ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে জেলা আওয়ামী লীগের ডাকে ২৮শে সেপ্টেম্বর যশোরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৮৯

বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল এবং মিনিমাম চার্জ বাতিলের দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পিরোজপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৮৯

ঢাকা মেট্রোপলিটন রিকশা চালক-মালিক ঐক্য পরিষদ ও রিকশা চালক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৮ই অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৮৯

ডব্লিউ রহমান পাটকল চালুর দাবিতে পাটকলের তিনটি রেজিষ্টারড্ ইউনিয়ন যৌথভাবে চাঁদপুরে ১৬ই অক্টোবর হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই অক্টোবর, ৮৯

তেল সম্পদ রক্ষা ও স্থানীয় সমস্যাবলী সমাধানের দাবিতে ১৫ই অক্টোবর সিলেটে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই অক্টোবার, ৮৯

১৫ই অক্টোবর নাটোরের আব্দুলপুরে জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১৬ই অক্টোবর নাটোরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই অক্টোবর, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ছাত্র শিবিরের আহ্বানে দক্ষিণ চট্টগ্রামে ২১শে অক্টোবর ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে অক্টোবর, ৮৯

সান্তাহারে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৩শে অক্টোবর শান্তাহারে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে অক্টোবর, ৮৯

সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামে ৮ ও ৭ দল আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবরের ৭২ ঘন্টা লাগাতার হরতাল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে অক্টোবর, ৮৯

ইসলামী ছাত্র শিবিরের আহ্বানে ২৫শে অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত বন্দরনগরী চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয়। একজন শিবিরকর্মী হত্যার প্রতিবাদে এই অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে অক্টোবর, ৮৯

স্কুল ছাত্র কামাল হত্যার প্রতিবাদে ২রা নভেম্বর ভোলায় পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৩রা নভেম্বর ৮৯

হোল্ডিং করসহ অন্যান্য পৌরকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২রা নভেম্বর ঈশ্বরদীতে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। ঈশ্বরদী শিল্প ও বণিক সমিতির ডাকে এই হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা নভেম্বর, ৮৯

এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ নির্বাচনের দাবিতে ৫ই নভেম্বর ৭ দলীয় ঐক্যজোট আহুত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে সরাদেশে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৬ই নভেম্বর, ৮৯

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি ও নাজিরহাটে ৮ই নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ছাত্রলীগ নেতা হারুন-অর-রশিদ হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও জামায়াতে শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে ছাত্রলীগ এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই নভেম্বর, ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

যশোরে ১২ই নভেম্বর জেলা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। দলীয় নেতা ও কর্মীদের হত্যা ও গুম-খুনের প্রতিবাদে এই হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই নভেম্বর, ৮৯

দু'টি ছাত্র সংগঠনের ডাকে ১৩ই নভেম্বর চট্টগ্রামে ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৪শে নভেম্বর, ৮৯

ভারতে বাবরী মসজিদের পাশে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রতিবাদে ১৪ই নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সুনামগঞ্জ শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই নভেম্বর, ৮৯

সিলেটের ৩টি উপজেলার স্থানীয় সমস্যা সমাধানের দাবিতে ছাত্রলীগের (না-শ) আহ্বানে ১৩ই নভেম্বর হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই নভেম্বর, ৮৯

রংপুর ডিসি অফিসের ম্যাজিস্ট্রেট নাসির হায়দার তার সরকারি বাড়ি থেকে ফুলের টব ও শাক সব্জির গাছ চুরি হয়েছে বলে ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় ৩ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ২৫শে নভেম্বর রংপুরে অর্ধদিবস হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে নভেম্বর, ৮৯

২৯শে নভেম্বর এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ বিভিন্ন দাবিতে আওয়ামী লীগ ও অন্য কয়েকটি দল হরতাল ডাকে। এদিকে ২৮শে নভেম্বর অবন্তান ধর্মঘটে হামলার প্রতিবাদে ৭ দলীয় জোট ৩০শে নভেম্বর দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে নভেম্বর, ৮৯

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩০শে নভেম্বর হরতাল পালিত হয়। ফ্রিডম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগও হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা ডিসেম্বর, ৮৯

১৯৯০

প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা ও ইছামতি বাধ অপসারণ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বদিউল আলমের বাসভনে হামলার প্রতিবাদে ১৮ই জানুয়ারি পাবনার বেড়ায় পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে জানুয়ারি, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

২৮শে জানুয়ারি লোহালিয়া নদীতে লঞ্চডুবির পর উদ্ধার কাজে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও লাশ গুমের প্রতিবাদে ৩১শে জানুয়ারি পটুয়াখালী শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা ফেব্রুয়ারি, ৯০

বরিশালে পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্টের দাবিতে ৩রা ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ৯০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর প্রতিরোধ কমিটি গাজীপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি গাজীপুর সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই ফেব্রুয়ারি, ৯০

আনন্দমেলা ও প্রদর্শনীর নামে হাউজি, জুয়া এবং যাত্রার নামে অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবিতে ৬ই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ এই হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ৯০

৮ই ফেব্রুয়ারি হরতাল চলাকালে যশোরে জনতার সঙ্গে পুলিশের দিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৯ ও ১০ই ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ৯০

হারুন হত্যার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ৯০

যশোরে সর্বদলীয় বিরোধী জোট ও রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ৯০

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় চালু, রূপসা সেতু নির্মান, মংলা বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও বিল ডাকাতিয়ার পানি নিস্কাশনসহ ১৮ দফা দাবিতে ২৬শে ফেব্রুয়ারি খুলনা পৌর এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় ছাত্রলীগ নেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু হত্যার প্রতিবাদে ৮ দলের ডাকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ৯০

ঢাকা মহানগরীতে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদেরসহ সভাপতি ও ছাত্রলীগ নেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নুর হত্যার প্রতিবাদে এবং সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন কায়েম ও স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আওয়ামী লীগ এ হরতাল ডাকে।
উৎসঃ সংবাদ, ১লা মার্চ, ৯০

ছাত্রনেতা চুন্নু হত্যার প্রতিবাদ ছাত্রদলের সন্ত্রাসের নিন্দা ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সিলেটে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ আহুত হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা মার্চ, ৯০

চুন্নু হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে তার নিজ উপজেলা টুঙ্গীপাড়ায় (গোপালগঞ্জ) ৫ই মার্চ হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলি এ হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই মার্চ, ৯০

ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদের আহ্বানে শহরের আলতাফ-উন-নেসা খেলার মাঠে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর তফসীর মাহফিলের প্রতিবাদে বগুড়ায় ৯ই মার্চ ২৪ ঘন্টা হরতাল আহ্বান করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১০ই মার্চ, ৯০

সিলেটে বিডিআর এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষে ৩৩ জন বিডিআর সদস্যসহ ৫ শতাধিক আহত হয়। বিডিআর এর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১৬ই মার্চ সন্ধ্যা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শহরে হরতাল আহ্বান করা হয়। এ সময় বিভিন্ন এলাকার লোকজন বিডিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স ঘেরাও করলে বিডিআর সদস্যরা তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই মার্চ, ৯০

সিলেটে বিডিআর ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষের প্রতিবাদে সুনামগঞ্জে ১৭ই মার্চ অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই মার্চ, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

১৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক সন্ত্রাস ভোট ডাকাতি ও কারচুপির প্রতিবাদে ১৮ই মার্চ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে মার্চ, ৯০

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় উপজেলা নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির উপজেলা শাখা ২০শে মার্চ হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে মার্চ, ৯০

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা, বরিশালের সদর উপজেলা এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় ২০শে মার্চ পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে মার্চ, ৯০

ভোট কারচুপি করে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেবার প্রতিবাদে ২১শে মার্চ নরসিংদী শহর, টাঙ্গাইল সদর, মানিকগঞ্জের দৌলতপুর ও সদরে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে মার্চ, ৯০

উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে মানিকগঞ্জের দৌলতপুর এবং যশোরের কেশবপুরে ২২শে মার্চ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে মার্চ, ৯০

উপজেলা নির্বাচনে ব্যালট ডাকাতি ও কারচুপির প্রতিবাদে এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও ১৪টি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের দাবিতে কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ২৫শে মার্চ অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে মার্চ, ৯০

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলা নির্বাচনে ভোট কারচুপির প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ২৭শে মার্চ সরাইলে শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে মার্চ, ৯০

২৪শে মার্চ দুপুরে খুলনা শহরে রিকশা চালক ও বেবীটেক্সি চালকদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ এবং পুলিশের লাঠিচার্জে ৩০ জন আহত হবার ঘটনায় শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ খুলনায় ২৫শে মার্চ অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে মার্চ, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১২ই এপ্রিল কুমিল্লায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। সদর উপজেলার স্থগিত ৭টি কেন্দ্র ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার স্থগিত একটি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় এই হরতাল পালিত হয়। সদর উপজেলা নির্বাচনে গণরায়কে বানচাল করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এ হরতাল আহ্বান করা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই এপ্রিল, ৯০

জাকাত প্রদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু হতাহত হওয়া ও লাশ গুম করার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে নগর আওয়ামী লীগের আহ্বানে চট্টগ্রামে ৬ই মে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৭ই মে, ৯০

রংপুর কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদের কমনরুম সম্পাদিকা নাসিমা খাতুন রেনুর হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য পরিষদের ডাকে রংপুরে ৬ই মে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৭ই মে, ৯০

সন্ত্রাস ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার কালিয়াবাজার ইউনিয়নে ৩০শে এপ্রিল পূর্ণদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই মে, ৯০

দু'জন ব্যবসায়ীকে হত্যার প্রতিবাদে জেলা গ্রোসারি বণিক সমিতির ডাকে ১৩ই মে ঠাকুরগাঁও জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই মে, ৯০

কুমিল্লা বিমানবন্দর এলাকায় ১১টি গ্রামের ১২শত পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ প্রদানের প্রতিবাদে ৩১শে মে বিমান বন্দর এলাকায় পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। ভুক্তভোগী জনগণ এই হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ সংবাদ, ২২শে মে, ৯০

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক পার্টির যশোর জেলা সমন্বয়কারী এস এম শাহীন সিদ্দিকীর হত্যার প্রতিবাদে যশোর শহরে ২০ ও ২১শে মে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে মে, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রনেতা হাসানুল করিম মানিক হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে মে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে মে, ৯০

ইসলামী ছাত্র শিবিরের হামলায় চাকসুর ভিপিসহ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আহত হবার প্রতিবাদে এবং ক্যাম্পাস থেকে বহিরাগত উচ্ছেদ, অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার ও তদন্ত রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে ৩১শে মে চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা জুন, ৯০

কক্সবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্তের প্রতিবাদে ৫ই জুন শহরে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই জুন, ৯০

পাবনা নগরবাড়ী ঘাটে নবগঠিত পরিবহন মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দাবিতে ৯ই জুন পাবনায় সারাদিন হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই জুন, ৯০

হেলপারের ধাক্কায় কোস্টারের নিচে চাপা পড়ে নিহত স্কুল ছাত্র সিরাজুল ইসলামের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে ১১ই জুন ভোর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা ও কুমিল্লায় শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই জুন, ৯০

পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে ১২ই জুন শেরপুরে ৬টা থেকে দুপুর পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। শেরপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই হরতাল আহবান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই জুন, ৯০

আওয়ামী লীগসহ ৮ দলীয় জোটের ডাকে ১৭ই জুন রাজধানী ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়। সরকারের অপসারণ, জাতীয় সংসদ বাতিল, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রস্তাবিত বাজেটে আরোপিত বর্ধিত কর প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে ৮ দল এই হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই জুন, ৯০

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৮ দলের সভায় এবং বিএনপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৭ দলের সভায় ২৮শে জুন দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে জুন, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটের কাজীবাজার জামেয়া মাদানিয়া মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে এবং মাদ্রাসার অধ্যক্ষসহ গ্রেফতারকৃত ১৬ জনের মুক্তির দাবিতে ২৬শে জুন সিলেটে ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। কাজীবাজার মসজিদ, মাদ্রাসা ও গোরস্থান হেফাজত এবং জুলুম প্রতিরোধ কমিটি এই হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জুন, ৯০

৮, ৭ ও ৫ দল এবং জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন দাবিতে ২৮শে জুন দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ১৯৮৮ এর ১২ই জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর প্রতিবাদে সর্বশেষ ঐক্যবদ্ধ হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে জুন, ৯০

পাবনা জেলায় ১১ই জুলাই সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগ, পাবনা মোটর মালিক এবং শ্রমিক সমিতির যৌথ আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। জনৈক প্রতিমন্ত্রীর অপসারণ, পুলিশ সুপারের বদলি ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতিরোধসহ বিভিন্ন দাবিতে এই সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১২ই জুলাই, ৯০

সৌদি আরবে সৈন্য পাঠানোর জন্য এরশাদ সরকারে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৪ঠা সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ৮ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। ২৬শে আগস্ট ৮ ও ৫ দল যুগপৎ ভাবে এ হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই সেপ্টেম্বর, ৯০

চট্টগ্রামে ৮ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগর বিএনপি কর্মী আনোয়ার ও শাহ আলম হত্যার প্রতিবাদে ভোর থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ৯০

জেলা ও দায়রা জজের অপসারণের দাবিতে জেলার আইনজীবীদের আহ্বানে ১৩ই সেপ্টেম্বর দিনাজপুরে ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৯০

নাজিরহাট রেল সার্ভিস পুনরায় চালু এবং রাউজান, বোয়ালখালী ও চন্দনাইশ উপজেলা কেন্দ্রের এসএসসি পরীক্ষার খাতা পুনরায় নিরীক্ষণের দাবিতে ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন গণসংগ্রাম কমিটি আহুত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ ও জাতীয় পার্টির সমর্থিত যাত্রীকল্যাণ সমিতির সদস্যদের হাতে পরিবহন শ্রমিক নির্যাতিত হবার ঘটনার প্রতিবাদে ১৭ই সেপ্টেম্বর পাবনা শহরে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে সেপ্টম্বর, ৯০

ছাত্রদল নেতা মিঠু হত্যার প্রতিবাদে নগর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনগুলি ২৫শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ৯০

ঢাকায় ১০ই অক্টোবর আওয়ামী লীগসহ ৮ দল, বামপন্থী ৫ দল এবং বিএনপিসহ ৭ দলের অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি চলাকালে গুলিতে প্রাণহানি, বোমাবাজি, সংঘর্ষ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ, অগ্নিসংযোগ আর ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। গুলিতে ৫ জন নিহত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১১ই অক্টোবর রাজধানীতে অর্ধদিবস হরতাল ডাকা হয়। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলি মাসব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৬ই অক্টোবর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত দু'দিন হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১১ই অক্টোবর, ৯০

১৫ই অক্টোবর ভোর থেকে ১২টা পর্যন্ত ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ১১ই অক্টোবর পুলিশের গুলিতে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ছাত্র মনির হত্যার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এ হরতাল ডাকে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই অক্টোবর, ৯০

সরকার বিরোধী ব্যাপক গণবিক্ষোভ আর সহিংসতার মধ্যে দিয়ে ৮, ৭ ও ৫ দলের আহবানে ১৬ই অক্টোবর দেশজুড়ে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই অক্টোবর, ৯০

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ১০ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট ও অবরোধসহ দেড় মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করে। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে অক্টোবর, ৯০

২৬শে অক্টোবর ছাত্র মিছিলে জাতীয় পার্টির হামলার প্রতিবাদে ২৭শে অক্টোবর ভোলায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে অক্টোবর, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

জনৈক মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি ও যুবসংহতির সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং ২৭শে অক্টোবর ২২ দলের সমাবেশে হামলার প্রতিবাদে ২৮শে অক্টোবর বগুড়ায় পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে অক্টোবর, ৯০

উন্নয়নের দাবিতে ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা ধোবাউড়ায় ২৮শে অক্টোবর ৬টা থেকে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে অক্টোবর, ৯০

ভারতের বাবরী মসজিদে হামলার প্রতিবাদে মুসল্লীদের ডাকে ১লা নভেম্বর কিশোরগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা নভেম্বর, ৯০

৮ই নভেম্বর চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগ ২২শে নভেম্বরের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, পরিবহন ভাড়া এবং পৌরকর হ্রাস না করা হলে ২৪ ও ২৫শে নভেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতাল পালন করার ঘোষণা দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৯ই নভেম্বর, ৯০

সরকারের অপসারণ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও অবৈধ সংসদ বাতিলের দাবিতে ৮, ৭ ও ৫ দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক জোট ও দলের আহ্বানে ১০ই নভেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই নভেম্বর, ৯০

৮ , ৭ ও ৫ দলীয় জোট তাদের যুগপৎ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯শে নভেম্বর মশাল মিছিল এবং ২০ ও ২১শে নভেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতালের অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই নভেম্বর, ৯০

চাঁদপুরে ডব্লিউ রহমান জুট মিল চালুর দাবিতে সর্বদলীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ আহুত ১৭ই নভেম্বরের সকাল-সন্ধ্যা হরতাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই নভেম্বর, ৯০

দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচি উপলক্ষে ১৯শে নভেম্বর প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ২৬শে নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে । উৎসঃ সংবাদ, ২০শে নভেম্বর, ৯০

Dhaka University Institutional Repository

তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরিবহন ভাড়া ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের অপসারণসহ চট্টগ্রামের উন্নয়নের দাবিতে নগর আওয়ামী লীগ ২৪শে নভেম্বর হরতলের ডাক দেয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২২শে নভেম্বর, ৯০

ছাত্রনেতার উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ৮, ৭ ও ৫ দল, ইউসিএল, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এবং বিএমএ-র আহ্বানে ২১শে নভেম্বর রাজশাহীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে নভেম্বর, ৯০

২১শে নভেম্বর মুসলিম লীগের স্থায়ী ও ঢাকা মহানগরী কমিটির এক যৌথ সভায় ২৫, ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর হরতাল পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে নভেম্বর, ৯০

গাবতলীতে ছাত্র ঐক্যের মিছিলে জাতীয় পার্টি নেতাদের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২২শে নভেম্বর শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে নভেম্বর, ৯০

জাতীয় পার্টির মহাসমাবেশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ২৬শে নভেম্বর আহুত হরতালের কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে নভেম্বর, ৯০

১৯৯১

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে বণিক সমিতির আহ্বানে ঝিনাইদহের শৈলকুপা বাজারে ৩রা জানুয়ারি সকাল থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জানুয়ারি, ৯১

নাজিরহাট কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহালের দাবিতে স্থানীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ফটিকছড়িতে ১০ই জানুয়ারি পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জানুয়ারি, ৯১

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের মনোনয়ন পত্র বাতিলের প্রতিবাদে এবং তার মুক্তির দাবিতে রংপুর জাতীয় পার্টির ডাকে ১৬ই জানুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই জানুয়ারি, ৯১

Dhaka University Institutional Repository

নওগাঁ জেলার সান্তাহারে ২৮শে জানুয়ারি জাতীয় পার্টির দু'টি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ ব্যক্তি নিহত হয়। জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রতিবাদে ২৯শে জানুয়ারি নওগাঁয় হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে জানুয়ারি, ৯১

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ডাকে অবিলম্বে বন্ধ সুতাকল চালুর দাবিতে ৩০শে জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে জানুয়ারি, ৯১

রাজশাহীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিডিআর ও এলাকাবাসীর সংঘর্ষের প্রতিবাদে ১৫ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ৯১

দোকান কর্মচারী জয়নুল হত্যার প্রতিবাদে ব্যবসায়ী সমিতি ও কর্মচারি ইউনিয়নের যৌথ আহ্বানে ১৯শে ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৯১

২৩শে ফেব্রুয়ারি বানরীপাড়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল হাওলাদার ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন। এ ব্যাপার বানরীপাড়া থানায় ৮ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। হামলার প্রতিবাদে বিএনপি ২৪শে ফেব্রুয়ারি বানরীপাড়ায় হরতাল ডাকে।
উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ৯১

জাতীয় সংসদের যশোর সদর-৩ আসনের নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগে বিএনপির আহ্বানে ১লা মার্চ শুক্রবার যশোর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা মার্চ, ৯১

কুষ্টিয়া ৪ (কামারখালি-খোকশা) আসনে সংসদ নির্বাচনে ভোট গণনায় কারচুপির প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি ও জাসদের (রব) যৌথ উদ্যোগে ৫ই মার্চ কুমারখালী শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই মার্চ, ৯১

আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হালিম মানিকের উপর হামলার প্রতিবাদে ৭ই মার্চ গফরগাঁও থানা আওয়ামী লীগের আহ্বানে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই মার্চ, ৯১

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ ও জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরীর মুক্তির দাবিতে ২২শে এপ্রিল রংপুরে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। (বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে এটিই প্রথম হরতাল)। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে এপ্রিল, ৯১

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ও মাস্তানির প্রতিবাদে মাগুরা শহরে ৩টি কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ীরা অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই মে, ৯১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাস ও দখলের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম শহরে ১৬ই জুন অর্ধদিবস হরতাল পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই জুন, ৯১

ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় পার্টির ডাকে ১৫ই জুন রংপুরে সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই জুন, ৯১

শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) ডাকে ১২ই জুন সিরাজগঞ্জ শহরে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। সিরাজগঞ্জ কটন মিলের লে-অফ ঘোষণার প্রতিবাদে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এই হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই জুন, ৯১

অবিলম্বে তিনজন ছাত্রলীগ (আ-অ) নেতার মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ৩রা জুলাই পাবনা শহরে হরতাল পালিত হয়। ছাত্রলীগ এ হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জুলাই, ৯১

১৫ই জুলাই চট্টগ্রামে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সকাল-সন্ধ্যা এবং ছাত্র শিবির অর্ধদিবস হরতাল ডাকে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই জুলাই, ৯১

ঈশ্বরদী বাজারে দু'টি দোকানে ভাংচুরের প্রতিবাদে ১১ই আগস্ট শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই আগস্ট, ৯১

Dhaka University Institutional Repository

পে-কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন ও অফিসের সময় পরিবর্তন এর দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ এবং এর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সংগঠনের ডাকে ১২ই আগস্ট সরকারি কর্মচারিরা পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সংহতি পরিষদের ৩ দফা দাবির সমর্থনে ১২ই আগস্ট সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২ ঘন্টা কর্মবিরতি পালিত হয়। তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন দাবি পূরণ না হলে ২১ ও ২২শে আগস্ট ২ দিন পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করা হবে। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই আগস্ট, ৯১

ছাত্র শিবির ১৭ ও ১৮ই আগস্ট ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালন শেষে ১৯শে আগস্ট থেকে পুনরায় ৭২ ঘন্টার হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে আগস্ট, ৯১

মাদারীপুরের হাওলাদার জুটমিলের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন মিলটি পুনরায় চালু করা ও বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে ২৯শে আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে আগস্ট, ৯১

১১ই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের ধানমন্ডি-মোহম্মদপুর আসনে উপ-নির্বাচনের সময় একটি ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা এবং বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ঢাকাসহ সারাদেশে ১৪ই সেপ্টেম্বর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৯১

মুন্সীগঞ্জের যুবলীগ নেতা শাহীন হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ৯ই অক্টোবর মুন্সীগঞ্জ শহরে সকাল-সন্ধ্যা পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই অক্টোবর, ৯১

বিডিআর সদস্যদের গুলিতে দরগাতলী হাটে ২ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ১৮ই অক্টোবর জয়পুরহাটে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে অক্টোবর, ৯১

মজলুম ছাত্র কাফেলার ডাকে ২১শে অক্টোবর সিলেটে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২২শে অক্টোবর, ৯১

Dhaka University Institutional Repository

যশোর বেনাপোল রেললাইন তুলে ফেলার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে লাইনটি চালু করার দাবিতে ৩রা নভেম্বর যশোরে সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা নভেম্বর, ৯১

চট্টগ্রাম বিআইটিকে সন্ত্রাসমুক্ত করা ও দেবাশীষসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (চট্টগ্রাম উত্তর জেলা) ৪ঠা নভেম্বর ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামে হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা নভেম্বর, ৯১

আইয়ুব বাহিনীর হাতে এনডিপি নেতা অপহরণ এবং তাকে উদ্ধারে প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিবাদে ৯ই নভেম্বর রাঙ্গুনিয়ায় এনডিপির আহ্বানে ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১১ই নভেম্বর, ৯১

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ডাকে ১১ই নভেম্বর পাবনা শহরে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১২ই নভেম্বর, ৯১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভনে ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের সশস্ত্র হামলা ও ভাংচুরের প্রতিবাদে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ডাকে চট্টগ্রামে ২১শে নভেম্বর ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে নভেম্বর, ৯১

খাস জমি থেকে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের সময় ৩ জন আহত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে ২১শে নভেম্বর বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে নভেম্বর, ৯১

পাটকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন তাদের ৮ ও ৬ দফা আদায়ে ২২শে ডিসেম্বর ভোর ৬টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টা সর্বাত্মক ধর্মঘট ও রাজপথ রেলপথ অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে নভেম্বর, ৯১

বোমাবাজি, গোলাগুলি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে ৩০শে নভেম্বর চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্র শিবির আহুত হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা ডিসেম্বর, ৯১

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ মোখতার হোসাইনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় ১লা ডিসেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা ডিসেম্বর, ৯১

পটিয়াকে জেলা করার দাবিতে ৪ঠা ডিসেম্বর পটিয়ায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই ডিসেম্বর, ৯১

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর লেখক শিবিরের সাবেক সভাপতি হাসানাত কাইয়ুম এবং গণতন্ত্রী পার্টির নেতা আব্দুল হাইয়ের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবিতে ৫ই ডিসেম্বর ভোর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বাজিতপুর শহরে শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৭ই ডিসেম্বর, ৯১

মোটর শ্রমিকদের একটি গ্রুপের নেতা আবুল কালামের মুক্তির দাবিতে ৭ই ডিসেম্বর রংপুরে অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই ডিসেম্বর, ৯১

আওয়ামী লীগের আহ্বানে ৮ই ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকায় ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলের জনসভায় হামলার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৯১

উপজেলা পদ্ধতি বাতিলের প্রতিবাদে এবং এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রত্যাহারে দাবিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতির ডাকে ৯ই ডিসেম্বর দেশের বিভিন্ন স্থানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। তবে ঢাকায় হরতাল ডাকা হয় নি।
উৎসঃ সংবাদ, ১০ই ডিসেম্বর, ৯১

ছাত্রলীগের আহ্বানে ১১ই ডিসেম্বর বন্দর নগরী চট্টগ্রামে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই ডিসেম্বর, ৯১

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সত্যপদ ভদ্রকে ছাত্রদল কর্তৃক অপহরণের প্রতিবাদে ২৪শে ডিসেম্বর হাজীগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে ডিসেম্বর, ৯১

২৬ ডিসেম্বর গফরগাঁওয়ে ছাত্রলীগ আহুত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে ডিসেম্বর, ৯১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২

২৯শে ডিসেম্বর রোববার রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় শান্তিবাহিনীর সহিংসতায় ৭ জন নিরীহ জেলের নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ৩১শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলা সদরে সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা জানুয়ারি, ৯২

দৌলতপুর সরকারি বিএল কলেজে পুলিশের গুলিতে ঐ কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র মুক্তি মাহমুদ লিটন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হওয়ার প্রতিবাদে ২রা জানুয়ারি খুলনা দৌলতপুরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি, ৯২

জাতীয় ছাত্রদল নামক সংগঠনের ডাকে ৪ঠা জানুয়ারি ঝিনাইদহে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ঝিনাইদহ জেলার জাতীয় ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল মালেকের স্ত্রী সেলিনা বেগমকে হত্যার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই জানুয়ারি, ৯১

১১ই জানুয়ারি শনিবার দক্ষিণ চট্টগ্রামে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। সাবেক মহকুমা পটিয়াকে জেলা করার দাবিতে এ হরতালের ডাক দেয় জেলা বাস্তবায়ন কমিটি। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জানুয়ারি, ৯২

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা মনিরুজ্জামান বাদল হত্যার প্রতিবাদে ১১ই জানুয়ারি বাগেরহাটে স্বতঃস্ফূর্তভাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই জানুয়ারি, ৯২

কাউখালী কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির প্রতিবাদে ৭ই জানুয়ারি ছাত্রলীগের ডাকে কাউখালীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই জানুয়ারি, ৯২

বেনাপোলকে স্বতন্ত্র স্থল বন্দর ঘোষণা ও যশোর-বেনাপোল রেলপথ চালুর দাবিতে ১৩ই জানুয়ারি বেনাপোলে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। কানাডীয় কোম্পানী সাইপ্যামের কার্যকলাপ বন্ধ এবং তেল গ্যাস সংক্রান্ত দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ১৫ই জানুয়ারি সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় হরতাল হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই জানুয়ারি, ৯২

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক দোকান লুট ও যুবলীগ কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ১৭ই জানুয়ারি পরশুরাম উপজেলায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে জানুয়ারি, ৯২

আওয়ামী লীগের ডাকে ২১শে জানুয়ারি খুলনা মহানগরীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২২শে জানুয়ারি, ৯২

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা মনিরুজ্জামান বাদল হত্যার প্রতিবাদে ১১ই জানুয়ারি মঠবাড়িয়া উপজেলায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে জানুয়ারি, ৯২

শহরের কাটনার পাড়ায় সামাদ ইলেকট্রোনিক্সে জ্বালানী তেল ঢেলে আগুন লাগানোর প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শহরের নামাজগড় ও কাটনার পাড়া এলাকায় নামাজগড়ের ব্যবসায়ীদের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ৯২

দলীয় নেতার বাসভবনে হামলা ও ভাংচুর করার প্রতিবাদে এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ২৬শে ফেব্রুয়ারি সৈয়দপুর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ৯২

ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে ২৪শে ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলা হোটেল, রেস্তোঁরা ও বেকারী মালিক সমিতি ২৪ ঘন্টাব্যাপী হরতাল পালন করে। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই মার্চ, ৯২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতা ইয়াসির আরাফাত পিটুর হত্যাকন্ডের প্রতিবাদে ১৯শে মার্চ রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও কুড়িগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২০শে মার্চ, ৯২

চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অপসারণের দাবিতে ২০শে মার্চ চৌগাছায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ক্ষমতাসীন দল বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়বাদী ছাত্র ও যুবদল এই হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২১শে মার্চ, ৯২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ছাত্র শিবিরের ডাকে ২৮শে মার্চ খুলনা মহানগরীতে আংশিক ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে মার্চ, ৯২

কক্সবাজার ছাত্র পরিষদের আহ্বানে ২৩শে মার্চ কক্সবাজারে অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে মার্চ, ৯২

ছাত্রলীগ (না-শা) নেতা স্বপন হত্যার প্রতিবাদে ১২ই এপ্রিল মানিকগঞ্জে পূর্ণদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই এপ্রিল, ৯২

সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধারা গণআদালতের রায় কার্যকর এবং কারমাইকেল কলেজের নির্ণীয়মান ভাস্কর্য ভাঙ্গা ও জামায়াতে-শিবির কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা বাবুলের হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়ার প্রতিবাদে ১৭ই এপ্রিল পূর্ণদিবস হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই এপ্রিল, ৯২

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ডাকে ২৩শে এপ্রিল সৈয়দপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে এপ্রিল, ৯২

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি ১৫ দিনের মধ্যে গোলাম আযমের বিচারসহ সকল দাবি পূরণ না হলে প্রতিবাদের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৮ই মে ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে এপ্রিল, ৯২

গাইবান্ধায় ২৬শে এপ্রিল বিকালে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে জামায়াতে-শিবিরের হামলায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভামঞ্চ তছনছ এবং মিছিলে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ২৭শে এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত গাইবান্ধা শহরে গাইবান্ধা পরিবহন শ্রমিকদের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে এপ্রিল, ৯২

দোকান কর্মচারী রুনু হত্যার প্রতিবাদে ২৯শে এপ্রিল ময়মনসিংহ শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি এ হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে এপ্রিল, ৯২

Dhaka University Institutional Repository

ফটিকছড়িতে জামায়াতে-শিবির ও এনডিপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ৩ জন নেতা-কর্মী নিহত হওয়ায় ১০ই মে মহানগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই মে, ৯২

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সর্ম্পকে ২৬শে মার্চ গণআদালতে ঘোষিত গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির আহ্বানে ১৮ই মে রাজধানীতে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে মে, ৯২

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানে ১৮ই মে খুলনা মহানগরীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে মে, ৯২

খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ডাকে ৩রা জুন মহানগরীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। রূপসা সেতু ও ঢাকা-মাওয়া-খুলনা সড়ক নির্মাণ, রফতানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল গঠন, মেডিক্যাল কলেজ চালু, বিমানবন্দর নির্মাণ ও বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা দূরসহ ১৮ দফা দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসাবে এই হরতাল আহ্বান করা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জুন, ৯২

ডাকাতি মামলায় একজন ইউপি সদস্যকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ১৭ই জুন বালিয়াডাঙ্গা উপজেলায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে জুন, ৯২

একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বানে ২১শে জুন শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২২শে জুন, ৯২

আইনের শাসন কায়েম, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, হত্যা-ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চির অবসান ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে আওয়ামী লীগ ১৫ই আগস্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই জুলাই, ৯২

Dhaka University Institutional Repository

প্রবীন কমিউনিষ্ট নেতা রতন সেন হত্যার প্রতিবাদে ১লা আগস্ট খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২রা আগস্ট, ৯২

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে আময়ামী লীগ আহুত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই আগষ্ঠ, ৯২

বিশিষ্ট রাজনীতিবদ ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননকে হত্যার প্রচেষ্টা এবং সন্ত্রাস দমনে ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় বিএনপি সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে প্রধান প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনের আহ্বানে ২০শে আগস্ট হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২১শে আগস্ট, ৯২

মির্জগঞ্জে থানা সদরে ৩রা সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৯২

রাজশাহীতে পূর্ণাঙ্গ টিভি ষ্টুডিও স্থাপনের দাবিতে ৮ই সেপ্টেম্বর ২০ মিনিটের হরতাল পালিত হয়। সম্মিলিত শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সকাল ১১টা থেকে ১১-২০টা পর্যন্ত এই হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ৯২

মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণাসহ ৮ দফা দাবিতে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ১২ই সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৯২

নাটোরে টিভি উপকেন্দ্রে পূর্ণাঙ্গ ষ্টুডিও চালুর দাবিতে ২২শে সেপ্টেম্বর নাটোরে হরতাল আহ্বান করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৯২

রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানা নির্বাহী অফিসার, থানা বিদ্যুৎ প্রকৌশলী এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের পেশকারের অপসারণের দাবিতে ২২শে সেপ্টেম্বর পাংশায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৯২

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বগুড়ায় পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কিন্তু তথ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন, টিভি কেন্দ্র হবে রাজশাহীতে। এর প্রতিবাদে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ১৫ই অক্টোবর থেকে একটানা ৭২ ঘন্টা হরতাল এবং মন্ত্রীদের জন্য বগুড়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই অক্টোবর, ৯২

মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী মাহাবুব আলমের হত্যাকারী শিবির কর্মীদের গ্রেফতারের দাবিতে চট্টগ্রামে ১৩ই অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই অক্টোবর, ৯২

আইডিয়াল কলেজের ছাত্র সফিরউদ্দিন সোহেল হত্যার প্রতিবাদ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে ২৪শে অক্টোবর ঢাকার কোতোয়ালী ও লালবাগ থানা এলাকায় অর্ধদিবস ধর্মঘট পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে অক্টোবর, ৯২

কেউ জানেনা কারা আহ্বান করেছে। তবুও ৫ই নভেম্বর কক্সবাজারে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। যানবাহন চলে নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলে নি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। সরকারি অফিসে উপস্থিতি কম ছিল। আগের দিন ১২ ঘন্টা হরতালের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কারা যে ডেকেছে হরতাল তা কেউ বলতে পারে নি।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৬ই নভেম্বর, ৯২

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে ৪ দফা দাবিতে ৮ই নভেম্বর ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই নভেম্বর, ৯২

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্রলীগ নেতা রেজাউল হকের মৃত্যুর প্রতিবাদে মেহেরপুর ছাত্রলীগের ডাকে ৮ই নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ৯ই নভেম্বরও হরতাল ডাকা হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৫ই নভেম্বর, ৯২

ছাত্রলীগ ১৮ই নভেম্বর দক্ষিণ চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৫ই নভেম্বর, ৯২

Dhaka University Institutional Repository

ভারত থেকে পাথর আমদানির ব্যাপারে বিএনপি সরকারের অনুমতির প্রতিবাদে ১৮ই নভেম্বর ব্যবসায়ীদের ডাকে ছাতকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৯শে নভেম্বর, ৯২

ভারতের বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার প্রতিবাদে এবং একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের বিচারসহ ৪ দফা দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বানে ৮ই ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৯২

১০ই ডিসেম্বর ঢাকায় অভূতপূর্ব মানবন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই ডিসেম্বর, ৯২

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে খেলাফত মজলিশসহ বিভিন্ন সংগঠনের আহ্বানে সিলেটে ১০ই ডিসেম্বর সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই ডিসেম্বর, ৯২

আওয়ামী লীগ নেতা আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারসহ গ্রেফতারকৃত ৮ জনের মুক্তির দাবিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ১৯শে ডিসেম্বর কুমিল্লা শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে ডিসেম্বর, ৯২

২১শে ডিসেম্বর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে বান্দরবানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২২শে ডিসেম্বর, ৯২

গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী সর্বদলীয় রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ২৩শে ডিসেম্বর গাজীপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে ডিসেম্বর, ৯২

২৬শে ডিসেম্বর পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ, দু'জনকে হত্যা ও বহু লোককে আহত করার প্রতিবাদে এবং পীর সদরউদ্দিন চিশতীকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২৭শে ডিসেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। সদরউদ্দীন চিশতির মতবাদ বাতিল কমিটি এই হরতাল আহবান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে ডিসেম্বর, ৯২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩

পতেঙ্গায় ঈশা খাঁ নৌঘাটি সংলগ্ন দক্ষিণ হালিশহর ও বন্দরটিলা এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং বেপরোয়া গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই জানুয়ারি, ৯৩

৫ই জানুয়ারি শাহজাদপুর পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রাক্কালে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হাবিবুর রহমান স্বপনকে লাঞ্ছিত করা ও মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় ঘটিত সন্ত্রাসমূলক ঘটনার প্রতিবাদে শাহজাদপুরে ৬ই জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জানুয়ারি, ৯৩

ময়মনসিংহ জুটমিল অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবিতে ৬ই জানুয়ারি জুটমিল সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আহুত অর্ধদিবস হরতাল ময়মনসিংহে পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জানুয়ারি, ৯৩

১৩ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় শিবির কর্মী মোশারফ হত্যা এবং নগরীর কয়েকটি স্থানে শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগ উভয়ের পাল্টাপাল্টি আহ্বানে ১৫ই জানুয়ারি বন্দরনগরীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই জানুয়ারি, ৯৩

পাথরঘাটা থানা ম্যাজিস্ট্রেটের বদলি আদেশ বাতিলের দাবিতে ২১শে জানুয়ারি পৌর এলাকায় হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে জানুয়ারি, ৯৩

২৪শে জানুয়ারির আওয়ামী লীগের জনসভায় মুখোশধারীদের হামলা ও দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে জানুয়ারি, ৯৩

চট্টগ্রামে ২৪শে জানুয়ারি শেখ হাসিনার জনসভায় হামলা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ২৬শে জানুয়ারি সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে জানুয়ারি, ৯৩

কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, বুথ দখল, ভোটারদের ভোটদানে বাধাদান এবং ছুরিকাঘাতের ঘটনার মধ্য দিয়ে ৩০শে জানুয়ারি যশোর পৌর নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ,

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টি ও ৫ দলীয় জোটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যৌথ প্রতিবাদ সমাবেশে নির্বাচন বাতিল এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ৩১শে জানুয়ারি পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১শে জানুয়ারি, ৯৩

জাতীয় পার্টির আহ্বানে বরিশাল শহরে ৩১শে জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা ফেব্রুয়ারি, ৯৩

পৌর নির্বাচনে ভোট ডাকাতি ও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জাসদ ২রা ফেব্রুয়ারি মাগুরা শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা ফেব্রুয়ারি, ৯৩

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে পৌর নির্বাচনোত্তর হামলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১লা ফেব্রুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ৯৩

ফরিদপুরে পৌরসভার পুনঃনির্বাচনের দাবিতে ২রা ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ আহুত অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ৯৩

মিরপুর জাতীয় সংসদ উপনির্বাচনের ফল ঘোষণায় সরকারি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ৬ই ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ৯৩

মিরপুরে উপ-নির্বাচনে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১০ই ফেব্রুয়ারি হরতালের ডাক দেয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ৯৩

আওয়ামী লীগ এবং স্থানীয় পৌরনির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী ৪ প্রার্থীর আহ্বানে ১০ই ফেব্রুয়ারি যশোর শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ৯৩

১৬ই ফেব্রুয়ারি রংপুর শহরসহ জেলার ৮টি থানায় দিনব্যাপী শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পলিত হয়। জাতীয় পার্টির রংপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক ও নবনির্বাচিত পৌর চেয়ারম্যান শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টুসহ ১০ জনের জামিন

Dhaka University Institutional Repository

নামঞ্জুর করার প্রতিবাদে হরতাল ডাকা হয়। ৩ দিনের মধ্যে জামিন মঞ্জুর না করলে লাগাতার হরতাল দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৯৩

নাটোরে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের (ম-ই) আহ্বানে ১৬ই ফেব্রুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৯৩

বগুড়া নন্দীগ্রামে জামায়াতে-শিবির কর্তৃক নন্দীগ্রাম থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শফিউল আলম বুলুর পুত্র ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মী সামসুজ্জোহা হত্যার প্রতিবাদে ২৫শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা হতে ১২টা পর্যন্ত বগুড়ায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ৯৩

গুলিতে নিহত ছাত্র মৈত্রীর নেতা আইয়ূব হোসেনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং স্থানীয় সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল গনিসহ ৪ পুলিশ কর্মকর্তার অপসারণের দাবিতে ৫ দলীয় জোট, আওয়ামী লীগ, পিডিএফ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ১১ই মার্চ যশোর শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই মার্চ, ৯৩

১১ই মার্চ স্থানীয় দড়াটানা চত্বরে জেলা ৫ দলীয় জোট, আওয়ামী লীগ, পিডিএফ, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে ৫ই এপ্রিল যশোরে পূর্ণদিবস হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই মার্চ, ৯৩

ময়মনসিংহ জুটমিলের লে-অফ প্রত্যাহার করে পুনরায় মিল চালু করা, শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদ ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনের আহ্বানে ময়মনসিংহ শহরে ১৬ই মার্চ অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই মার্চ, ৯৩

আব্দুল কুদ্দুস হত্যার আসামী গ্রেফতার না হওয়ায় জাতীয় ছাত্রদল ঝিনাইদহ শাখা ৯ই এপ্রিল ঝিনাইদহ শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই এপ্রিল, ৯৩

সিরাজগঞ্জের রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮ই এপ্রিল শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ই এপ্রিল, ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়া কটন স্পিনিং মিল ও ভার্জিনিয়া টোব্যাকো কোম্পানীসহ বগুড়ার সকল বন্ধ মিল কলকারখানা পুনরায় চালুর দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ ২৯শে এপ্রিল বগুড়ায় সকাল-সন্ধা হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই এপ্রিল, ৯৩

সভা সমাবেশের উপর বিএনপি সরকারের হস্তক্ষেপ ও হামলার প্রতিবাদ, যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচার, জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, প্রভৃতি দাবিতে ১৪টি রাজনৈতিক দলের আহ্বানে ১৩ই মে সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ই মে, ৯৩

১৩ই মে হরতাল চলাকালে আহত কলেজ ছাত্র সাইফুল ১৪ই মে ইন্তেকাল করলে তার মৃত্যুর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, জাসদ ও ইসলামী ছাত্র শিবিরসহ বিভিন্ন সংগঠন ১৫ই মে রংপুরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে ।

উৎসঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ মে, ৯৩

ছাত্রলীগ কর্মী রাশেদুল হাসান মঞ্জুর হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১৮ই মে পাবনায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২০শে মে, ৯৩

এইচএসসি পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে ২৩শে মে কক্সবাজারে হরতাল হয়। এই হরতাল আহ্বান করে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সংগ্রাম কমিটি। উৎসঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪শে মে, ৯৩

কক্সবাজারের উখিয়া থানায় ১৭ই জুন অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দিনকাল, ১৮ই মে, ৯৩

বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার ওসি শরীফুল হক সিদ্দিকীর অপসারণের দাবিতে ১লা জুলাই থানা সদরে ১ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। সর্বস্তরের জনতা এ হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩রা জুলাই, ৯৩

আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক আখতারুজ্জামান বাবুর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহার ও হয়রানি বন্ধের দাবিতে ৪ঠা জুলাই চট্টগ্রাম নগরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ এই হরতাল ডাক দেয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৫ই জুলাই, ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দলের আহ্বানে ১৪ই জুলাই কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৫ই জুলাই, ৯৩

সাবেক পৌর কমিশনার রিয়াজ মোহাম্মদ ইকবাল হত্যার প্রতিবাদে ১৫ই জুলাই কক্সবাজার শহরে শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ১৬ই জুলাই, ৯৩

সরকারের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯শে জুলাই সারাদেশে আওয়ামী লীগসহ ১৫টি রাজনৈতিক দলের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। জাতীয় পার্টিও হরতালের ডাক দেয়। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচারের দাবি করে হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ জনকণ্ঠ, ২০শে জুলাই, ৯৩

যশোরে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির প্রতিবাদে এবং তিন ছাত্রনেতার খুনীদের গ্রেফতারের দাবিতে ১৫টি রাজনৈতিক দলের ডাকে ১লা আগস্ট যশোরে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৩ই জুলাই, ৯৩

বাঁধ কাটাকে কেন্দ্র করে বিডিআর-এর গুলিতে ৫ জন নিহত এবং অর্ধ শতাধিক লোক আহত হবার প্রতিবাদে ১লা আগস্ট সিলেটের জকিগঞ্জ থানায় সর্বদলীয় কমিটির ডাকে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২রা আগস্ট, ৯৩

রাজশাহী সঙ্গীত শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ রাজশাহীতে ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে টিভি ষ্টুডিও স্থাপন না করলে ৬ই অক্টোবর রাজশাহীতে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৫ই আগস্ট, ৯৩

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, বঙ্গবন্ধুর খুনীদের গ্রেফতার ও তাদের চাকরি থেকে অপসারণের দাবিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ডাকে ১৫ই আগস্ট সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৬ই আগস্ট, ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের গুলিতে খায়রুল হোসেন নামক এক যুবক নিহত হবার প্রতিবাদে এবং এ হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে ৯ই সেপ্টেম্বর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ফেঞ্চুগঞ্জে শান্তিপূর্ণ ভাবে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই সেপ্টেম্বর, ৯৩

কক্সবাজারের ধেচুয়া পালং ২নং শরণার্থী শিবিরে আনসারদের হামলার প্রতিবাদে ১৭ই সেপ্টেম্বর কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে খুনিয়া পালং এলাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৯৩

১৮ই সেপ্টেম্বর ছাত্র শিবির ও সশস্ত্র বহিরাগত সন্ত্রাসীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ঘুমন্ত ছাত্রদের উপর হামলা চালালে একজন ছাত্র নিহত এবং ২ শতাধিক আহত হয় । এই ঘটনার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ২০শে সেপ্টেম্বর রাজশাহী মহানগরীতে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৯৩

খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাস, রিমু হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ছাত্রনেতাদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার ও স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র ঐক্য ২১শে সেপ্টেম্বর মহানগরীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৯৩

ছাত্রনেতা হালিম ও আমান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র শিবির ২২শে সেপ্টেম্বর খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৯৩

মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে ৪ জন গ্রামবাসী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ২৩শে সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৯৩

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার বিচার, দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের অপসারণ, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারসহ জাতীয় সংসদে সম্পাদিত ৪ দফা চুক্তি বাস্তবায়ন, সন্ত্রাস দমন আইন বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি ও ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, কৃষি উপকরণের দাম কমানো ও কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ১০ই অক্টোবর ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই অক্টোবর, ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

২০শে সেপ্টেম্বর এক সংঘর্ষে নিহত ২ জন শিবির নেতা ও আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র আমান হত্যার প্রতিবাদে ৯ই অক্টোবর খুলনা মহানগরীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই অক্টোবর, ৯৩

সাভার পৌরসভার নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১৭ই অক্টোবর সাভারে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই অক্টোবর, ৯৩

বৃহত্তর সিলেটের ৪টি জেলা সমন্বয়ে নতুন বিভাগ গঠনের দাবিতে ২৬শে অক্টোবর পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে অক্টোবর, ৯৩

২৭শে অক্টোবর রংপুরে জাসদ ও ছাত্রলীগ আহুত হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে অক্টোবর, ৯৩

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বানে ৩০শে অক্টোবর সারাদেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে অক্টোবর, ৯৩

আওয়ামী লীগ আহুত ১০ই নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনকালে পুলিশের সংগে সংঘর্ষে শতাধিক আহত হয় এবং পুলিশ ১১৩ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ১৩ই নভেম্বর ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই নভেম্বর, ৯৩

১৬ই নভেম্বর রংপুরে ৮১টি ব্যবসায়ী সংগঠনের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই নভেম্বর, ৯৩

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ডাকে ২৫শে নভেম্বর যশোরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে নভেম্বর, ৯৩

জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরীর প্রাণনাশের চেষ্টা ও মিছিলে হামলার প্রতিবাদে মহানগরী খুলনায় হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা ডিসেম্বর, ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল উদ্দিন হত্যা ও কক্সবাজার জেলা যুবলীগের সম্মেলনে জামায়াতে-শিবিরের হামলার প্রতিবাদে ৫ই ডিসেম্বর হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই ডিসেম্বর, ৯৩

টঙ্গী সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন স্থগিত ও কলেজ বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর ছাত্রলীগ (ম-ই) এবং জাতীয় ছাত্র সমাজের আহবানে শিল্পনগরী টঙ্গীতে ৬-১২টা শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ৯৩

বাজিতপুরের বেংলা আন্দোলনের ইজারাদারের গুলিতে আহত সঞ্জীব দাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ২৯শে ডিসেম্বর বাজিতপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে ডিসেম্বর, ৯৩

১৯৯৪

রিক্শাচালক জামাল হত্যার প্রতিবাদে ১০ই জানুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জানুয়ারি, ৯৪

ঢাকার লালবাগের নবাবগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচোনোত্তর সহিংসতায় ৬ জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারি লালবাগ থানা এলাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ৯৪

অবিলম্বে সিলেট বিভাগ গঠনের দাবিতে ২রা ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা থেকে বৃহত্তর সিলেটের ৪টি জেলায় ৪৮টি ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল শুরু হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ৯৪

জোতদারদের নিয়োজিত লাঠিয়াল বাহিনীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষেতমজুর নেতা আসমত আলীর মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ভান্ডারিয়ায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ৯৪

জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে শাসক দল বিএনপির কারচুপি ও ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে ২১শে মার্চ সোমবার মাগুরায় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি আহুত অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২২শে মার্চ, ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে সরকারি দল বিএনপির ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে ঐ নির্বাচন বাতিল ও নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে ২৩শে মার্চ আওয়ামী লীগের আহ্বানে সারাদেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয় । উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে মার্চ, ৯৪

মাগুরা উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতি এবং ঐ আসনের ফল বাতিল, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ এবং ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে জাতীয় পার্টি ২৬শে এপ্রিল সারাদেশে হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই এপ্রিল, ৯৪

৭ই এপ্রিল সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে সরকারি দলের প্রাইভেট বাহিনী ও পুলিশের নির্যাতন, সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১০ই এপ্রিল দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১১ই এপ্রিল, ৯৪

বাচ্চু হত্যার প্রতিবাদে জেলা আওয়ামী লীগ ১৬ই এপ্রিল লক্ষ্মীপুর জেলায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই এপ্রিল, ৯৪

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ২৬শে এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। ময়মনসিংহের কয়েকটি স্থানে সহিংসতার ঘটনা ও ৭ই এপ্রিল সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে দু'জন কর্মী নিহত হবার প্রতিবাদে হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে এপ্রিল, ৯৪

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বানে ৪ঠা মে গাইবান্ধায় শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই মে, ৯৪

গাজীপুর পৌর এলাকায় সর্বদলীয় রক্ষা সংগ্রাম কমিটি ১০ই মে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১১ই মে, ৯৪

রেলের জমি থেকে বাস্তুহারাদের উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে ২৮শে মে সৈয়দপুর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। বাস্তুহারা সমিতির পক্ষ থেকে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে মে, ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রলীগের (ম-ই) ৩ জন নেতাকে গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রতিবাদে ৯ই জুন বরগুনা শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই জুন, ৯৪

পিরোজপুরে বিএনপি ও ছাত্রদলের একদল কর্মী জেলা আওয়ামী লীগ ও জাপা ভবন ভাংচুর, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আওয়ালসহ উভয় দলের ১২ জন নেতা কর্মীদের আহত করা এবং ব্যাপক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিরোধী দলের ডাকে ১৩ই জুন পিরোজপুরে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই জুন, ৯৪

কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াঁজো কমিটি রাজধানী ঢাকায় ১৪ই জুন হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই জুন, ৯৪

অবিলম্বে জালালাবাদ গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার ও লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে ১৫ই জুন সিলেটে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই জুন, ৯৪

স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী শক্তি ও ফতোয়াবাজ কর্তৃক আহুত হরতালের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ ৩০শে জুন দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা পাল্টা হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে জুন, ৯৪

ছাত্রলীগ নেতা জাহিদুল হত্যার আসামীদের গ্রেফতারের দাবিতে জেলা ছাত্রলীগ (ম-ই) এর আহ্বানে ২৬শে জুন বরগুনায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জুন, ৯৪

স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও ফতোয়াবাজদের অপতৎপরতা প্রতিরোধে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজের আহ্বানে ৩০শে জুন সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১লা জুলাই, ৯৪

যুবদল কর্মী মাহমুদুল হাসানের হত্যার প্রতিবাদে ২রা জুলাই রূপসা শিল্পাঞ্চলে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা জুলাই, ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ছাত্র ও অন্যান্য সংগঠনের ডাকে ২রা জুলাই বরিশাল শহরে সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা জুলাই, ৯৪

২রা জুলাই নরসিংদীতে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা জুলাই, ৯৪

শহরের সাতমাথায় ভাস্কর্য ভাংচুর এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জেলা শাখার আহ্বায়ক আইনজীবী রেজাউল করিম মন্টুকে আহত করার প্রতিবাদে ৭ই জুলাই বগুড়ায় অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জুলাই, ৯৪

বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন গণসংগ্রাম কমিটি এবং ছাত্র শাখা আহুত ৯ই জুলাই হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১০ই জুলাই, ৯৪

সাভার পৌরসভার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের শপথ গ্রহণে প্রশাসনিক টালবাহানার প্রতিবাদে ১০ই জুলাই সাভারে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই জুলাই, ৯৪

গাইবান্ধা, নওগাঁ, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়াকে নিয়ে বগুড়া বিভাগ ঘোষণার দাবিতে ২১শে জুলাই বগুড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে জুলাই, ৯৪

আওয়ামী লীগ ১৫ই আগস্ট দেশব্যাপী ভোর ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে এই হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে জুলাই, ৯৪

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে স্বাধীনতা বিরোধী গোলাম আযমের চট্টগ্রাম আগমন প্রতিহত করার কর্মসূচি হিসাবে বিক্ষোভরত ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ-বিডিআর ও জামায়াতে-শিবিরের আর্মড ক্যাডারের মিলিত বাহিনীর কয়েক দফা সংঘর্ষে ৫ জন নিহত ও তিন শতাধিক আহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র ঐক্য ২৮শে জুলাই চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জুলাই, ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৩০শে জুলাই ঢাকাসহ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে জুলাই, ৯৪

রংপুর বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটি রংপুর বিভাগ গঠন ও কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে ৯ই আগস্ট রংপুরে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালন করে।

উৎসঃ সংবাদ, ১০ই আগস্ট, ৯৪

রেলের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (পাওয়ার হাউস) যন্ত্রপাতিসহ মালামাল বিক্রির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ডাকে ৮ই আগস্ট সৈয়দপুর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই আগস্ট, ৯৪

১০ই আগস্ট বৃহত্তর ময়মনসিংহকে বিভাগে উন্নীত করার দাবিতে ময়মনসিংহ বিভাগ বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১১ই আগস্ট, ৯৪

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচার ও ইনডেম্‌নিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে ১৫ই আগস্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই আগস্ট, ৯৪

জাতীয় শোক দিবসে হরতাল চলাকালে আওয়ামী লীগের বিবাদমান দুই গ্রুপের সংঘর্ষে শামসুল আলম নিহত হয়। হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে উভয় গ্রুপই হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই আগস্ট, ৯৪

জাতীয় পার্টির আহ্বানে ২৪শে আগস্ট ঢাকা মহানগরীতে ৬টা-১২টা পর্যন্ত আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই আগস্ট, ৯৪

রাউজানে এনডিপির সশস্ত্র কর্মীদের হাতে ছাত্রলীগ নেতা ইকবাল ও গিয়াসউদ্দীন জামিল নিহত হবার প্রতিবাদে এবং হত্যাকরীদের গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্রলীগ (ম-ই) ৬ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ সংবাদ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

রংপুরকে বিভাগ ও কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে ৬ই সেপ্টেম্বর রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদের ডাকে শান্তিপূর্ণ ভাবে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ৯৪

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে এবং সভা-সমাবেশ মিছিলের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর হামলা, নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী আলাদাভাবে রাজধানী ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল শহরে সকাল ৬টা হতে ২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালন করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৯৪

রাজধানীতে ছাত্রলীগ নেতার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে ১৩ই সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৯৪

বিভাগ বাস্তবায়ন আন্দোলনের আহ্বানে ময়মনসিংহ বিভাগ ঘোষণার দাবিতে ২৬শে সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ৯৪

সন্ত্রাস বন্ধ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে সিলেট শহরতলির মেজরটিলা এলাকায় ৪ঠা অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে দুপুর পর্যন্ত সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই অক্টোবর, ৯৪

কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণার দাবিতে ৮ই অক্টোবর বৃহত্তর কুমিল্লার ৩টি জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৯ই অক্টোবর, ৯৪

ফরিদপুর বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বানে ১৯শে অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ফরিদপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে অক্টোবর, ৯৪

যশোর-৩ আসনে ভোট পুনরায় গণনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ শহরে ২২শে অক্টোবর পূর্ণদিবস হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে অক্টোবর, ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা পদ্ধতি পুনর্বহাল ও দলীয় নেতা এইচ এম এরশাদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় পার্টি ২৩শে অক্টোবর দেশের থানাগুলিতে অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে অক্টোবর, ৯৪

কিশোরগঞ্জ জেলাকে প্রস্তাবিত ময়মনসিংহ বিভাগে অন্তর্ভূক্ত না করার দাবিতে ২৪শে অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে অক্টোবর, ৯৪

বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ১২ই নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যা সফল হরতালের পর ১৩ই নভেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই নভেম্বর, ৯৪

বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে ২৫শে নভেম্বর বগুড়ায় পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। বগুড়ায় গোলাম আযমের জনসভা প্রতিরোধের জন্য সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ এ হরতালের ডাক দেয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে নভেম্বর, ৯৪

সভা প্রতিরোধের লক্ষ্যে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন জাতীয় সমন্বয় কমিটির জেলা শাখা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ ২৭শে নভেম্বর দিনাজপুর জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে।
উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে নভেম্বর, ৯৪

ছাত্রমৈত্রী কর্মী বদি আমিন পান্না হত্যার প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আহ্বানে ২৮শে নভেম্বর রাজবাড়ি শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে নভেম্বর, ৯৪

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ৩০শে নভেম্বর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী আহুত অবরোধ কর্মসূচি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১লা ডিসেম্বর, ৯৪

নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৮ই ডিসেম্বর সারাদেশে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৮ই ডিসেম্বর হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত এবং পুলিশের হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৭ই ডিসেম্বর ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের ডাকে ফেনীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২০শে ডিসেম্বর, ৯৪

যুবলীগ নেতা আশরাফউদ্দিন হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২০শে ডিসেম্বর সূত্রাপুর থানা এলাকায় মহানগর আওয়ামী-যুবলীগের (দক্ষিণ) আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২১শে ডিসেম্বর, ৯৪

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ২৯শে ডিসেম্বর দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে ডিসেম্বর, ৯৪

সিলেট শহর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক, গোলাপগঞ্জ থানার অধিবাসী এনামুল হক মুন্নার হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার গোলাপগঞ্জ থানা সদরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একাংশ 'আমরা গোলাপগঞ্জ বাসী' পরিচয়ে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে ডিসেম্বর, ৯৪

১৯৯৫

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সংঘর্ষ ছাড়া ২রা জানুয়ারি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে ঢাকা মহানগরীতে ৮ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি, ৯৫

বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর পৃথক আহ্বানে রাজধানীতে পরপর ৩ দিন অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৪ঠা জানুয়ারি, ৯৫

বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মাষ্টারকে হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে ১৭ই জানুয়ারি সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৮ই জানুয়ারি, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলগুলি ২৪শে জানুয়ারি ঢাকায় অর্ধদিবস ও ২৫শে জানুয়ারি দেশব্যাপী পূর্ণদিবস হরতালসহ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২০শে জানুয়ারি, ৯৫

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ১৯শে জানুয়ারি সারাদেশে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রেলপথ, নৌপথ ও সড়কপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২০শে জানুয়ারি, ৯৫

বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও বোমাবাজির মধ্য দিয়ে ২৪শে জানুয়ারি রাজধানীতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ ভোরেব কাগজ, ২৬শে জানুয়ারি, ৯৫

তিনটি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ ১লা ফেব্রুয়ারি রাউজান, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি ও রাঙ্গুনিয়ায় অর্ধদিবস হরতাল এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি সমগ্র চট্টগ্রামে ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩১শে জানুয়ারি, ৯৫

১৯৯৪ এর ৩১শে জানুয়ারি রাজধানীর লালবাগ থানার নবাবগঞ্জে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় ৭ জনকে হত্যার মামলার আসামীদের গ্রেফতারের দাবিতে ৩১শে জানুয়ারি এলাকাবাসীর আহ্বানে লালবাগে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা ফেব্রুয়ারি, ৯৫

ক্ষমতাসীন বিএনপির অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলের নেতা আহসানউল্লাহ হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্রদল চট্ট গ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখা ৭ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহবান করে।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ৯৫

বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ডাকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকা এবং খুলনায় ৬টা-১২টা হরতাল পালিত হয়। ৯৬ ঘন্টা ধর্মঘট পালনরত পাট বস্ত্রকল শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে এই হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা মহানগরীতে ২৭শে ফেব্রুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রদল পৃথক পৃথক দাবিতে এ হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ৯৫

সিলেটের জৈন্তাপুর থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহসহ বিভিন্ন দাবিতে ৯ই মার্চ জনদাবি পরিষদের ডাকে জৈন্তাপুরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১০ই মার্চ, ৯৫

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ডাকে ৯ই মার্চ অর্ধদিবস হরতাল বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও বোমাবাজির মধ্যদিয়ে পালিত হয়। ১২জন ছাত্রলীগ নেতাকে চট্টগ্রাম কারাগার থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১০ই মার্চ, ৯৫

১২ই মার্চ বিরোধী ৩টি দল - আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে দেশব্যাপী ৪৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৩ই মার্চ, ৯৫

সারের দাবিতে বিক্ষোভরত কৃষক-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১৬ই মার্চ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানায় হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৭ই মার্চ, ৯৫

সার সংকটের প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ফুলপুর থানায় ১৮ই মার্চ হরতাল আহ্বান করা হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৮ই মার্চ, ৯৫

জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আযমের জনসভা প্রতিহত করার জন্য ছাত্র ঐক্য আহুত হরতাল ১৯শে মার্চ কুষ্টিয়ায় আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২০শে মার্চ, ৯৫

জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আযমের সফরের প্রতিবাদে ২১শে মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে । উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২১শে মার্চ, ৯৫

নাটোরের ডিসি আজিরউদ্দিনকে অপসারণের দাবিতে ২২শে মার্চ জেলা শহরে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৬শে মার্চ, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের লাঠিচার্জ ও মতিন মাষ্টারের আহত হওয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ নারায়ণগঞ্জে ২৫শে মার্চ অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৪শে মার্চ, ৯৫

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আহ্বানে ২৫শে মার্চ দেশব্যাপী ৬টা-১২টা হরতাল পালিত হয়। সার সংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে এই হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৬শে মার্চ, ৯৫

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকা ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ২৮শে মার্চ রাজধানীর কেন্দ্রীয় এলাকা অচল হয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য দাবিতে এই অবরোধের ডাক দেয়া হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৯শে মার্চ, ৯৫

পুলিশের গুলিতে কৃষক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ৩০শে মার্চ জামালপুর জেলার মেলান্দহে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও বামফ্রন্টের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩১শে মার্চ, ৯৫

বামফ্রন্ট তাদের ৪ঠা এপ্রিল আহুত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন করে ১১ই এপ্রিল নির্ধারণ করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩১শে মার্চ, ৯৫

ছাত্রলীগ কর্মী বিশু হত্যার প্রতিবাদে ৪ঠা এপ্রিল সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৪ঠা এপ্রিল, ৯৫

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের ডাকে ৫ই এপ্রিল সিরাজগঞ্জ শহরে সারাদিন শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৬ই এপ্রিল, ৯৫

৪টি বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোট এবং শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে ৯ই এপ্রিল থেকে চারদিনের হরতাল, ধর্মঘট ও রাজপথ-রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই এপ্রিল, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রলীগ নেতা আসাদুজ্জামান রিংকুর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ৮ই এপ্রিল যশোরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই এপ্রিল, ৯৫

বিরোধী দলগুলির আহ্বানে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ৫টি বিভাগীয় শহরে ৯ই এপ্রিল সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১০ই এপ্রিল, ৯৫

জাতীয় দাবি ছাড়া শুধুমাত্র স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক দাবিতে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে রাজধানীর বাইরে দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা সদরে মোট ৩৫০ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। এরমধ্যে ৩১টি অর্ধদিবস (৬ ঘন্টা) হরতাল, ১১টি পূর্ণদিবস (১২ ঘন্টা) হরতাল, দু'টি এলাকায় ৮ ঘন্টা করে (বেলা ৬টা-১২টা) এবং একটি এলাকায় ৫ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২০শে এপ্রিল, ৯৫

২৭শে এপ্রিল জাতীয় পার্টি নেতা ও ব্যবসায়ী শেখ আবুল কাশেমের হত্যার প্রতিবাদে আহুত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৮শে এপ্রিল, ৯৫

নরসিংদী-১ আসনের সরকারি দল বিএনপির সংসদ সদস্য শামছুদ্দিন আহমদের ছেলে মাসুদকে হত্যার প্রতিবাদে ৩০শে এপ্রিল নরসিংদী শহরে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা মে, ৯৫

জেলা যুবলীগ নেতা ও বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আইয়ূব রেজাকে হত্যার প্রতিবাদে ১৫ই মে টাঙ্গাইল জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৫ই মে, ৯৫

ছাত্রমৈত্রী নেতা মাহমুদ হাসান মিকুকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে ২৮শে মে আওয়ামী লীগ ও ওয়ার্কার্স পার্টি পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলন করে ২৭শে মের ঘটনা নিয়ে একে অপরকে অভিযুক্ত করে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩০শে মে, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ধামরাই থানা বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে স্থানীয় সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান খান-এর দায়ের করা 'হত্যার চেষ্টা' মামলায় তমিজউদ্দিন নামক অপর বিএনপি নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির একাংশের ডাকে ৩০শে মে ধামরাইয়ে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা জুন, ৯৫

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার এক ছাত্রলীগ নেতা নিহত এবং ১৫ জন আহত হবার প্রতিবাদে ২রা জুন ছাত্রলীগ জেলায় পূর্ণদিবস হরতাল ডাকে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা জুন, ৯৫

একজন রিকশা চালককে নির্যাতনের প্রতিবাদে জামালপুর জেলা রিকশা চালক সংগ্রাম পরিষদ ২রা জুন জামালপুরে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২রা জুন, ৯৫

সিরাজগঞ্জ জেলার ছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হক হত্যার প্রতিবাদে ২রা জুন ছাত্রলীগ পূর্ণদিবস হরতাল পালন করে। একই দাবিতে ৩রা জুন আওয়ামী লীগ পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩রা জুন, ৯৫

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসকসহ ৪ জন সরকারি কর্মকর্তাকে অপসারণের দাবিতে ৬ই জুন জেলায় ৬টা-২টা সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৭ই জুন, ৯৫

আওয়ামী লীগের ডাকে ৭ই জুন সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ শহরে শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৮ই জুন, ৯৫

কৃষক লীগ নেতা সিকিম আলী হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ ১২ই জুন জেলায় অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১২ই জুন, ৯৫

সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত স্কুল ছাত্র জহিরুল ইসলাম রতনের হত্যাকারীদের বিচার ও গ্রেফতারের দাবিতে সর্বদলীয় সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটির ডাকে ২৪শে জুন কুমিল্লায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৫শে জুন, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক বোমা বিস্ফোরণ, গাড়ি ভাংচুর অগ্নিসংযোগ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও পুলিশ ও পিকেটারদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যদিয়ে জাতীয় পার্টির ডাকে ২৭শে জুন রাজধানীতে ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৮শে জুন, ৯৫

পৌর কমিশনার ও জেলা যুবদল সভাপতি মাকসুদ আহমেদ বায়েজীদ পান্নার উপর হামলার প্রতিবাদে ৩০শে জুন পটুয়াখালীতে শাসক দল বিএনপির আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা জুলাই, ৯৫

ব্যবসায়ী বাদল হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা মিটফোর্ড-ইমামগঞ্জ এলাকায় কাঁসা, পিতল ও এলুমিনিয়াম ব্যবসায়ীরা ১লা জুলাই সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২রা জুলাই, ৯৫

বিভাগ ঘোষণার দাবিতে বগুড়া বিভাগ বাস্তবায়ন পরিষদ ৩রা জুলাই ৬টা-১২টা বগুড়ায় হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩রা জুলাই, ৯৫

৭ জন গ্রামবাসীকে হত্যার বিচারের দাবিতে ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় কৃষক সমিতি, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, যুবমৈত্রী ও ছাত্রমৈত্রীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা ৯ই জুলাই জেলায় ৬টা-১২টা হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই জুলাই, ৯৫

ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতনের প্রতিবাদে নওগাঁর সম্মিলিত ছাত্র-জনতা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে জেলায় ১২ই জুলাই অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৩ই জুলাই, ৯৫

১৫ই আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৫ই আগস্ট সারাদেশব্যাপী সকাল ৬টা-১২টা অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩১শে জুলাই, ৯৫

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ই আগস্ট সারাদেশে জাতীয় শোক দিবস ও অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৬ই জুলাই, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

১৬ই আগস্ট আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর লাগাতার ৩২ ঘন্টা হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৭ই জুলাই, ৯৫

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পাদক আনোয়ারের মুক্তির দাবিতে ২৩শে আগস্ট ফটিকছড়িতে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৪শে আগস্ট, ৯৫

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল নেতা এবং রাকসুর ভিপি শাহাদাত হোসেন চঞ্চল এবং রেজাউল করিম হাসুসহ অন্যান্য ছাত্রনেতার মুক্তির দাবিতে ২৬শে আগস্ট ময়মনসিংহ শহর এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৭শে আগস্ট, ৯৫

বগুড়া বিভাগ ঘোষণার দাবিতে বিভাগ বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির ডাকে ৩০শে আগস্ট বুধবার বগুড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩১শে আগস্ট, ৯৫

একজন রিকশা চালককে হত্যার প্রতিবাদে ৩১শে আগস্ট লালমনিরহাটে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ আজকের কাগজ, ১লা সেপ্টেম্বর, ৯৫

অবিলম্বে বগুড়াকে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে বগুড়া বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ৩০শে আগস্ট পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ আজকের কাগজ, ১লা সেপ্টেম্বর, ৯৫

২রা সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে বিরোধী দলের ডাকে সারাদেশে ৩২ ঘন্টার লাগাতার হরতাল শুরু হয়। নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে অবিলম্বে নতুন সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য কমিশন গঠন প্রভৃতি দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ১৬ই আগষ্টের জনসভা থেকে পৃথক পৃথক ভাবে এ হরতালের ডাক দেয়। একই দাবিতে জাসদ এবং আরও কয়েকটি বিরোধী দলও ৩২ ঘন্টা লাগাতার হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ আজকের কাগজ, ২রা সেপ্টেম্বর, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৩২ ঘন্টা হরতালের পর জাতীয় সংসদের বিরোধী দলগুলি ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে।
উৎসঃ আজকের কাগজ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৯৫

জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজধানীর মিরপুর ও পল্লবী এলাকায় ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৬ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ আজকের কাগজ, ৫ই সেপ্টেম্বর, ৯৫

বিরোধী দলগুলি ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ৭২ ঘন্টা লাগাতার হরতাল ডাকে। উৎসঃ আজাকের কাগজ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ৯৫

প্রমত্তা মেঘনা ও ডাকাতিয়ার ভাঙন থেকে চাঁদপুরকে রক্ষার দাবিতে চাঁদপুর রক্ষা বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ৬ই সেপ্টেম্বর চাঁদপুরে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ আজাকের কাগজ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ৯৫

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর সমগ্র খুলনা বিভাগে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে।
উৎসঃ আজকের কাগজ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ৯৫

১১ই সেপ্টেম্বর শেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রির ডাকে শেরপুরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ আজকের কাগজ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ৯৫

পাবনা জেলা ব্যবসায়ী পরিষদের ডাকে স্থানীয় পুলিশ সুপার এম এ মাবুদের অপসারণ ও স্থানীয় শিল্প বণিক সমিতির নির্বাচনের তারিখ পিছানোর দাবিতে ২৪শে সেপ্টেম্বর পাবনা শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ আজকের কাগজ, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ৯৫

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে আহবায়ক কমিটি অনুমোদন করার জের ধরে জেলা শহরে বিক্ষুব্ধ বিএনপির নেতা কর্মীরা ২৬শে সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। উৎসঃ আজকের কাগজ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ৯৫

ঢাকাসহ ৫টি বিভাগীয় শহরে প্রধান ৩টি বিরোধী দল, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী টানা ৩২ ঘন্টা হরতাল আহবান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৮ই অক্টোবর, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

১৬ই অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী ৩টি দল টানা ৯৬ ঘন্টা হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৬ই অক্টোবর, ৯৫

শাহজাদপুর থানা মোটর শ্রমিক ঐক্য পরিষদের আহ্বানে ১৭ই অক্টোবর শাহজাদপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে ছাত্রদলের বোমা হামলার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২০শে অক্টোবর, ৯৫

সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ১১ থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২২শে অক্টোবর, ৯৫

পলিটেকনিক ছাত্র জাহাঙ্গীর হত্যার বিচার দাবি করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ ৩১শে অক্টোবর দিনাজপুরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩১শে অক্টোবর, ৯৫

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ১লা নভেম্বর সর্বদলীয় যুব ও ছাত্র ঐক্য পরিষদের ডাকে দিনাজপুরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২রা নভেম্বর, ৯৫

বোয়ালমারী সরকারি কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ছাত্রলীগের বিজয়ী মিছিলে হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ফরিদপুরের এই থানায় ৩রা নভেম্বর হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩রা নভেম্বর, ৯৫

২রা নভেম্বর যশোরের ছাত্র শিবির আহুত অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩রা নভেম্বর, ৯৫

সাভারে যুবলীগ নেতা সনাতন হত্যার প্রতিবাদে থানা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলির ডাকে সাভারে ৭ই নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১০ই নভেম্বর, ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকা ৬ দিনব্যাপী হরতাল কর্মসূচি ১১ই নভেম্বর শুরু হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১১ই নভেম্বর, ৯৫

জাতীয় পার্টির ডাকা অর্ধদিবস হরতাল রাজধানীতে ২৫শে নভেম্বর আংশিক ভাবে পালিত হয়। জন্ডিস আক্রান্ত পার্টির চেয়ারম্যান কারারুদ্ধ এইচ এম এরশাদের কারাগারের বাইরে চিকিৎসার দাবিতে এ হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৬শে নভেম্বর, ৯৫

রংপুরের গোবিন্দগঞ্জ থানা ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মী লিয়াকত আলী তিতুর হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে সর্বদলীয় সন্ত্রাস বিরোধী ঐক্যজোটের আহ্বানে ২৯শে নভেম্বর গোবিন্দগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা ডিসেম্বর, ৯৫

১৯৯৬

৪ঠা জানুয়ারি বিএনপির ফুলপুর (ময়মনসিংহ) থানার একদল কর্মী নির্বাচনের দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়াতেও বিএনপি কর্মীরা ৬ই জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। তারা সাধারণ নির্বাচনের দলীয় প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি করে। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই জানুয়ারি, ৯৬

চাঁদপুরের রহিমাকে বিএনপি প্রার্থী মনোনয়নের প্রতিবাদে বিএনপির এক গ্রুপ ৬ই জানুয়ারি থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত চাঁদপুরে ৬ দিনব্যাপী লাগাতার হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই জানুয়ারি, ৯৬

সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধাচারণ করে বিএনপির প্রতিবাদী গ্রুপের আহ্বানে ৭ই জানুয়ারি সিলেট, সিরাজগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলার কয়েকটি থানায় হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জানুয়ারি, ৯৬

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ৮ই জানুয়ারি সকাল ৬টা থেকে ৪৮ ঘন্টা হরতাল শুরু হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই জানুয়ারি, ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী শহরে ছাত্রলীগের আহ্বানে ১৪ই জানুয়ারি সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতা সাইদুল ইসলাম সাধু খুন হবার প্রতিবাদে এ হরতাল ডাকা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই জানুয়ারি, ৯৬

দক্ষিণ সুরমাকে সিলেট-১ নির্বাচনী এলাকায় অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিবাদে এবং সদর দক্ষিণ থানা বাস্তবায়নের দাবিতে থানা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বানে ১৬ই জানুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই জানুয়ারি, ৯৬

নরসিংদী-৪ আসনে বিএনপির খায়রুল কবীর খোকনকে মনোনয়ন না দেয়ায় বিএনপির একাংশের ডাকে ১৬ই জানুয়ারি বেলাবো থানায় হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই জানুয়ারি, ৯৬

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, জাসদ (রব)সহ কয়েকটি দলের আহ্বানে ১৭ই জানুয়ারি সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই জানুয়ারি, ৯৬

আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির আহ্বানে ২৪শে জানুয়ারি বুধবার সিলেটে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ছাত্রলীগ নেতা মুক্তি মাহমুদ মুসার হত্যার প্রতিবাদে ২৫শে জানুয়ারি যশোর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে জানুয়ারি, ৯৬

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্বাচনী সফরের প্রতিবাদে খুলনা ও বাগেরহাটে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ২৭শে জানুয়ারি সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে জানুয়ারি, ৯৬

খুলনায় গুলি করে ছাত্রলীগ কর্মী হত্যা এবং সিলেট, খুলনা ও বাগেরহাটে সশস্ত্র সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ২৯শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ঢাকায় ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে জানুয়ারি, ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপির একদলীয় প্রহসনমূলক নির্বাচনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ৩০শে জানুয়ারি চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে জানুয়ারি, ৯৬

ঝালকাঠির নলছিটিতে আওয়ামী যুবলীগের কর্মী আশরাফ নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনে নিহত হবার প্রতিবাদে ৩১শে জানুয়ারি ঝালকাঠি ও নলছিটি শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করা হয় ।

উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে জানুয়ারি, ৯৬

যুবলীগ কর্মী আশরাফ হত্যার প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারি নলছিটি বন্দরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ৯৬

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বইমেলা উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ হল ও অন্যান্য স্থানে ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের নারকীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে ৩রা ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস (৬টা-২টা) হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ৯৬

নরসিংদী পলাশ থানা ছাত্রলীগ নেতা ফয়জুল কবির মৃধার মুক্তির দাবিতে ৩রা ফেরুয়ারি আওয়ামী লীগ পলাশে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ৯৬

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ফেনী সফরের প্রতিবাদে ৮ই ফেব্রুয়ারি সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ৯৬

ঢাকার লালবাগ এলাকার কমিশনার হাজী আলীমের হত্যার প্রতিবাদে লালবাগ থানা এলাকার ৯ই ফেব্রুয়ারি অঘোষিত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ৯৬

১১ই ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে শান্তিপূর্ণ ভাবে ৪ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই এলাকা দিয়ে যাবার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলি বেলা ২টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে সারাদেশে ৪৮ ঘন্টা হরতাল শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, একদলীয় নির্বাচন বাতিল এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীসহ প্রায় সকল বিরোধী দল এ হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ৯৬

পুলিশের নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৮ই ফেব্রুয়ারি শেরপুরের নলিতাবাড়িতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ৯৬

সরকার বিরোধী ৩ দিনের অসহযোগ আন্দোলন ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ৯৬

আওয়ামী লীগের ডাকে বান্দরবান শহরে ২৮শে ফেব্রুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা মার্চ, ৯৬

মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রাম নগরীতে ২রা মার্চ সকাল থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩রা মার্চ, ৯৬

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ৬ই মার্চ ঢাকা ও আশপাশের জেলাসমূহে সকাল-সন্ধ্যা সার্বত্মক হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা মার্চ, ৯৬

বিরোধী দলগুলির ডাকে ৬ই মার্চ বৃহত্তর ঢাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই মার্চ, ৯৬

৯ই মার্চ থেকে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার অসহযোগ কর্মসূচি শুরু হয়। অসহযোগ চলাকালে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, কোর্ট-কাচারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সড়ক নৌ ও আকাশপথে যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। সামুদ্রিক বন্দরে কাজ কর্ম বন্ধ থাকে। রেডিও টিভির অনুষ্ঠানমালাতেও অসহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই মার্চ, ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৯ই মার্চ সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেটের আঘাতে আওয়ামী লীগ নেতা ফজলুর রহমানের নিহত হবার প্রতিবাদে ৯ই মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই মার্চ, ৯৬

১০ই মার্চ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ (রব) ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকা বগুড়ার দিনভর হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই মার্চ, ৯৬

ন্যায্যমূল্যে সারের দাবিতে এবং কালোবাজারে সার বিক্রির প্রতিবাদে ১৩ই মার্চ বান্দরবান কৃষক লীগের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই মার্চ, ৯৬

জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য আহাত মিয়াসহ গ্রেফতারকৃত ৯ জন জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীর মুক্তির দাবিতে ১৪ই মার্চ শ্রীমঙ্গল থানায় হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই মার্চ, ৯৬

যুবলীগ নেতা শাহীন হত্যার প্রতিবাদে সম্মিলিত বিরোধী দল ১৬ই মার্চ সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই মার্চ, ৯৬

সচিবালয়ের সম্মুখে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলা, গুলি ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, নেতা-কর্মীদের নির্যাতন ও গ্রেফতার, মঞ্চ ও মাইক ভাংচুরের প্রতিবাদে এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারির প্রতারণা ও জালিয়াতির নির্বাচন বাতিল, অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী মে মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ ও ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের আহ্বানে রাজধানীতে ২৫শে মার্চ সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। একই সময়ে চলে অসহযোগ আন্দোলন। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে মার্চ, ৯৬

দীর্ঘ ১৭ দিন একনাগাড়ে অসহযোগ কর্মসূচি পালনের পর ২৭শে মার্চ দেশজুড়ে ছিল স্বাভাবিক কার্যদিবস।
উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে মার্চ, ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

দেশ জুড়ে উত্তাল জনস্রোত ও গণদাবির মুখে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ৩০শে মার্চ ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন।
উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে মার্চ, ৯৬

যুবদল নেতা শাকিলের মুক্তি, কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অপসারণ ও শাস্তি এবং পুলিশি নির্যাতন বন্ধের দাবিতে জেলা যুবদল ও ছাত্রদলের ডাকে ৩রা এপ্রিল সিরাজগঞ্জ শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় (বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এটা প্রথম হরতাল)।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই এপ্রিল, ৯৬

৬ই এপ্রিল পটুয়াখালীতে অর্ধদিবস হরতাল হয়। ছাত্রলীগ কর্মী অসীম কর্মকার জনী হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শ-পা) জেলা শাখার আহ্বানে এই হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই এপ্রিল, ৯৬

বগুড়ায় ছাত্রদলসহ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ২৫শে আগস্ট পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে আগস্ট, ৯৬

পানছড়িতে (খাগড়াছড়ি) শান্তিবাহিনী কর্তৃক ৯ গ্রামবাসী ও মাটিরাঙ্গা থানার গুঁইমারা ইউপি চেয়রম্যান মহেন্দ্র ত্রিপুরাকে অপহরণের প্রতিবাদে ২৫শে আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলা শহর ও পানছড়ি থানা শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে আগস্ট, ৯৬

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একাংশের ডাকে ১১ই সেপ্টেম্বর সিলেট শহরে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ৯৬

লংগদু থানায় শান্তিবাহিনীর হাতে ৩০ জন বাঙালি কাঠুরিয়া নিহত হবার ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ই সেপ্টেম্বর বান্দরবানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ৯৬

বরিশাল জেলা বিএনপির ডাকে ২৬শে সেপ্টেম্বর বরিশাল শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় যশোর কোতোয়ালী থানার পুলিশ বিএনপির থানা কমিটির সম্পাদক নুরুন্নবীকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ১৩ই অক্টোবর বিএনপি যশোরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ১৩ই অক্টোবর, ৯৬

২৫শে অক্টোবর সকালে খুলনার ডুমুরিয়া থানায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন বিএনপি কর্মী আহত হবার দাবি করে বিএনপি ২৬শে অক্টোবর ডুমুরিয়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে অক্টোবর, ৯৬

১০ই নভেম্বর সাভার পৌর এলাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১১ই নভেম্বর, ৯৬

১৯৯৭

নুরুল আফসার রাজু হত্যার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ শহর বিএনপি ও যুবদলের আহ্বানে ১৩ই জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ শহরে অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই জানুয়ারি, ৯৭

যশোরের ঝিকরগাছা থানার বিক্ষুব্ধ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে ২৭শে জানুয়ারি ঝিকরগাছায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৭শে জানুয়ারি, ৯৭

নওগাঁ শহরে ঈদের জামায়াতে হট্টগোলের জের ধরে ১৩ই ফেব্রুয়ারি নওগাঁ শহরে নাগরিক কমিটির আহ্বানে ৮ ঘন্টা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ৯৭

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ৫ জন নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের ডাকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি গোপালপুর থানা সদরে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয় (ক্ষমতাসীন দলের ডাকা হরতাল)। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ৯৭

প্রস্তাবিত ইউসুফগঞ্জ পূর্বাঞ্চলে উপশহরের ভূমি হুকুম দখলের প্রতিবাদে একোয়ার প্রতিরোধ কমিটি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ইউসুফগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদল নেতা শামীমকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্রদলের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ৯৭

ছাতক, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরসহ বিভিন্ন স্থানের চুন কারখানায় কোটি কোটি টাকার গ্যাস কারচুপির প্রতিবাদে ২রা মার্চ ছাতকে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। ছাতক চুন শিল্প রক্ষা কমিটি এ হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ৩রা মার্চ, ৯৭

পার্বত্য এলাকায় শান্তির জন্য সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে আলোচনা শুরুর প্রতিবাদে সর্বদলীয় বাঙালি ঐক্য পরিষদ ১২ই মার্চ পার্বত্য জেলায় হরতাল পালনের ডাক দেয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই মার্চ, ৯৭

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে এবং বাঙালিদের উপর হামলাকারী উপজাতীয় যুবকদের গ্রেফতারের দাবিতে জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের ডাকে ১৫ই মার্চ বান্দরবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই মার্চ, ৯৭

বিএনপি ২৩শে মার্চ সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ৮ ঘন্টা হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ সংবাদ, ২০শে মার্চ, ৯৭

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের ৯ মাসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ২৩শে মার্চ প্রথম দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করে। ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের দাবিতে এই হরতাল আহ্বান করা হয় (আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশব্যাপী প্রথম হরতাল)।
উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে মার্চ, ৯৭

ছাত্রদল কর্মী তুষার হত্যার প্রতিবাদে বিএনপির ডাকে ২৯শে মার্চ ফেনীতে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৩০শে মার্চ, ৯৭

পাবনা পৌরসভার চেয়ারম্যান শেখ শহিদুল্লাহ বাচ্চুর হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে পৌরবাসীর পক্ষ থেকে ৮ই এপ্রিল সকাল ৬টা-২টা হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই এপ্রল, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

২৯শে এপ্রিল ভাঙ্গায় পৌরভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রতিবাদে প্রতিরোধ কমিটি এবং ভাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির ডাকে ভাঙ্গা বাজারে পূর্ণদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৫ই মে, ৯৭

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলনের সূচনা হিসাবে বিএনপির ডাকে ৬ই মে চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৭ই মে, ৯৭

পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকে ১১ই মে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১২ই মে, ৯৭

সিলেট শহরের রিকাবীবাজার কানিসাইল ঘাট এলাকায় ওসমানী হাসপাতল জনস্বার্থ সংরক্ষণ পরিষদ ২৫শে মে শহরে সকাল ৬টা-১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৫শে মে, ৯৭

বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ অন্যান্য কর্মকর্তার অপসারণ দাবিতে জেলা শহরের সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকে ১লা জুন থেকে লাগাতার হরতাল হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩রা জুন, ৯৭

পটুয়াখালী জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক ইলিয়াস বাচ্চুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ১৫ই জুন জেলা সদরে অর্ধদিবস হরতাল সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৬ই জুন, ৯৭

একজন সহকারী পুলিশ সুপারের অপসারণ, সিলেটে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ও গণবিরোধী বাজেটের কয়েকটি ক্ষেত্রে কর প্রত্যাহারসহ ৯ দফা দাবিতে বিএনপির ডাকে ২২শে জুন সিলেটে সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। । উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৩শে জুন, ৯৭

বরিশাল শহরে ২৯শে জুন বিএনপির আহবানে সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। বিএনপির দাবি অনুযায়ী শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং বিএনপি ও ছাত্রদল কর্মীদের উপর সাম্প্রতিক হামলার প্রতিবাদে তারা এ হরতাল করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩০শে জুন, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

কর ভারাক্রান্ত জাতীয় বাজেটের প্রতিবাদে বিএনপির আহ্বানে ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয় (১৯৯৭ এর মে মাসে আওয়ামী লীগ সরকার শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ করে। এরপর এই ছুটির দিনের সঙ্গে মিলিয়ে বৃহস্পতিবার ও রোববার হরতাল ডাকার প্রবণতা দেখা যায়। ৩রা জুলাইয়ের হরতাল ছিল তারই সূচনা)। উৎসঃ সংবাদ, ৪ঠা জুলাই, ৯৭

ইসরাইলের হেবরনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও পবিত্র কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী ১৫ই জুলাই সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই জুলাই, ৯৭

বগুড়ার শেরপুর পৌর এলাকায় ছাত্রদলের ডাকে ৯ই জুলাই সকাল-দুপুর হরতাল পালিত হয়। শেরপুর কলেজে ভর্তি ও অন্যান্য ফিস্ ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল ও দলের নেতা কর্মীদের মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবিতে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই জুলাই, ৯৭

জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি ধর্মীয় দলের আহ্বানে এবং বিএনপি ও জাতীয় পার্টির (জা-মো) সমর্থনে ১৫ই জুলাই সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই জুলাই, ৯৭

ছাত্রদল নেতা মঞ্জুরুল মিল্লাত মাসুম হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রদল ১৭ই জুলাই বগুড়ায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই জুলাই, ৯৭

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ এবং রিক্শা শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে বাইপাস সড়ক ও টার্মিনাল নির্মাণের দাবিতে ২১শে জুলাই নীলফামারী শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২২শে জুলাই, ৯৭

জনসভার নির্ধারিত স্থানে ১৪৪ ধারা জারির প্রতিবাদে এবং গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিএনপি ২৯শে জুলাই গাইবান্ধা শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে জুলাই, ৯৭

কিশোরগঞ্জের কালিয়াচাপড়া চিনিকল চালুর দাবিতে ৩০শে জুলাই জেলা সদরে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে জুলাই, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মাগুরছড়া গ্যাসকূপ বিস্ফোরণে ক্ষতিপূরণের দাবিতে ৩১শে জুলাই কমলগঞ্জ থানা সদরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। গণ ঐক্য পরিষদ এ হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১লা আগস্ট, ৯৭

বিএনপির ডাকে সিলেটে ৫ই আগস্ট সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৬ই আগস্ট, ৯৭

বিএনপির ডাকে ৬ই আগস্ট সিলেটে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৭ই আগস্ট, ৯৭

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ডাকে ৬ই আগস্ট ঠাকুরগাঁও শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৭ই আগস্ট, ৯৭

জাতীয়তাবাদী যুবদলের আহ্বানে ৭ই আগস্ট যশোর শার্শা থানায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। যুবদল নেতা মোশাররফ হোসেন হত্যার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই আগস্ট, ৯৭

পটুয়াখালী সদর থানায় শাহাবুদ্দিন ও তার স্ত্রী রাশিদা বেগম হত্যা মামলার আসামীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে ১১ই আগস্ট পটুয়াখালীতে রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১২ই আগস্ট, ৯৭

পৌরসভার নির্দেশে রাজবাড়ি বাজারে কয়েকটি দোকান উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি ও বিএনপি ৯ই আগস্ট রাজবাড়িতে হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ৯ই আগস্ট, ৯৭

ছাত্রদলের সভায় হামলার প্রতিবাদে ছাত্রদল ১১ই আগস্ট ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই আগস্ট, ৯৭

জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ঐক্যজোট ও জাগপার আহ্বানে ২৪শে আগস্ট সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৫শে আগস্ট, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি দলীয় ওয়ার্ড কমিশনার ইশতিয়ারউদ্দিন বাবলু হত্যার প্রতিবাদে খুলনা শহরে ২৮শে আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে আগস্ট, ৯৭

ছাত্র শিবির নেতা আনিসুর রহমান পাশা হত্যার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের আহ্বানে ২৮শে আগস্ট বগুড়ায় অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে আগস্ট, ৯৭

১৯৯৭ এর ১লা সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী ঢাকার রাজপথে সভা সমাবেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১লা সেপ্টেম্বর, ৯৭

কুমিল্লা জেলার বড়ুরা থানার ওসি এনামুল হকের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বড়ুরা থানা সদরে ৫ দিন ধরে হরতাল চলে। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৯৭

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের যুবলীগ নেতা তারেক বিন জামাল হত্যার প্রতিবাদে মুড়াপাড়ায় ১লা সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৯৭

কুলিয়ারচর থানা সদরে ১১ই সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ছাত্রলীগের সঙ্গে সংঘর্ষে ৪ জন কর্মী আহত হওয়ার প্রতিবাদে এ হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৯৭

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে ২২শে সেপ্টেম্বর রাজধানীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ঢাকার ক্রিসেন্ট লেকে জিয়াউর রহমানের মাজারে যাবার সংযোগ সেতুটি পুনঃস্থাপন এবং বিএনপির মিছিলে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ৯৭

ক্রিসেন্ট লেকে সেতু পুনঃস্থাপন ও ঢাকার রাজপথে জনসভার অধিকারের দাবিতে বিএনপির আহ্বানে ২৫শে সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সমাবেশে হামলা এবং দু'জন দলীয় সংসদ সদস্যকে প্রহারের প্রতিবাদে বিএনপির ডাকে ২৮শে সেপ্টেম্বর জয়পুরহাট শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৯৭

প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ২৯শে অক্টোবর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৩০শে অক্টোবর, ৯৭

ঢাকায় অনুষ্ঠিত দাতা গোষ্ঠীর বৈঠকের প্রথম দিন ৫ই নভেম্বর বিএনপিসহ ৭টি দলের আহ্বানে রাজধানীতে ৭ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। সরকারি নির্যাতন বন্ধ এবং বিভিন্ন দাবি নিয়ে সভা সমাবেশ করার অধিকারের দাবিতে এই হরতালের ডাক দেয়া হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৬ই নভেম্বর, ৯৭

জাসদ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা আবদুল ওয়াহাব হত্যার প্রতিবাদে জাসদ ৮ই নভেম্বর কুষ্টিয়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৮ই নভেম্বর, ৯৭

বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী ও কামরুজ্জামান রতনের মুক্তির দাবিতে সিলেট জেলা জাতীয়তাবাদী যুবদলের আহ্বানে ১০ই নভেম্বর সিলেটে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১১ই নভেম্বর, ৯৭

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ সম্মিলিত বিরোধী দলের আহ্বানে ১২ই নভেম্বর চট্টগ্রামে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৩ই নভেম্বর, ৯৭

ছাত্রলীগ বিএল কলেজ শাখার আহবায়ক মামুনুর রশীদ লিপন হত্যার প্রতিবাদে ১৮ই নভেম্বর খুলনা শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এ হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৯শে নভেম্বর, ৯৭

বিএনপির ডাকে ২৯শে নভেম্বর শনিবার চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩০শে নভেম্বর, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৩০শে নভেম্বর সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানা শহরে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একাংশের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। থানা যুবলীগ সম্মেলনে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের বোমা হামলার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা ডিসেম্বর, ৯৭

বিএনপিসহ ৭টি দলের আহ্বানে ৩০শে নভেম্বর ৬টি বিভাগীয় শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১লা ডিসেম্বর, ৯৭

মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য স্থাপনের নির্ধারিত স্থান ব্যবসায়ীদের কাছে লীজ দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ৪ঠা ডিসেম্বর বরিশাল শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ও শিশু উদ্যান বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ এ হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৫ই ডিসেম্বর, ৯৭

টঙ্গী বাজার দোকানদার কর্মচারী ইউনিয়ন তাদের ১০ দফা দাবি আদায়ের জন্য ৮ই ডিসেম্বর টঙ্গী বাজারে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৮ই ডিসেম্বর, ৯৭

মালিবাজার সংলগ্ন মাঠ খেলাধুলার জন্য স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত করে দেয়ার দাবিতে রাজশাহী ক্রীড়া সংগ্রাম পরিষদ ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই ডিসেম্বর, ৯৭

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের মিত্র দলগুলির ডাকে ৭ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৮ই ডিসেম্বর, ৯৭

হাসপাতালে কারাবন্দী তুহিন হত্যার প্রতিবাদে সোনারগাঁও থানা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একাংশের ডাকে ৮ই ডিসেম্বর সোনারগাওয়ে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই ডিসেম্বর, ৯৭

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি এবং আরও কয়েকটি দলের ডাকে ১০ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম এবং তিন পার্বত্য জেলায় ৪৮ ঘন্টা হরতাল শুরু হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১১ই ডিসেম্বর, ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক লীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ হত্যার প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের ডাকে ১১ই ডিসেম্বর পাবনায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১২ই ডিসেম্বর, ৯৭

পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ১৪ই ডিসেম্বর বিএনপির আহ্বানে হবিগঞ্জে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৫ই ডিসেম্বর, ৯৭

সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে দু'দিনের হরতাল ২১শে ডিসেম্বর শুরু হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর, ৯৭

১৯৯৮

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নুরুল ইসলাম ও তরিকুল্লাহর নির্মম হত্যাকান্ডের পর ৪ঠা জানুয়ারি ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের দু'টি ইউনিয়নে আঘোষিত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৬ই জানুয়ারি, ৯৮

ডেল্টা জুট মিল চালু ও গ্যাস সংযোগের দাবিতে জেলা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ডাকে ৫ই জানুয়ারি নোয়াখালী শহরে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৬ই জানুয়ারি, ৯৮

যশোর জেলা যুবদল কর্মী খায়রুল ইসলামকে হত্যার প্রতিবাদে যুবদলের আহ্বানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি যশোর শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। হরতালের সময় ১০-১২টি ট্রাক ভাংচুর করা হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই ফেব্রুয়ারি, ৯৮

ছাত্রমৈত্রীর খুলনা জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি আলোক কুমার দে কে হত্যার প্রতিবাদে ৯ই ফেব্রুয়ারি খুলনায় পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ৯৮

বিএনপি ও জামায়াতেসহ সমমনা রাজনৈতিক দলের ডাকে ১০ই ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

বাবরী মসজিদ স্মৃতি সংসদের আহ্বানে ১লা মার্চ কক্সবাজারের মহেশখালীতে যাত্রা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা মার্চ, ৯৮

জেলা ছাত্রদল ও যুবদলের ডাকে ১৬ই মার্চ ঝিনাইদহ শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ১৭ই মার্চ, ৯৮

বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য ডাঃ মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসাবে যোগদান এবং তার রাজশাহী আগমনের প্রতিবাদে বিএনপির আহ্বানে ১৮ই মার্চ রাজশাহী শহরে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৯শে মার্চ, ৯৮

ছাত্রলীগ নেতা বশিরুল হকের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ ১৯শে মার্চ নড়াইলে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৯শে মার্চ, ৯৮

বিএনপির সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ সরকারে যোগদানকারী উপমন্ত্রী হাসিবুর রহমান স্বপনের সমর্থকদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বন্ধ এবং তাদেরকে গ্রেফতারের দাবিতে ২৭শে মার্চ শাহজাদপুর থানা আওয়ামী লীগের ডাকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে মার্চ, ৯৮

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনাইচন্ডি পশুহাটে বিডিআর এর গুলিতে ৪ জন নিহত হবার প্রতিবাদে ২৭শে মার্চ নাচোল থানায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ২৮শে মার্চ, ৯৮

মীরশ্বরাইয়ে সংগঠনের কর্মী হত্যার প্রতিবাদে ২৯শে মার্চ চট্টগ্রাম শহরে হরতাল আহ্বান করা হয়।
উৎসঃ জনকণ্ঠ, ৩০শে মার্চ, ৯৮

২রা এপ্রিল বিএনপির এক সমাবেশে পুলিশের হামলায় বিএনপি নেতা মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আহত এবং শতাধিক নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ৫ই এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরে সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই এপ্রিল, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপিসহ ৭ দলের আহ্বানে ১৫ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তা পাস করার উদ্যোগ এবং সরকারের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রতিবাদে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। ১৬ই এপ্রিল এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগের দিন হরতাল ডাকায় নানা মহলের অনুরোধ ও সমালোচনার মুখে পূর্ণদিবস হরতাল কমিয়ে ৬টা-১২টা করা হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই এপ্রিল, ৯৮

চট্টগ্রাম শহরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ডাকে ৩০শে এপ্রিল অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১লা মে, ৯৮

দক্ষিণ সুরমার কিছু অংশ সিলেট পৌরসভায় অন্তর্ভূক্তির প্রতিবাদে ৩০শে এপ্রিল দক্ষিন সুরমায় ৬টা-২টা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১লা মে, ৯৮

নারী নির্যাতন মামলার আসামী শফিকউদ্দিনের মুক্তির দাবিতে ৪ঠা মে সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানায় ডাকা অর্ধদিবস হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৫ই মে, ৯৮

জগন্নাথপুর থানা যুবদল নেতা হাবিবুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে যুবদলের আহ্বানে ৪ঠা মে সুনামগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৫ই মে, ৯৮

চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ডাকে ৫ই মে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৬ই মে, ৯৮

বিএনপিসহ ৭ দলীয় জোটের ডাকে ৬ই মে দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাতিলসহ কয়েকটি দাবিতে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৭ই মে, ৯৮

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের যুবদল নেতা হাবিবুর রহমান হত্যার আসামীদের গ্রেফতারের দাবিতে ৯ই মে জগন্নাথপুরে তার গ্রাম হাবিবপুর এর জনগণের আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১০ই মে, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটে অক্সিডেন্টাল কোম্পানীর অনুসন্ধান কার্যক্রমে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা প্রকাশের দাবিতে সিলেট পৌরসভা চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুলের আহ্বানে ১৪ই মে সিলেটে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৫ই মে, ৯৮

ফতুল্লায় যুবলীগ কার্যালয়ে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৮ই মে বিএনপির ডাকে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৯শে মে, ৯৮

কালিয়া নাজিরহাট সড়কের নির্মান ঠিকাদারের চলতি বিল স্থগিত রাখার জের ধরে নড়াইল জেলায় ২০শে মে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২০শে মে, ৯৮

লক্ষীপুর জেলার রামগতি থানা সদরে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করায় স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের আহ্বানে রামগতিতে ২০শে মে অর্ধদিবস এবং ২১শে মে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২২শে মে, ৯৮

মোটরগাড়ি চালক মোজাম্মেল হক হত্যার প্রতিবাদে কুষ্টিয়া জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের আহ্বানে ২৬শে মে কুষ্টিয়া শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৪শে মে, ৯৮

সিলেটে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের সংঘর্ষে ২ জনের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ২৫শে মে ছাত্র শিবিরের ডাকে সিলেটে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৬শে মে, ৯৮

সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজধানীর সিপাহীবাগের ব্যবসায়ীরা ২৬শে মে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করে। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ২৭শে মে, ৯৮

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদসহ ১০ দফা দাবিতে ২৬শে মে দিনাজপুর সংগ্রাম কমিটির ডাকে শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৮শে মে, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ওয়াজিউদ্দিন খানকে ঢাকায় বিএনপি অফিসের সামনে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে ২৯শে মে শুক্রবার পাবনায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৩০শে মে, ৯৮

অব্যাহত লোড-শেডিং বন্ধের দাবিতে ৭ই জুন সিলেট শহরে বিএনপির ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ৮ই জুন, ৯৮

একটানা লোড শেডিংয়ের বন্ধ, চুরি ডাকাতি বন্ধ, কুলি শ্রমিক কাসেমের মুক্তি, প্রভৃতি দাবিতে ৭ই জুন জয়পুরহাটে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই জুন, ৯৮

আগামী ১৬ই জুনের মধ্যে চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত না হলে ১৭ই জুন বৃহত্তর চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে ফুটবলপ্রেমী পরিষদ নামের একটি সংগঠন। বিশ্বকাপ ফুটবল দেখায় বঞ্চিতরা এই সংগঠনের উদ্যোক্তা।
উৎসঃ সংবাদ, ১৫ই জুন, ৯৮

ছাত্রদল নেতা মনতাজুর রহমানের দু'হাত কেটে নেয়ার প্রতিবাদে পাবনা শহরে ১৭ই জুন জেলা বিএনপির ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৮ই জুন ৯৮

সরকারের ব্যর্থতা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট এবং লং মার্চে বাধাদানের প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ৭ দলের ডাকে ১৮ই জুন সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৯শে জুন, ৯৮

সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকে তাদের নেতা কর্মীদের মুক্তি ও পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯শে জুন খাগড়াছড়ি জেলায় পূর্ণদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২০শে জুন, ৯৮

বিএনপিসহ ৭ দলের ডাকে ১৬ই জুলাই রাজধানীতে সকাল থেকে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৭ই জুলাই, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

রূপসা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবিতে ২৩শে জুলাই বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আহ্বানে খুলনায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে জুলাই, ৯৮

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা কালিগঞ্জ থানার বাবুরাবাদ গ্রামের ভূমিহীনদের উপর লাঠিয়াল ও পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৯শে জুলাই সাতক্ষীরা শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে জুলাই, ৯৮

ডিবি পুলিশ হেফাজতে মেধাবী ছাত্র শামীম রেজা রুবেলের হত্যার প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী ও জাগপাসহ কয়েকটি দলের ডাকে ৩০শে জুলাই ঢাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয় (এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টি এই প্রথম বিএনপির সঙ্গে একই দিনে অভিন্ন ইস্যুতে হরতাল ডাকে)।

উৎসঃ সংবাদ, ৩১শে জুলাই, ৯৮

পার্বত্য এলাকায় জোত পারমিট প্রক্রিয়া ও বনজ দ্রব্য চলাচল পাশের উপর আরোপিত স্থগিতাদেশের প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে ৬ই আগস্ট সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৮ই আগস্ট ৯৮

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং কয়েকজন চিকিৎসকের অপসারণের দাবিতে ৯ই আগস্ট দিনাজপুর সংগ্রাম কমিটির ডাকে শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১০ই আগস্ট, ৯৮

খুলনা নগরীর যুবদল কর্মী বাবুল গাজী হত্যার প্রতিবাদে মহানগর বিএনপির আহ্বানে ১০ই আগস্ট নগরে অর্ধদিবস হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১১ই আগস্ট, ৯৮

বিএনপি নেতা মাসুদ হিলালী ও আঃ জলিল খানের মুক্তির দাবিতে কিশোরগঞ্জ শহরে ২৩শে আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৪শে আগস্ট, ৯৮

ইসলামী ছাত্র শিবির ৫ দফা দাবিতে ৭ই সেপ্টেম্বর বৃহত্তর চট্টগ্রামে হরতাল আহ্বান করে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ৮ই সেপ্টেম্বর বিএনপির ডাকে সিলেটে সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৯ই সেপ্টেম্বর ৯৮

সর্বদলীয় রাজনৈতিক মোর্চার ডাকে ১০ই সেপ্টেম্বর যশোর শহরে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়। রানার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুলের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এবং হত্যার বিচারের দাবিতে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ৯৮

ছাত্রলীগ নামধারী কয়েকজন সন্ত্রাসী কর্তৃক দৈনিক সৈকত সম্পাদক মাহবুবুর রহমানের উপর হামলার প্রতিবাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর আহ্বানে কক্সবাজার শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৯৮

১৯৭৫ এর জেলহত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত বিএনপি নেতা কে এম ওবায়দুর রহমানের মুক্তির দাবিতে জেলা বিএনপির আহ্বানে ৪ঠা অক্টোবর ফরিদপুরে আহুত অর্ধদিবস হরতাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই অক্টোবর, ৯৮

লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার, তার সকল বই বাজেয়াপ্ত ও তার ফাঁসির দাবিতে বাংলাদেশ ছাহাবা ইসলামিক পরিষদের ডাকে সিলেটে ৫ই অক্টোবর ৬টা-২টা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই অক্টোবর, ৯৮

ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের দাবিতে বরগুনার পাথরঘাটা থানা সদরে ৭ই অক্টোবর নাগরিক সংরক্ষণ কমিটির আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই অক্টোবর, ৯৮

বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১১ই অক্টোবর জামালপুর জেলা সদরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই অক্টোবর, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে বিএনপির ৪ জন এমপিসহ ৪৮ জন নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৫ই অক্টোবর বৃহত্তর চট্টগ্রামে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই অক্টোবর, ৯৮

বিএনপিসহ ৭টি দলের আহ্বানে ১৮ই অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে অক্টোবর, ৯৮

ফরিদপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে ১৯শে অক্টোবর ফরিদপুর শহরে বিএনপির আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে অক্টোবর, ৯৮

বাজার জামে মসজিদের ইমামকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে নীলফামারীতে ১৯শে অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। জনসাধারণ ও ওলামায়ে পরিষদ এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে অক্টোবর, ৯৮

ছাত্রদল নেতা ওয়াহিদুজ্জামান চঞ্চল হত্যার প্রতিবাদে ২০শে অক্টোবর খুলনায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়। বিএনপি এই হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে অক্টোবর, ৯৮

জেলা বিএনপি নেতা মজিবর রহমানের মুক্তি এবং কে এম ওবায়দুর রহমানের স্ত্রী শাহেদা ওবায়েদের গাড়িতে হামলার প্রতিবাদে ২১শে অক্টোবর ফরিদপুর শহরে বিএনপির আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে অক্টোবর, ৯৮

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ ৭ দলের আহ্বানে ২২শে অক্টোবর দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পলিত হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে অক্টোবর, ৯৮

দলীয় নেতার মুক্তির দাবিতে বিএনপির আহ্বানে নওগাঁয় ২৮শে অক্টোবর পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ২৯শে অক্টোবর, ৯৮

জনগণ ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এবং সরকারের নগ্ন ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদে বিএনপিসহ ৭ দলের ডাকে ৪৮ ঘন্টার হরতাল ৯ই নভেম্বর থেকে শুরু হয়। উৎসঃ প্রথম আলো, ১০ই নভেম্বর, ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট জেলা ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ নেতাকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ১৭ই নভেম্বর সিলেটে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৮ই নভেম্বর, ৯৮

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্তৃক বিএনপি নেতা ভিপি জয়নালের বাড়িতে গুলিবর্ষণ, হামলা ও অগ্নিসংযোগের সময় আহত যুবদল কর্মী নূরনবীর মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৯শে নভেম্বর ফেনীতে বিএনপির আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২০শে নভেম্বর, ৯৮

পৌর চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা নুর আলম হেলালের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির আহ্বানে ২৮শে নভেম্বর থেকে ৪৮ ঘন্টা হরতালের প্রথম দিনে আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ প্রথম আলো, ২৯শে নভেম্বর, ৯৮

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২রা ডিসেম্বর কয়েকটি মৌলবাদী সংগঠনের ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ৯৮

জাতীয় সংসদে পাবনা-২ আসনের উপনির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে বিএনপির ডাকে ১৩ই ডিসেম্বর রোববার দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ৯৮

বিএনপির ডাকে ১৮ই ডিসেম্বর ভোলায় শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৯শে ডিসেম্বর, ৯৮

ফেনী ব্যবসায়ী সমিতি ২৮ ও ২৯শে ডিসেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতাল ডাকে। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে ডিসেম্বর, ৯৮

১৯৯৯

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ, নির্বাচন কমিশন পুর্নগঠন, ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান এবং নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এই ৪ দফা দাবিতে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে ২৬শে জানুয়ারি দেশব্যাপী সকাল থেকে ১৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ প্রথম আলো, ২৭শে জানুয়ারি, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপিসহ ৪ দলের ডাকে ২৭শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে ৮ ঘন্টার হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৯শে জানুয়ারি, ৯৯

বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের ডাকে সারাদেশে ৪৮ ঘন্টা হরতাল শুরু হয় ৯ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা থেকে। এদিন হরতালের মেয়াদ ১১ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়।

উৎসঃ সংবাদ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ৯৯

১০, ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারির হরতালের শেষ দিনে বাঁশখালী থানায় ছাত্রদল কর্মী ইউসুফ হত্যাকান্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপিসহ সমমনা দলসমূহের ডাকে দক্ষিন চট্টগ্রামের ৭টি থানায় হরতাল পালিত হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ৯৯

১৬ই ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটিতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখা কুতুবছড়িতে অপহৃত ৪ নেতাকে উদ্ধারের দাবিতে এ হরতাল ডাকে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৯৯

বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট দেশব্যাপী টানা ৩ দিন হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ৯৯

নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) শামসুল হুদু বাচ্চুর আহ্বানে ২৮শে ফেব্রুয়ারি নরসিংদী পৌর এলাকায় হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ৯৯

স্থানীয় ব্যবসায়ী নুরুল আবসারের উপর হামলার প্রতিবাদে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ব্যবসায়ীদের আহ্বানে হাটহাজারীতে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ দিনকাল, ২রা মার্চ, ৯৯

রাজনৈতিক দলগুলির ডাকা ঘন ঘন হরতালের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি এবং ঢাকা জেলা দোকান মালিক সমিতি ৮ই মার্চ বায়তুল মোকাররম মার্কেটে ৬ ঘন্টার প্রতীক অনশন পালন করে।

উৎসঃ সংবাদ, ৯ই মার্চ, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

উদীচী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভয়াবহ বোমা হামলায় অসংখ্য লোককে হতাহত করার প্রতিবাদে ১১ই মার্চ যশোরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই মার্চ, ৯৯

রাজশাহীতে ৭ই এপ্রিল বিএনপির আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৮ই এপ্রিল, ৯৯

চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ৭ই এপ্রিল কুমিল্লার দোকান মালিকরা অর্ধদিবস হরতাল পালন করে।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৮ই এপ্রিল, ৯৯

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে ১১ই এপ্রিল চট্টগ্রামে বিএনপির আহ্বানে ৮ ঘন্টা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১২ই এপ্রিল, ৯৯

ভোলা পৌরসভা নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগে ১৩ই এপ্রিল ভোলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। পরাজিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে এক সমাবেশে নির্বাচনের ফল বাতিলের দাবি জানান হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৪ই এপ্রিল, ৯৯

লালমনিরহাট জেলার বড়বাড়ি হাটের ইজারা বাতিলের দাবিতে পূর্বের ইজারাদার জেলা বিএনপি নেতা আসাদুল হাবিব দুলুর ডাকা বছরের ৫২ সপ্তাহে প্রতি বুধবার হরতালের প্রথম বুধবার ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) হরতাল সফলভাবে পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৬ই এপ্রিল, ৯৯

সুনামগঞ্জের ছাতকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের গ্রেফতারের দাবিতে নাগরিক ফোরামের আহ্বানে ১৭ই এপ্রিল ছাতকে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগের একাংশ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী হরতালে সমর্থন দেয় (মানিকের বাসভবনেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে শাসক দলের সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়)। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৮ই এপ্রিল, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

চিটাগাং ষ্টিল মিলের লে-অফের আদেশ বাতিল এবং বকেয়া বেতন পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবিতে ২১শে এপ্রিল পতেঙ্গায় ইস্পাত ও প্রকৌশল সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৮ই এপ্রিল, ৯৯

পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য, দেশ পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতা, ইত্যাদির প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে ১৮ই এপ্রিল দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৯শে এপ্রিল, ৯৯

দৈনিক রানার সম্পাদক হত্যা মামলার চার্জশিটে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামের নাম অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিবাদে ২৬শে এপ্রিল বিএনপির ডাকে যশোরে সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপুর্ণ হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ২৭শে এপ্রিল, ৯৯

জামায়াতে ইসলামী নেতা জয়নাল আবেদীনকে হত্যার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামীর ডাকে ২৮শে এপ্রিল চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ২৯শে এপ্রিল, ৯৯

রংপুরে জাতীয় পার্টির (এরশাদ) ডাকে ৪ঠা মে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে এই কর্মসূচি দেয়া হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৫ই মে, ৯৯

বিএনপির ডাকে ৪ঠা মে খুলনা বিভাগের দশ জেলায় শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা তরিকুল ইসলামকে দৈনিক রানার পত্রিকা সম্পাদক মুকুল হত্যার মামলায় আসামী করার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৫ই মে, ৯৯

বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে ১১ই মে দেশব্যাপী ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। রাজধানীতে এদিন হরতালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বিজয় নগর এলাকায় মনিরা বেগম মনি নামে বিএনপির এক মহিলা কর্মীর কাপড় ধরে মহিলা পুলিশের টানাটানির দৃশ্য। পুলিশ কয়েকজন ফটো সাংবাদিককেও লাঠিপেটা করে। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১২ই মে, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম স্টিল মিল লে-অফের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ১৩ই মে চট্টগ্রামে যৌথ সংগ্রাম কমিটির ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৪ই মে, ৯৯

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির নেতার হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ১৭ই মে চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র শিবিরের ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৮ই মে, ৯৯

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে পার্বত্য গণপরিষদের ডাকে ২৭শে মে তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৩০শে মে, ৯৯

বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামের নামে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিএনপির আহ্বানে খুলনা বিভাগে ৬ই জুন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আংশিক ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৭ই জুন, ৯৯

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ঘোষিত বাজেটের প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে ১৩ই জুন দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৪ই জুন, ৯৯

বাজেটে রূপসা সেতু নির্মানে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং অবিলম্বে নির্মাণ কাজ শুরুর দাবিতে বিএনপিসহ ৪ দলীয় জোটের আহ্বানে ২৯শে জুন খুলনায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৩০শে জুন, ৯৯

সরকারি দল আওয়ামী লীগের একাংশ চট্টগ্রামে ৭ই জুলাই সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে দলের মহানগর কমিটির সদস্য আ জ ম নাসিরের গ্রেফতারের প্রতিবাদে। উৎসঃ প্রথম আলো, ৮ই জুলাই, ৯৯

দেশব্যাপী ৮ই জুলাই সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের ডাকা এ হরতালে ৭ দলীয় জোটও সমর্থন দেয়। উৎসঃ প্রথম আলো, ৯ই জুলাই, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

বাগেরহাট জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক খাদেম সিরাজুল নাসিরকে একদল সন্ত্রাসী কুপিয়ে আহত করার প্রতিবাদে ছাত্রদল ৯ই জুলাই জেলা শহরে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। উৎসঃ প্রথম আলো, ৯ই জুলাই, ৯৯

মানিকগঞ্জের গড়পাড়ায় ছাত্রদল কর্মী কাজলকে হত্যার প্রতিবাদে জেলা বিএনপি মানিকগঞ্জে ২৯শে জুলাই অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। উৎসঃ প্রথম আলো, ২২শে জুলাই, ৯৯

বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে পণ্য পরিবহনের সুবিধা দেয়ার সরকারি নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট ২রা আগস্ট থেকে ৩০ ঘন্টার হরতাল ডাকে।
উৎসঃ প্রথম আলো, ১লা আগস্ট, ৯৯

সম্মিলিত বিরোধী দলের আহ্বানে ২২শে আগস্ট পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ইনকিলাব, ২৩শে আগস্ট, ৯৯

সিলেট জেলা ছাত্রদল তাদের এক নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২৪শে আগস্ট সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে।
উৎসঃ প্রথম আলো, ২৪শে আগস্ট, ৯৯

রামগতি থানা সদর চর আলেকজান্ডার ইউনিয়নের চেয়রম্যান আজাদউদ্দিন আজাদকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপি ও ছাত্রদলের উদ্যোগে ৩১শে আগস্ট রামগতিতে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১লা সেপ্টেম্বর, ৯৯

পলাশের ঘোড়াশাল শিল্প এলাকার নিকটস্থ সান্তান পাড়ায় নবনির্মিত ক্যাপিটাল পেপার এন্ড পাল্প ইন্ডাষ্ট্রিজে চাকরির দাবিতে ২রা সেপ্টেম্বর পেপার মিল এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ৯৯

পুরানো ঢাকার লক্ষ্মীবাজার এলাকায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর শান্তিপূর্ণ ভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ সংবাদ, ৫ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা রিক্শা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আনিসুজ্জামান খান বাবু, জেলা ছাত্রদলের সহ-সম্পাদক ও রিক্শা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম মিলনসহ আটককৃত নেতা কর্মীদের মুক্তি, মিথ্যা হয়রানি ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গাইবান্ধায় ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ দিনকাল, ৭ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

স্থানীয় নিউমার্কেটে ৫টি দোকানে হামলা ও একজন দোকানিকে মারধর করার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের ডাকে রাঙ্গামাটিতে ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ প্রথম আলো, ৭ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

দৌলতদিয়া আরিচায় পদ্মা সেতু নির্মাণ এবং রাজবাড়ি-ফরিদপুর ও রাজবাড়ি-বাটিয়াপাড়া রেল রুটে পুনরায় ট্রেন চালুর দাবিতে সর্বদলীয় রেল রক্ষা ও পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ৭ই সেপ্টেম্বর রাজবাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে জিনজিরা বাজার বহুমুখী ব্যবসায়ী সমিতির ডাকে ৭ই সেপ্টেম্বর জিনজিরা বাজারে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

বাজিতপুর চৌকি দেওয়ানি আদালত থেকে মিঠামইন সরকারি জজ আদালত অতি গোপনে ৩রা সেপ্টেম্বর বাজিতপুর থেকে কিশোরগঞ্জে স্থানান্তরের প্রতিবাদে ৬ই সেপ্টেম্বর বাজিতপুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ ১১ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার উদ্যোগ বাতিল, জননিরাপত্তা আইন পাশের উদ্যোগ বাতিল, সরকারের পদত্যাগ, ইত্যাদি দাবিসহ বিএনপির ১২ই সেপ্টেম্বর সচিবালয় অবরোধ সমাবেশে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ৩ দিনব্যাপী হরতালের আহ্বান করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হরতালের প্রথম দিনে নাটোরের গুরুদাসপুরে যুবদল নেতা মবিদুল ইসলাম হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই সেপ্টেম্বর গুরুদাসপুর থানায় বিএনপি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে।

উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি রাজশাহী জেলায় ২৬শে সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। গত ২১শে সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে দু'জন বিডিআর নিহতসহ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ এর অপতৎপরতার প্রতিবাদে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ মুক্তকণ্ঠ, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ৯৯

শ্রমিক নেতা হত্যার প্রতিবাদে বিএনপি আহুত ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যার হরতাল শিল্প শহর নওয়াপাড়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ৯৯

বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলি দেশব্যাপী ৩রা অক্টোবর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে।
উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৪ঠা অক্টোবর, ৯৯

দেওয়ানগঞ্জ থানা বিএনপি সভাপতি এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক হত্যার প্রতিবাদে ১৩ই অক্টোবর জামালপুরে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ১৪ই অক্টোবর, ৯৯

নাটোরে রিক্শা ভ্যান চালক নানু গাজী হত্যার প্রতিবাদে নাটোর জেলা রিক্শা চালক ইউনিয়ন জেলায় ২৫শে অক্টোবর সোমবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৫শে অক্টোবর, ৯৯

পুলিশের প্রতি চোরাগোপ্তা হামলা, গুলিবর্ষণ, ককটেল নিক্ষেপ, রিক্শা ভাংচুর এবং পুলিশের সঙ্গে জামায়াতে শিবিরের ক্যাডারদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে ২৪শে অক্টোবর বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোটের হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৫শে অক্টোবর, ৯৯

বিএনপির আহ্বানে ২৭শে অক্টোবর ফটিকছড়িতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৮শে অক্টোবর, ৯৯

জয়পুরহাট জেলার নবগঠিত আক্কেলপুর পৌরসভার নির্বাচন দু'মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে নির্বাচন প্রার্থীদের আহ্বানে ২৮শে অক্টোবর আক্কেলপুর সদরে সকাল-সন্ধ্যা আংশিক ভাবে হরতাল পালিত হয়।
উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১শে অক্টোবর, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

চোরাগোপ্তা বোমা হামলা, সাংবাদিকদের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সাথে হরতালকারীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে ১লা নভেম্বর দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২রা নভেম্বর, ৯৯

বিএনপিসহ ৪ বিরোধী দল ৭ ও ৮ই নভেম্বর সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ মানবজমিন, ৭ই নভেম্বর, ৯৯

দু'দিনের হরতাল শেষে ৯ই নভেম্বর আকস্মিকভাবে হরতাল ডাকা হয় (শুক্র ও শনিবার ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে রবি, সোম ও মঙ্গলবার ৩ দিন হরতাল যুক্ত হয়)। উৎসঃ সংবাদ, ১০ই নভেম্বর, ৯৯

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই ১৫ই নভেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে কয়েকটি বিরোধী দল সকাল-সন্ধ্যার নিরিবিলি হরতাল কর্মসূচি পালন করে। উৎসঃ সংবাদ, ১৬ই নভেম্বর, ৯৯

রাজধানীতে পিকেটারদের ছোঁড়া পেট্রোল বোমায় ১ জন নিহত ও ১ জন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনার মধ্যে দিয়ে ২৫শে নভেম্বর সারাদেশে বিরোধী দলের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৬শে নভেম্বর, ৯৯

২৫শে নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে এক শিবির নেতা হত্যার প্রতিবাদে ৩ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ২৮শে নভেম্বর লিয়াঁজো কমিটি আহুত হরতাল সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত নজিরবিহীনভাবে পালিত হয়। উৎসঃ সংবাদ, ২৮শে নভেম্বর, ৯৯

নালিতাবাড়ি ক্ষমতাসীন দল থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও শহীদ আব্দুর রশীদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দৌলাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে নালিতাবাড়িতে ১লা ডিসেম্বর হতে থানা ছাত্রলীগের একাংশের আহ্বানে অনির্দিষ্টকালের হরতাল শুরু হয়। উৎসঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা ডিসেম্বর, ৯৯

৫ ও ৬ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী হরতাল ডাকে ৪ বিরোধী রাজনৈতিক জোট। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ৩রা ডিসেম্বর, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানীতে চোরাগোপ্তা বোমা হামলায় এক পুলিশ কনষ্টেবল নিহত, জামায়াত আওয়ামী লীগের সংঘর্ষ, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার এবং ঢাকার বাইরে কয়েকটি স্থানে সহিংস ঘটনার মধ্যে দিয়ে ১৩ই ডিসেম্বর ৪ দল আহুত দেশব্যাপী ৯ ঘন্টার হরতাল অতিবাহিত হয়। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ১৪ই ডিসেম্বর, ৯৯

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে প্রধান ৪ বিরোধী দল আহুত টানা ৩৬ ঘন্টা হরতালের শেষ দিনে ১৪ই ডিসেম্বর বন্দর নগরীর বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর হয় (শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে এই হরতাল ডাকা হয়) । উৎসঃ জনকণ্ঠ, ১৫ই ডিসেম্বর, ৯৯

স্থানীয় বিএনপির আহ্বানে ১৫ই ডিসেম্বর যশোর ও শেরপুরে হরতাল হয়। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ১৬ই ডিসেম্বর, ৯৯

যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও চলন্ত বাসে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে ১৮ই ডিসেম্বর শনিবার রাজধানী ঢাকায় বিরোধী দল আহুত অর্ধদিবস হরতাল অতিবাহিত হয়। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ১৯শে ডিসেম্বর, ৯৯

ব্রিগেডিয়ার শাবাব আশফাকের মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে ২০শে ডিসেম্বর হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থানায় ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ২০শে ডিসেম্বর, ৯৯

পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে ২১শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামে জামায়াতে শিবির আহুত ও বিরোধী দলীয় ঐক্যজোট সমর্থিত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল নজিরবিহীন ভাবে পিকেটিং ও বোমাবাজির মধ্যদিয়ে পালিত হয়। উৎসঃ আজকের কাগজ, ২২শে ডিসেম্বর, ৯৯

২১শে ডিসেম্বরের ডাকা হরতালের পর ছাত্র শিবির ২২শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামে হরতাল ডাকলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ২২শে ডিসেম্বর, ৯৯

উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলার মামলায় বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামের নামে চার্জশীট প্রদান করা এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুন্নবী সোহেল ও নাসিরউদ্দিন পিন্টুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির নড়াইল জেলা শাখা নড়াইল শহরে ২৪শে ডিসেম্বর ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করে। উৎসঃ জনকণ্ঠ, ২৪শে ডিসেম্বর, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের নামকরণ বিরোধী সংগ্রাম পরিষদ আহুত হরতাল ২৬শে ডিসেম্বর সিলেটে শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উৎসঃ আজকের কাগজ, ২৭শে ডিসেম্বর, ৯৯

চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ভাংচুর বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের মধ্যদিয়ে ২৮শে ডিসেম্বর সকাল থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। উৎসঃ আজকের কাগজ, ২৯শে ডিসেম্বর, ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আহমদ, আবুল মনসুর	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, এপ্রিল, ১৯৯৯ (সপ্তম সংস্করণ)।
আহমদ, এমাজ উদ্দীন	বাংলাদেশ ঃ সমাজ এবং রাজনীতির চালচিত্র, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি, ২০০০।
আহমদ, এমাজ উদ্দীন	বাংলাদেশ ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৯২।
আহমদ, এমাজ উদ্দীন (সম্পাদক)	বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা, ঢাকা, করিম বুক করপোরেশন, ১৯৯২।
আসাদ, আসাদুজ্জামান	স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪।
আহমদ, মনিরুদ্দীন	বাংলাদেশ ঃ ৭২ থেকে ৭৫, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০।
Ahmed, Moudud	Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman, Dhaka, UPL, December, 1983.
ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদনা)	বাংলাদেশে ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ঢাকা, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।
ইসলাম, রফিকুল	বাংলাদেশ ঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংঘাত, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৯।
ইসলাম, রফিকুল	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪।
উমর, বদরুদ্দীন	পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০।
উমর, বদরুদ্দীন	পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খন্ড, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।
উল্লাহ, মাহফুজ	অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ঢাকা, ভাষা প্রকাশনী, ১৯৮৩।
উমর, বদরুদ্দীন	পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ৩য় খন্ড, চট্টগ্রাম, বইঘর, ১৯৮৫।
উমর, বদরুদ্দীন	যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৭৬।
উমর, বদরুদ্দীন	যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৫।
করিম, জাওয়াদুল	গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।
কবির, শাহরিয়ার (সম্পাদিত)	মওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম, ঢাকা, নওরাজ কিতাবিস্তান ১৯৭৮।
খান, আতাউর রহমান	স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০।
চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম ও হাসনাত, আবুল (সম্পাাদিত)	নব্বই এর অভ্যুত্থান, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৯১।
গফুর, আবদুল (সম্পাদিত)	আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর, ১৯৮৭।
জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদনা)	গণতন্ত্র, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, মে, ১৯৯৫।
Jahan, Raunaq	"Bangladesh in 1972 : Nation Building in a New State", Asian Survey, February, 1973.

Dhaka University Institutional Repository

তালুকদার, আবদুল ওয়াহেদ	গণতন্ত্রের অণ্বেষায় বাংলাদেশ, ঢাকা, পান্ডুলিপি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।
Talukdar, Mohammad H.R. (ed)	Memoiries of Huseyn Shaheed Suhrawardy, Dhaka, UPL, 1987.
Talukder, Moniruzzaman	"Bangladesh in 1975 : The Fall of Mujibur Rahman and its Aftermath", Asian Survey, February, 1976.
পত্রী, অতীন্দ্র (সম্পাদনা)	বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভাবনা, ঢাকা, অনুশীলন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।
বাদল, হাবিবুর রহমান	রাজনৈতিক সংকট, ঢাকা, রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৯০।
বেগম, ফিরোজা	বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ২০০০।
মন্ডল, আখতারুজ্জামান	উত্তরাঙ্গনে বিজয়, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯০।
মোশেল, বাসুদেব	ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ, ১৯৮৫।
মামুন, মুসতাসীর	গণতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নে, ঢাকা, খান ব্রাদার্স, ১৯৯২।
মামুন, মুনতাসীর	সব সম্ভবের দেশে, ঢাকা, পল্লব প্রকাশনী, ১৯৯১।
মামুন, মুনতাসীর	ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতায় থাকা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।
মামুন, মুনতাসীর ও রায়, জয়ন্তকুমার	বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫।
মুসা, মনসুর (সম্পাদনা)	বাংলাদেশ, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪।
মতিন, আবদুল	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঃ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, লন্ডন, র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিশিং, ১৯৯৩।
রেহমান, তারেক শামসুর (সম্পাদিত)	বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ (২য় সংস্করণ)।
রেহমান, তারেক শামসুর	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা, আবদুল্লাহ এন্ড সন্স, ১৯৯২।
রায়, রঞ্জন	বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলকাতা, আদিপর্ব, ১৩৫৬ (নব সংস্কারণ, ১৪০০)।
Majmumdar, R. C. (ed).	History of Bengal, Vol 1. Dhaka, University, 1943.
Lifschultz, Lauerence	Bangladsh : The Unfinished Revolution, London, Zed Press, 1979.
শফিক, মাহমুদ	জনগণ সংবিধান নির্বাচন, ঢাকা, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, নভেম্বর, ১৯৯৬।
সরকার, মোনায়েম	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।
সাহা, পরেশ	ষড়যন্ত্রের রাজনীতি (মুজিব পর্ব), র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিশিং, লন্ডন, জানুয়ারি, ১৯৯৪।
সাইদ, আবু আল	আওয়ামী লীগের ইতিহাস, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।
সিদ্দিকী, রেজোয়ান	কথামালার রাজনীতি ১৯৭২-৭৯, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪।
Sobhan, Rehman and Ahmed, Muzzaffar	Public Enterprise in an Intermediate Regime, Dhaka, BIDS, 1980.

Dhaka University Institutional Repository

Hossain, Golam	General Ziaur Rahman and the BগP : Political Transformation of a Military Regime, Dhaka, UPL, 1988.
হক, আবুল ফজল	বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর, রংপুর টাউন ষ্টোর্স, অক্টোবর, ১৯৯৮ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।
হান্নান, মোহাম্মদ	বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জুন, ২০০০।
হান্নান, মোহাম্মদ	বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, ওয়াসী প্রকাশনী, ১৯৮৭।
হাসান, উজ্জ্বজামান	সামরিক রাজনীতির চালচিত্র ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩।
হোসেন, সেলিনা	উনসত্তরের গণ আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
হক, গাজীউল ও মুকুল, এম আর আখতার	বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯১।
মিয়া, এম এ ওয়াজেদ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৩।
হোসেন, মুশাররফ	বাংলাদেশের সমাজ ও সামরিক শাসন, ঢাকা, ১৯৮৮।
ফরহাত, মোহাম্মদ	উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।